রামানুজ

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.

প্রণীত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৩।

মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরম ভক্তি-ভাজন

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীকর-কমলেষু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ

রামানুজ	...	...	লক্ষ্মণাবতার।
গোবিন্দ	...	...	রামানুজের মাতৃস্বসৃ-পুত্র।
দাশরথি	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
যাদব-প্রকাশ	...	...	বেদান্তাধ্যাপক।
তিরুমল, বড়কুন, নেড়েলাই	...	...	ঐ শিষ্যগণ।
যামুনাচার্য্য	...	...	বৈষ্ণব-আচার্য্য।
কাঞ্চিপূর্ণ	...	...	ঐ শিষ্য।
সুধাকণ্ঠ	...	...	চোলরাজ।
কৃমিকণ্ঠ	...	...	ঐ পুত্র
কুরেশ, ধনুর্দ্দাস	...	...	রামানুজ-শিষ্য।
সর্ব্বজ্ঞ, যজ্ঞমূর্ত্তি	...	...	সন্ন্যাসী।
পারাশর	..	...	কুরেশের পুত্র।

রাজমন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত, শিষ্যগণ, নাগরিক-গণ, শ্রীরঙ্গনাথের-অর্চ্চক, প্রহরিগণ, জল্লাদ, ভক্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী

কান্তিমতী	...	...	রামানুজের মাতা।
দীপ্তিমতী	...	...	গোবিন্দের মাতা।
জমাম্বা	...	...	রামানুজের পত্নী।
অণ্ডাল	...	...	কুরেশের পত্নী।
হেমাম্বা	...	...	ধনুর্দ্দাসের প্রণয়িনী।
অতুলা	...	...	রামানুজের গুরুকন্যা।

যাদব-মাতা, দেবদাসীগণ, নাগরিকাগণ, অর্চ্চক-পত্নী ইত্যাদি।

সংযোগস্থল :—কাঞ্চীপুর, শ্রীরঙ্গম, পেরেমবেদুর।

প্রস্তাবনা।

—•••—

গোলোক দৃশ্য।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সীতা ও বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠ। কমল নয়ন!
মহর্ষি-দেবতাসঙ্ঘ প্রতিনিধি রূপে
আসিয়াছি তোমারে করিতে আবেদন।

রাম। শিষ্যে দাসে আজ্ঞা কর প্রভু!

* বশিষ্ঠ। আজ্ঞা আমি তোমারে করিব সীতানাথ?

রাম। রামরূপে চিরদিন শিষ্য আমি তব।

বশিষ্ঠ। তবে শুন—গুরুশিষ্য সম্বন্ধ মধুর
গোলোকের সীমামধ্যে
যগুপি করে হে আগমন—তবে শুন।*
রক্ষোদম্ভে ধরণীর দেখি নিপীড়ন,
বিপন্ন দেখিয়া দেবগণে,
এই রামরূপ ধরি
রাবণে সবংশে তুমি করেছ সংহার।
কৃষ্ণরূপে উরিয়া গোকুলে
দানবকংসের তুমি করিলে নিধন।

রামানুজ।

কুরুক্ষেত্রে তুলি মহারণ
রণাঙ্গনে সারথীর রূপে
হে গোবিন্দ! কপিধ্বজ চক্রভারে
নিষ্পেষিত করিয়াছ
দাম্ভিক কৌরব-কুলে।
বিপ্রদম্ভে বিকৃতার্থ বেদের শাসন—
প্রতিশোধ লইয়াছ বুদ্ধ-অবতারে।
গৌতমের করুণা-মহিমা
শূন্যবাদে করি পরিণত
আবার মানব যবে
জগতে বুঝিল নিরীশ্বর,
অমনি শঙ্কর
নিজ বোধরূপ আশ্রয় করিয়া প্রভু
আচার্য্য শঙ্কররূপে
দুর্জ্জেয় অদ্বৈতবাদ করিলা প্রচার।
তারপর—কি বলিব করুণানিধান!—*

রাম। আবার প্রচণ্ড দম্ভ
মানবে করেছে অধিকার?

বশিষ্ঠ। আবার প্রচণ্ড দম্ভ—
গুরুবাক্য স্বরূপতঃ না ক'রে নির্ণয়,
হীন দম্ভ করিয়া আশ্রয়,
জীবব্রহ্ম অভেদ ভাবিয়া

প্রস্তাবনা।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি
ক্ষণধ্বংসী দেহে দেখে ব্রহ্মের বিকার।
জীব পরিত্রাণে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলিতে উপায়
ভক্তিরে করেছে পরিহার।
সঙ্গোপনে অহঙ্কার করিয়া আশ্রয়
অশরীরী দৈত্য সমুদয়
চাটুবাক্য কহি কানে কানে
উল্লাসে ভুলায় নরগণে।
মুক্তি অন্বেষিতে
তীব্রবেগে ছুটে তারা মরণের পথে।
রক্ষা কর রাম—
রক্ষাকর গুণধাম মোহগ্রস্ত নরে।

রাম। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব গুরু।
তর্কে তর্ক সনে রণ,
মীমাংসায় ভ্রম নিরসন—
ভক্তির মাহাত্ম্য জীবে করিতে প্রচার
একমাত্র যোগ্য দেখি অনুজ লক্ষ্মণ।
* রঘুকুলগুরুরূপে অযোধ্যানগরে
যে সময় দিয়াছিলে মোরে
অপূর্ব্ব অমূল্য গূহ্য যোগ উপদেশ
পার্শ্বে ব'সে ভাই মোর করিত শ্রবণ।

আমি লয়েছিনু নীর
ক্ষীরভাগ লইল লক্ষ্মণ।
পঞ্চবটীবনে মায়ামৃগ দরশনে
মুগ্ধ হনু আমি,
মম সঙ্গে মুগ্ধা হ'ল জনক-নন্দিনী।
ভাই মোর বুঝিল স্বরূপ—
মৃগের পশ্চাতে যেতে
বারংবার নিষেধ করিল মোরে।
কথা নাহি শুনে যে ফল লভেছি আমি
সমস্তই আছে ঋষি বিদিত তোমার।*
নিশ্চিন্ত হও হে ঋষিরাজ!
জীবের কল্যাণে
জগতে আচার্য্যরূপে
পাঠাইব অনুজে আমার।
আকর্ষণে বিকর্ষণে—লীলার পোষণে
যাহার যাহার সেথা হবে প্রয়োজন
তারাও যাইবে তার সাথে।
শঙ্করাংশ দাস্যমূর্ত্তি যাইবে মারুতি,
ঊর্ম্মিলা যাইবে সাথে সতী—
* চৌদ্দবর্ষব্যাপী যার আরতি সাধন
রেখেছিল বনবাসে স্বামীর জীবন।
ইন্দ্রজিত হইল নিহত যার ফলে।

প্রস্তাবনা।

সতীর আয়তিপুণ্য-বলে
ভাই মোর জীবনশঙ্কটে পাবে ত্রাণ।
সুদীর্ঘ জীবন ল'য়ে
ধরণীতে সদ্ধর্ম্ম প্রচারে রবে রত। *
অনুজে সুযোগ্য শিক্ষাদিতে
তোমারেও নিজ অংশে যেতে হবে ঋষি।

বশিষ্ঠ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা নারায়ণ।

রাম। উঠ তাত, উঠ প্রিয়তম,
মহর্ষির আবেদন—
উদ্‌গ্রীব দাঁড়ায়ে দেবগণ।
মানবের কল্যাণ-সাধনে—
মমাদেশ—অবতীর্ণ হও ধরণীতে।

দেবদেবীগণের গীত।

নব-দূর্ব্বাদল-কান্ত কোমল, চণ্ড-কিরণ-কুল-মণ্ডন।
মায়া-মানবরূপ, ভাব-বিভব-ভূপ অগণিত-গুণ-গণ-ভূষণ॥
ত্র্যম্বক-কার্ম্মুক-ভঞ্জন,
জানকী হৃদি রঞ্জন
চরাচর-পালন ভবাময়-বারণ
রাক্ষস-সঙ্ঘ-বিমর্দ্দন—
বন্দে লোকাভিরাম রাম রাঘব নারায়ণ॥

রামানুজ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাঞ্চিপুর—রামানুজের গৃহ।

রামানুজ।

রামানুজ। পূর্ণ ওই—পূর্ণ এই—
পূর্ণ হ'তে পূর্ণের উদয়!
তথাপি—তথাপি পূর্ণ
মহাপূর্ণ পূর্ণের বাহিরে।
এ অনন্ত বিশ্ব তার
অনন্ত ব্যাকুল দৃষ্টি লয়ে
চেয়ে আছে তার মুখপানে
অনাদি অনন্ত কাল হ'তে।
সেই ব্রহ্ম—নিত্যদীপ্ত বহ্নিশিখা
জীব নিত্য স্ফুলিঙ্গ তাহার।

নেপথ্যে—রামানুজ!

বিন্দু যবে সিন্ধুতে মিশায়
বিন্দু আর চিনিতে না পারে আপনারে,
পরমাণু স্বরূপে শিহরে।

কিন্তু সিন্ধু ত সর্ব্বদা জানে
অঙ্গমধ্যে কোথা তার আছে পরমাণু!
তবে কেন দাম্ভিক মানব
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি,
আপনারে বিস্ফারিত কর অহঙ্কারে?
ভেদ অপগমে যবে আচার্য্য শঙ্কর
নিজাস্তিত্ব করেছিলা ধ্যান,
পূর্ণ পারে মহাপূর্ণ দেখে
আপনারে অংশ বুঝে হয়েছিলা স্থির।
বুঝেছিলা সিন্ধুরই তরঙ্গ ঋষি
তরঙ্গের সিন্ধু কভু নয়।

নেপথ্যে। রামানুজ ঘরে আছ?

রামানুজ। ব্রহ্মাংশ আপনা জেনে,
ব্রহ্মের স্বরূপ নিজে বলিব কেমনে?
হে আচার্য্য যাদবপ্রকাশ!
হয়েছি হতাশ—
শিক্ষা তব নাহি লয় মনে।

কান্তিমতীর প্রবেশ।

নেপথ্যে। রামানুজ ঘরে আছ?

কাঁন্তি। একি রামানুজ! তোমার আচার্য্য তাঁর শিষ্য দিয়ে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। সে তোমাকে বারংবার ডাকছে। তুমি এখানে বসে রয়েছ, তবু শুনতে পাচ্ছনা?

রামা। মা! আমার আর আচার্য্যের কাছে যেতে ইচ্ছা নেই।

কান্তি। সে কি!

রামা। আচার্য্যের শিক্ষা আমার মনোমত হচ্ছে না।

কান্তি। চুপ চুপ! বাইরে তার শিষ্য দাঁড়িয়ে আছে, শুনতে পাবে।

রামা। আমি ত আমার মনোভাব গোপন করব না। আমি নিজে আচার্য্যকে এই কথা বলব মনে করেছি।

কান্তি। চুপ কর অবোধ বালক! বল কি! দাক্ষিণাত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ—তাঁর শিক্ষা তোমার মনোমত হচ্ছে না! একথা লোকে শুনলে তোমাকে যে পাগল বলবে, হেয়জ্ঞান করবে। ওকথা আর কখন মুখে এনো না। সবেমাত্র আমরা তিনমাস কাঞ্চিপুরে এসে বাস করছি। এক ভগিনী ছাড়া, এখানে আর কারও সঙ্গে আমাদের ভালো মেশামিশি হয় নি। আমাকে যা বললে, সাবধান, ওরূপ কথা যেন আর কারও কাছে ব'ল না। বললে, এখান থেকে বাস তুলতে হবে।

রামা। তাহ'লে কোনও মতামত প্রকাশ করব না? ব্যাখ্যা মনোমত না হ'লেও শুধু বোবার মত শুনে যাব?

কান্তি। বোবার মত শুনে যাবে। ক্ষুদ্র বালক, তোমার আবার মত কি? আচার্য্যকে দেশের লোক দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ব'লে মান্য করে। স্বয়ং রাজা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস করেন না। তাঁর কাছে তোমার মতের মূল্য কি? (নেপথ্যে—কিগো চলে যাব?) পাঠিয়ে দিচ্ছি—পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাও, আচার্য্য কিজন্য ডাকছেন শুনে এস।

রামা। যদি মা তাঁর উপদেশ আমার ধর্ম্মমতের বিরোধী হয়?

কান্তি। তুমি কি আমাকে বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে পাগল করতে চাও?

রামা। ভাল, তোমার আদেশ আমি গ্রহণ করছি। আমি নীরবেই তাঁর

ব্যাখ্যা শুনবো। কিন্তু মা, আমার ধর্ম্মমতের কথা নিয়ে যদি তিনি আমাকে কখন প্রশ্ন করেন, তাহ'লে আমি নিজের মত প্রকাশ করতে ছাড়বো না। যেটা ভ্রম বলে বুঝেছি, তাকে আমি কিছুতেই সত্য বলতে পারব না। এরূপ কার্য্যে মা, আমাকে অনুরোধ ক'র না। আমি অনুরোধ রাখতে পারব না।

[রামানুজের প্রস্থান।

কান্তি। পাগলামী ক'র না—সর্ব্বনাশ ক'র না। তাই ত, দেশ ছেড়ে কাঞ্চিপুরে বাস করতে এসে বিভ্রাট করলুম না কি? আচার্য্যের প্রবল প্রতাপ—আর ও এদেশে অপরিচিত ক্ষুদ্র বালক!

দীপ্তিমতীর প্রবেশ।

দীপ্তি। হাঁ দিদি! রামানুজ কি আচার্য্যের গৃহে পড়তে গেছে? একি, তোমাকে বিমর্ষের মতন দেখছি কেন দিদি?

কান্তি। সে যেতে চাচ্ছিল না—আমি তাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলুম।

দীপ্তি। তাহ'লে সে তোমাকে আচার্য্যের কথা বলেছে না কি?

কান্তি। বলেছে।

দীপ্তি। কেমন ক'রে বলবে—সে ত জানে না। তার অন্তরালে একথা হয়েছে—গোবিন্দ জেনে এসেছে। সে এরই মধ্যে সে কথা কেমন ক'রে জানলে?

কান্তি। কি কথা দীপ্তিমতী?

দীপ্তি। তোমাকে সে কি কথা বলেছে?

কান্তি। বললে, আচার্য্যের শিক্ষা তার মনোমত হচ্ছে না।

দীপ্তি। সে কি কথা! সে কথা ত গোবিন্দ বললে না! সে বললে রামানুজের বুদ্ধিতে আচার্য্য এত তুষ্ট হয়েছেন যে, এরই মধ্যে তাকে

সর্ব্ব শিষ্যের প্রধান করে দিয়েছেন। আজ তার সমস্ত শিষ্য রামানুজের সুমুখে পুঁথি খুলে তার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনবে। সমস্ত শিষ্যদের আচার্য্য এই আদেশ করেছেন। যাদবাচার্য্যের ছাত্র—তারা ত আর 'ক খ' পড়া ছাত্র নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞ। প্রায় সকলেই রামানুজের চেয়ে বয়সে বড়। তারা, গুরুর এই অন্যায় আদেশ শুনে, সকলেই বিদ্রোহী হয়েছে।

কান্তি। তা হ'লেই ত বিপদের কথা!

দীপ্তি। বিপদের কথা বই কি! গোবিন্দ এসে আমাকে বললে "তুমি এখনি গিয়ে দাদাকে আজ টোলে যেতে নিষেধ করে এসো। রাগের বশে শিষ্যেরা দাদাকে বিপদে ফেলতে পারে।"

কান্তি। তাহ'লে কি ক'রলুম দীপ্তি! সে টোলে আজ যেতে চাচ্ছিল না। আমি যে জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিলুম!

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। দাদা চলে গেছে?

দীপ্তি। চলে গেছে।

কান্তি। কি হবে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কি আবার হবে! গেছে যাক্। আজ সব ছাত্রেরা কোলাহল কর্‌তে কর্‌তে টোল ছেড়ে চলে গেছে। আজ আর তাকে পড়াতে হবে না।

দীপ্তি। আজ না হয় হ'ল না। এর পর?

গোবিন্দ। আচার্য্য, দাদাকে একান্ত জেদ করেন, দাদা পড়াবে।

দীপ্তি। তোর দাদাকে এর পরে যে তারা বিপদে ফেলবে, তার কি?

গোবিন্দ। এঃ! আমি বেঁচে থাকতে!

দীপ্তি। দেখিস্!

গোবিন্দ। খুব দেখেছি।

কান্তি। না গোবিন্দ, ওসব গোলমালে কাজ নেই। তুমি তোমার দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

দীপ্তি। যা গোবিন্দ, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

* দাশরথীর প্রবেশ।

দাশ। বা—মামা—বা! তোমার ত খুব বুদ্ধি! বড়-মামা একা চলে গেল, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

[গোবিন্দের প্রস্থান।

দীপ্তি। বিপদের আশঙ্কা ক'রছিস্ না কি দাশরথী?

দাশ। আশঙ্কা বলছ কি দিদি-মা!—নিশ্চয় বিপদ। আমি ভাগ্নে। আমিই বড়-মামার কাছে পড়তে লজ্জা বোধ করছি! তাদের ভিতরে এক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত আছে। শুধু যাদবাচার্য্য ছাড়া আর কারও কাছে তারা মাথা হেঁট করে না। তারা ওই বালকের কাছে মাথা হেঁট করবে?

কান্তি। ভাই! তোমার মামাকে তাহ'লে রক্ষা কর।

দাশ। আমি কি ক'রে রক্ষা করব বড়-দিদিমা! আমি আচার্য্যকে বলেছিলুম। আচার্য্য আমার কথা শুনলেন না। বরং, বলতে আমাকে তিরস্কার করে উঠলেন। শিষ্যদের জেদ দেখে তাঁরও জেদ হয়েছে। তিনি বড়-মামাকে দিয়ে একবার তাদের পড়াবেনই পড়াবেন। রক্ষা করতে পারে এক মামা। মামা একটু মুখ্‌খু সুখ্‌খু ব'লে, তাকে সকলে একটু ভয় করে।

দীপ্তি। তাঁর শিষ্যেরা এখন কোথায় জানিস্ ?

দাশ। তারা সকলে একজনের বাড়ীতে জড় হয়েছে। জড় হয়ে কি পরামর্শ ক'রছিল। আমি উপস্থিত হ'তেই তারা সব চুপ ক'রলে। বুঝলুম, তাদের মতলব ভাল নয়। একজন আমাকে স্পষ্টই বললে—"দাশরথী! তোমার বড়-মামাকে ডেরাদাণ্ডা তুলে স্বগ্রাম পেরেম-বেদুরে ফিরে যেতে বল।"

দীপ্তি। তোর বড়-মামার সঙ্গে তোর কি পথে দেখা হয়েছিল ?

দাশ। হয়েছিল।

দীপ্তি। তাকে নিষেধ করলিনি কেন ?

দাশ। মামা নিষেধ শুনলেন না। বললেন, "তোমার কথা শুনব, না মায়ের কথা শুনব ?" এই বলে মামা চলে গেলেন।

দীপ্তি। তাহ'লে তুমিও আর দাঁড়িয়ো না, তুমিও সেখানে চলে যাও।

[দাশরথীর প্রস্থান। *

কান্তি। তাইত, কি করলুম ভগিনী ?

দীপ্তি। গেছে, যাক্।

কান্তি। যাক্ কি ?

দীপ্তি। আচার্য্যের আদেশ। যদি পড়াতে হয়, পড়াক্। কাঞ্চিপুরে এক অপূর্ব্ব টোলের বিস্তার হ'ক।

কান্তি। তারপর ?

দীপ্তি। তারপর আবার কি! তুমি কি ভুলে গেছ দিদি, বৃদ্ধ-বয়সে কেমন ক'রে তোমরা এই পুত্রকে পেয়েছ ? ভগবান পার্থ-সারথীর কাছে যজ্ঞের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর সেই স্বপ্ন। ভগবান নিজে তোমাকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—"মা! আমি তোমার গর্ভে আশ্রয় নিতে এসেছি।" তোমাদের পুণ্যের ফলে আমিও বৃদ্ধ-বয়সে সন্তান

লাভ করেছি। উভয়েরই একই সময়ে জন্ম। দাদা মহাপুরুষ—উভয়ের কোষ্ঠী-বিচার ক'রে একজনকে লক্ষ্মণ আর একজনকে শত্রুঘ্ন নাম দিয়েছেন। নির্জনে বসে—ছেলে যতক্ষণ না ফেরে—এস আমরা ভগবান পার্থ-সারথীর নাম করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

যাদবপ্রকাশ ও তিরুমল।

(তিরুমল তৈল-মর্দ্দনে নিযুক্ত)

যাদব। বেটাদের একদিক থেকে থড়ম-পেটা করব। দূর করে দেব। আমি যাদবপ্রকাশ—স্বয়ং চোলরাজ আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করে না—শিষ্য হয়ে বেটারা কি না তাই করলে!

তিরু। আপনি যে অন্যায় রাগ করছেন!

যাদব। শিষ্য আমার আদেশ পালন করলে না—আমি অন্যায় রাগ করছি?

তিরু। আমি আপনার শিষ্যকে শিষ্য, ভৃত্যকে ভৃত্য। আমাকে যা আদেশ করবেন, আমি তখনি তা করতে প্রস্তুত আছি। তারা সব উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবক। আপনি ছাড়া তারা এ পৃথিবীর আর কোনও আচার্য্যের কাছেই মাথা হেঁট করে না। তারা ওই অপোগণ্ড বালকের কাছে পুঁথি খুলে পড়তে বসবে! এ বিসদৃশ আদেশের কথা যে শুনবে, সেই, আপনি পাগল হয়ে গেছেন মনে করবে যে!

যাদব। আরে মূর্খ, কোনও একটা উদ্দেশ্য না থাকলে কি আমি এমন আদেশ করি ?

তিরু। তা উদ্দেশ্যটা কি, তাদের বলুন না কেন ? তা শুনেও তারা যদি আপনার আদেশ অমান্য করে, তখন না হয় তাদের উপর ক্রোধ-প্রকাশ করবেন।

যাদব। উদ্দেশ্য বলব কি ! আমি গুরু, তারা শিষ্য। আমার আদেশ, তাদের পালন। মাঝখানে ফাঁক। আমি আদেশ করব, তারা পালন করবে। কেন, কিজন্য তারা জিজ্ঞাসা করবে না। তবে না তারা শিষ্য ?

তিরু। বেশ, আমাকেই বলুন। আমি ত একটা নিরেট মূর্খ ; অনন্তকাল ধ'রে আপনার চেলাগিরি করছি। সব কাজেই আমি অন্তরঙ্গ। আর এটাতে নয় ! তাদের উপর রাগ করেছেন কি ! তার ভাগ্নে দাশরথী —সেই ছেলেমানুষ মামার সুমুখে পুঁথি খুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে।

যাদব। বালককে তুমি কি মনে কর ?

তিরু। এতদিনের ভিতরে তার বিদ্যার পরিচয় ত কিছু পাই নি। এক-দিনের জন্য তাকে একটা কথা কইতেও ত শুনিনি। তবে তাকে দেখলে মেধাবী বলে মনে হয়।

যাদব। মনে হয় ? তিরুমল ! আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এমন মেধাবী বালক দেখিনি।

তিরু। বলেন কি !

যাদব। শঙ্করাচার্য্যের মেধার কথা শুনেছি। আর এই মেধা চক্ষে দেখছি।

তিরু। বলেন কি ! আপনি অনুমানে বলছেন, না বালকের মেধা পরীক্ষা করেছেন ?

যাদব। এই বয়সে বালক সর্ব্বশাস্ত্র আয়ত্ত করেছে। যেমন তেমন শাস্ত্র নয়—সর্ব্বদর্শন।

তিরু। সর্ব্বদর্শন আয়ত্ত করেছে?

যাদব। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, পূর্ব্বমীমাংসা—এই পাঁচটার বিষয় ত জেনেছি। জানতে বাকী বেদান্ত।

তিরু। সর্ব্বশাস্ত্র যার অধীত, সে তবে আপনার কাছে কি পড়তে আসে?

যাদব। তা বুঝতে পারছি না। পঞ্চদর্শন পর্য্যন্ত তার বিদ্যার পরিচয় পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছি। এখন বেদান্ত সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে তার মনোভাব জানা প্রয়োজন।

তিরু। মনোভাব জানা প্রয়োজন!

যাদব। বালক শুধু মেধাবী নয়—অতি শিষ্ট। আমি শিষ্যদের বেদান্ত পড়াই, সে একান্তে বসে নীরবে শোনে। আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হয় কি না, বুঝতে পারি না।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা তার মনোমত হবে না!

যাদব। যদি হয়, তাহ'লে আমি শঙ্কর-গুরু গোবিন্দপাদের তুল্য ভাগ্যবান। যদি না হয়—

তিরু। আগে থাকতে এরূপ অন্যায় সন্দেহ করছেন কেন গুরুদেব?

যাদব। এখনও করবার কারণ হয়নি। তবে পাঠনার সময়ে মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখেছি। সময়ে সময়ে তার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হচ্ছে না। আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করবার জন্য তার অধর সময়ে সময়ে স্ফুরিত হবার চেষ্টা করে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই যেন বালক প্রতিবাদে নিবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যেদিন আমি তোমাদের কাছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করছিলুম, সেদিন তার মুখের ভাব দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম।

তিরু। তা এ কথা এ গরীব দাসকে বললে কি দোষ হ'ত?

যাদব। সেইজন্ত ইচ্ছা ক'রেছিলুম, ওই হতভাগ্যগুলোকে বেদান্ত পড়াবার ছলে বালকের বেদান্ত সম্বন্ধে মতটা জেনে নেব।

তিরু। (পদসেবা করিতে করিতে) হুঁঃ! এমন ছেলেমানুষিও করে। আমাকে একথা বল্‌লে, আমি এমন কৌশলে তাদের বুঝিয়ে বলতুম যে, তারা সুড়সুড় করে পুঁথি খুলে ছোঁড়াটার কাছে পড়তে বস্‌তো।

যাদব। এই ত জানলে, এইবার হতভাগাদের বুঝিয়ে বল।

তিরু। এখনি তাদের কান ধ'রে টেনে আনতে চললুম। আর বলা বলি কি ? (ঘন ঘন পদসেবা)।

যাদব। একটু আস্তে—একটু আস্তে।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা যদি সে না গ্রহণ করে ?

যাদব। তা হ'লে এই কাঞ্চিপুরে তার তুল্য শত্রু আমার আর নেই।

তিরু। হুঁ! শত্রু—কাঞ্চিপুরে আপনার—আর নেই—হুঁ—

যাদব। আরে, আস্তে আস্তে—করিস্ কি—আস্তে।

তিরু। (পদ ছাড়িয়া পৃষ্ঠসেবা) আপনার সন্দেহ অকারণ নয় তো ?

যাদব। অকারণ সন্দেহ আমি কি কখন করি রে মূর্খ! ওর বাপ পেরেমবেত্বরের কেশবাচার্য্যও একজন পরম পণ্ডিত ছিল। শুধু আমার ভয়ে সমাজে সে নিজের মত প্রকাশ ক'র্‌তে পারতো না। ওর মামা শ্রীশৈলপূর্ণ একটা গোঁড়া বৈষ্ণব। আমার ভয়ে কাঞ্চিপুর ছেড়ে সে শ্রীশৈল পর্ব্বতে পালিয়ে আছে। লোকে বলে বৈরাগ্য। কিন্তু তা নয় তিরু, সে কেবল আমার ভয়। এখানে থাক্‌লে বিচারে ঠিক আমি তাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত্যাগ করাতুম। রামানুজ এই উভয় বংশ হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে—বুঝেছ ?

তিরু। ঠিক—ঠিক—ঠিক—তা হ'লে আপনি যা সন্দেহ ক'রেছেন, তা ঠিক।

যাদব। হাঁ হাঁ—আস্তে আস্তে।

তিরু। আর আস্তে—এই আমার সেবা ঘন ঘন চল্‌তে লাগল। আমি এখনি যাচ্ছি।

যাদব। করিস্ কি—আস্তে।

তিরু। আপনি নিশ্চিন্ত হন। (পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত)।

যাদব। মেরেই যদি ফেল্‌লি ত নিশ্চিন্ত হ'ব কখন? (**নেড়ে-লাইয়ের প্রবেশ**) কি খবর নেড়ু?

নেড়ে। আস্‌ছে। পথে সেই বাবাজী বেটা কাঞ্চিপূর্ণের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। তার সঙ্গে কি কথা কইতে একবার দাঁড়িয়েছে।

যাদব। আজ আসেনি কেন, জিজ্ঞাসা ক'রেছিলি?

নেড়ে। জিজ্ঞাসা করিনি—তবে জানতে পেরেছি।

যাদব। কি জেনেছিস্?

তিরু। আরে মর্, মুখ চুঁচ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। কি জেনে এলি বল্ না।

নেড়ে। তার আস্‌বার ইচ্ছা ছিল না।

তিরু। হুঁ।

যাদব। ইচ্ছা ছিল না?

নেড়ে। না।

যাদব। তবে যে এলো?

নেড়ে। তার মায়ের ইচ্ছায় আস্‌ছে।

যাদব। আমার অভিপ্রায় সে কি জান্‌তে পেরেছে?

নেড়ে। আজ্ঞে, তা সে কখন কেমন ক'রে জান্‌বে।

যাদব। তবে?

তিরু। আবার হতভাগাটা মুখ চুঁচ ক'রে রইল।

নেড়ে। বাড়ীর ভিতরে মায়েপোয়ে কথা কচ্ছিল। আমি বাইরে থেকে শুনেছি।

যাদব। কি শুনেছিস্?

নেড়ে। আপনার শিক্ষা তার মনোনত হচ্ছে না।

যাদব। হুঁ!

তিরু। হুঁ! গুরুদেব! আপনার পিঠ রইল। রাগে আমার সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠল। হাত পা সব আপনা আপনি ছুটতে লাগলো। এ অবস্থায় আপনার পিঠের মর্য্যাদা থাক্‌বে না। আমি চললুম।

[তিরুমলের প্রস্থান।

যাদব। এই, ওর সঙ্গে যা। পথে রামানুজকে দেখে রাগের মাথায় যেন কোনও অসম্বন্ধ কথা না ক'রে ফেলে। ব'ল্‌গে যা, আমার নিষেধ। তুই ঠিক শুনেছিস্?

নেড়ে। গুরুর কাছে কি আর মিছে কইছি।

যাদব। আচ্ছা, যা। দেখিস্, পথে যেন কেউ তোরা তাকে কিছু বলিস্‌নি। তাই ত, এ বালক যে এখন আমার বিষম সমস্যার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো!

* যাদবের মাতার প্রবেশ।

যা-মা। হাঁ যাদব! ওই যে একটী বালক একমাস ধ'রে তোমার কাছে পড়্‌তে আস্‌ছে, ওটী কে?

যাদব। কেন—ওটীর কথা, এতদিন থাক্‌তে আজ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এলে কেন?

যা-মা। ওটীকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি।

যাদব। ওটা আমার যম।

যা-মা। ওই বালক যদি তোমার যম হয়, তা হ'লে ত কংসরাজকে আমি পেটে ধরিছি দেখছি।

যাদব। এখন যাও। স্নান আহারের সময় হ'য়ে এলো। আমার মাথার ঠিক নেই।

যা-মা। কচি ছেলে—তোমার কাছে কি পড়তে আস্‌ছে, জান্‌তে আমার কৌতূহল হ'ল। তার কি এই উত্তর?

যাদব। যে শাস্ত্রের ভিতরে আমার মরণের ঘরের চাবি আছে, ও সেই শাস্ত্র পড়তে এসেছে—কথা বুঝলে?

যা-মা। বুঝেছি। তোমার মা, আমি আর এই তুচ্ছ হেঁয়ালি কথাটা বুঝতে পারব না! তবে এটা বুঝতে পারছি না, ওই গোপালতুল্য বালক যদি তোমার যম হয়, তা হ'লে এতদিন আমার পুত্রশোক হয়নি কেন? [যাদবমাতার প্রস্থান।

যাদব। ভালো আপদ্! এই বিষম সমস্যার চিন্তাতেই কি না যত বাধা এসে জোটে। * (রামানুজের প্রবেশ) এস বাবা, এস। কিছুক্ষণ তোমাকে না দেখলে, চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেইজন্য তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম।

রামা। দাসকে আদেশ করিবার কিছু আছে?

যাদব। দাস—তুমি দাস? না রামানুজ, এই বয়সেই পরম বিজ্ঞ তুমি। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রেছ।

রামা। পুত্র যদি বিজ্ঞ হয়, তা হ'লে কি সে পিতার সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়? আমাকে বিজ্ঞ ব'লে আপনি আপনার সেবাকর্ম্ম থেকে বঞ্চিত ক'রবেন না।

যাদব। হাঃ হাঃ—তা ব'লতে পার। তা হ'লে যে কার্য্যের জন্য

তোমাকে ডাকিয়েছিলুম, আজ আর বলা হল না; কাল ব'লব। আজ স্নানাহ্নিকের সময় হ'য়ে পড়েছে। তৎপরিবর্ত্তে তুমি এক কাজ কর। তিরুমল আমার অঙ্গসেবা ক'রতে ক'রতে আমারই একটা প্রয়োজনে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে চলে গিয়েছে, তুমি সেটা পূর্ণ কর। আমার এই পৃষ্ঠদেশটায় তৈলমর্দ্দন কর (রামানুজের অঙ্গসেবা) বাঃ বাঃ! কি মিষ্ট হাত! তাই ত ভাবি, গুরুসেবা ভালরূপ জানা না থাকলে কি এই বয়সে এত জ্ঞানলাভ হয়! অতি—অতি—অতি অত্যন্তং—কিন্তু ন গর্হিতং। (**পুঁথি-হস্তে জনৈক শিষ্যের প্রবেশ**) কি হে, আবার পুঁথিহাতে ফিরে এলে যে?

শিষ্য। গুরুদেব! সেই স্থানটা আবার গোলমাল হ'য়ে গেছে।

যাদব। আঃ! তোমার মত দু'টো বুদ্ধিমান্ শিষ্য থাকলেই যে আমার আচার্য্যলীলা সাঙ্গ। একটা সামান্য শ্লোকার্থ বুঝতে যদি তোমার তিন দিন যায়, তা হ'লে সমস্ত ছান্দোগ্য উপনিষৎ আয়ত্ত ক'রতে তোমার জন্মটাই কেটে যাবে দেখছি যে! নাও, বস। আর পুঁথি খুলতে হবে না! অমনি অমনিই শোন,—

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।"

কথাটা হচ্ছে সামান্য। জলের মত স্বচ্ছ—এতে বোঝবার কি আছে? তস্য যথা কি না তস্য যথা—তদ্‌শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হলেন তস্য। সেই তস্যের উপর একটা যথা। ও তস্য যথা, ওতে অনেক কথা। এখন সে সব বুঝতে পারবে না। তবে কপ্যাসং এটা বুঝতে হবে। ওইটেই হচ্ছে শ্লোকের মধ্যে আসল পদ। কপি ছিল আসং—কপ্যাসং। কপি মানে হ'ল বানর। আর আসং মানে হ'ল পশ্চাদ্‌ভাগ। যেটা সর্ব্বদাই লাল টুকটুক্ করছে—বুঝেছ? পুণ্ডরীকং কি না পদ্মং। পদ্মটা তা হ'লে কি

রকম হ'ল? বানরের সেই উপান্তদেশের মত লালবর্ণ। অক্ষিনী মানে দু'টী চক্ষু। তা হ'লে সমস্ত শ্লোকটার মানে হ'ল—সেই মহাপুরুষের দু'টী চক্ষু বানরের পিছনটার মতন লালবর্ণ। উঃ! এ কি! পিঠে আগুন ফেললে কে রে? একি! তুমি? রামানুজ? তোমার চক্ষের জলবিন্দু? এত উষ্ণ? এত তোমার মর্ম্মজ্বালা যে, তার জন্য তোমার অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার পৃষ্ঠে পতিত হ'ল! বল বৎস, বল। তোমার অন্তরে এত কি দুঃখ বল।

রামা। গুরুদেব! আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে।

যাদব। আমার ব্যাখ্যা শুনে? তাই এত অশ্রুপাত?

রামা। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের চক্ষুর সঙ্গে বানরের ঘৃণিত পশ্চাদ্‌ভাগের তুলনা! এ যে কি বিসদৃশ—

যাদব। বিসদৃশ!

রামা। আর পাপজনক, তা আর আপনাকে কি ব'ল্‌ব!

যাদব। বটে! এর উপর আবার পাপজনক বলে বোধ হয়েছে! রামানুজ! তোমার ধৃষ্টতাতে আজ আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হলুম। ভাল, এর চেয়ে তুমি কি উৎকৃষ্ট অর্থ ক'র্‌তে পার?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সবই হ'তে পারে!

তিরুমল প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ।

যাদব। ওহে! যে জন্য তোমাদের ডাকিয়েছিলুম, তার আর প্রয়োজন হ'ল না। তোমাদের আর রামানুজের ছাত্রত্ব করতে হ'ল না। এখন তোমাদের গুরুই রামানুজাচার্য্যের ছাত্র।

রামা। ক্রোধ করবেন না গুরু, আমার কথার অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। আবার গুরু ব'লে রহস্য কেন রামানুজ? শিষ্য বল—শিষ্য বল।

তিরু। কি হ'য়েছে গুরুদেব ?

যাদব। আমার ব্যাখ্যা ওঁর বিসদৃশ আর পাপজনক ব'লে বোধ হয়েছে।

তিরু। বলেন কি! হতভাগার এত বড় ধৃষ্টতা!

যাদব। থাক্ থাক্—বালক—ক্রোধ ক'র না। নাও রামানুজ, তুমি শ্লোকের কি অর্থ করিতে চাও বল।

রামা। 'ক' মানে জল, 'পি' মানে পান করা 'কপি' যিনি জলপান করেন, অর্থাৎ সূর্য্য। 'আস' মানে বিকাশ। তা হ'লে কপ্যাসং মানে হ'ল সূর্য্যবিকশিত। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। তাহ'লে শ্লোকের অর্থ হ'ল—সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের চক্ষু সূর্য্যবিকশিত পদ্মের ন্যায় শোভাশালী।

যাদব। (স্বগতঃ) তাইত! এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যানকৌশল ত কখন শুনিনি!

বড়। ওরে! ছোঁড়া কি বলেরে!

নেড়ে। চুপ কর্—চুপ কর্। গুরুর মুখ দেখতে দেখতে কপ্যাসং হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছিস্ না?

যাদব। ওরে পুঁথিখানা খোল্।—তোমার ব্যাখ্যা শুনে আমি সন্তুষ্ট হ'লুম। তুমি যদি মনোমত ব্যাখ্যা করতে না পারতে, তা'হলে এই সকল শিষ্যদের কাছে তোমাকে আজ বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হ'ত। আরে হতভাগা এখনও হাঁ ক'রে বসে আছিস্ কেন, পুঁথি খোল্।

রামা। আর পুঁথি খুল্‌তে হবে না।

যাদব। তুমি তা'হলে শঙ্করের ব্যাখ্যা দেখেছ ?

রামা। দেখেছি। তিনিই কপ্যাসং শব্দের ওইরূপ ব্যাখ্যা ক'রেছেন। আপনি নূতন কথা বলেন নি।

যাদব। ও! তা'হলে তুমি শঙ্করেরও উপর উঠ্‌তে চাও ?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলি সম্ভব হ'তে পারে, গুরুদেব!

যাদব। আবার গুরুদেব কেন, শিষ্য বল, শিষ্য বল রামানুজ!

রামা। ক্রোধ ক'রবেন না। আমার কথার অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। যখন তুমি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে তারও উপর উঠ্তে চাও, তখন তুমিই আমার গুরু।

রামা। কেন আচার্য্য, আপনিও ত শঙ্করের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেছেন।

বড়। আরে ম'ল, এ ছোঁড়া বলে কি!

নেড়ে। চুপ্-চুপ্! গুরুর মুখ এবারে পুণ্ডরীক হয়েছে—গালে হাসি ধর্‌ছে না।

যাদব। তুমি তাহ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্তও প'ড়েছ?

রামা। প'ড়েছি। শঙ্কর জগৎটাকে মিথ্যা বলেছেন। বলেছেন, ওটা কিছুই নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। আপনি তা বলেন নি। আপনি বলেছেন, জগৎটা মিথ্যা নয়। তবে অনিত্য ব'লে হেয়, আর ব্রহ্ম নিত্য বলে উপাদেয়।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমায় বালক ব'লে বকলুম বটে, তবে সকল সময়ে শঙ্করের ব্যাখ্যা মনোমত হয় না। তাহ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্ত তোমার ভাল লেগেছে?

রামা। আচার্য্য! আমি ভগবানের দাস। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আমার কেমন ক'রে ভাল লাগবে!

নেড়ে। গুরুর মুখ আবার কপ্যাসং।

তিরু। তাইত রে! গোলমাল যে ক্রমে বাড়তে লাগল দেখছি!

বঁড়। বাড়বে না! তোমার আমার মত অজাযুদ্ধ নয়। এ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

যাদব। হুঁ! তাহ'লে 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এর অর্থ ব্রহ্মের স্বরূপ, বলতে চাও না?

রামা। স্বরূপ বললে তাঁকে ছোট করা হয়। এ সমস্ত তাঁর গুণ,—
তিনি নন। যেমন দেহ আমার—আমি দেহ নই।

যাদব। ওরে ধৃষ্ট পাষণ্ড! তুই দুরভিসন্ধি হৃদয়ে পুরে আমার শিষ্যত্ব
ক'র্‌তে এসেছিস্! আমার ব্যাখ্যা যখন তোর মনোমত নয়, তখন
তুই কি ক'র্‌তে এখানে এসেছিলি? চলে যা—এখনি চলে যা।

সকলে। চলে যা—(ইত্যাদি শব্দ)

যাদব। দেখ রামানুজ! তোমার ব্যাখ্যা শঙ্কর অথবা অপর কোন
পূর্ব্বাচার্য্যের মতানুযায়ী নয়। সুতরাং তুমি এখানে আর এস না।

রামা। অকারণ ক্রোধ কেন দ্বিজ!
কভু তুমি নহ মতিমান, শঙ্কর সমান।
শঙ্কর আজন্ম যোগী,
আজন্ম সংসারত্যাগী ঋষি।
চন্দন বিষ্ঠায় তাঁর ছিল সমজ্ঞান।
সর্ব্বত্র দেখিল, ভগবান,
দেখেছেন সর্ব্বরূপ ভগবানে স্থিত।
এ হেন শঙ্কর যোগিবর
করেছেন বানরপৃষ্ঠাস্তসনে
কৃষ্ণের সে পুণ্ডরীক আঁখির তুলনা।
হে কাম কাঞ্চন সেবী,
অবিদ্যাকবলগত গৃহী! পুঁথিগত বিদ্যা ল'য়ে
এ হীন তুলনা কভু সাজে কি তোমারে?
প্রায়শ্চিত্ত করহ বিধান।
আজ হ'তে দাস ব'লে আপনারে
নারায়ণ-পদে কর আত্মসমর্পণ। (প্রস্থান)

যাদব। কিহে, তোমরা সব শুনলে?

তিরু। আমরা ত শুনলুম; আপনি?

যাদব। আমিও শুনলুম।

তিরু। শুধু শুনলেন? এই অপমানটা নিজের ঘরে আমাদের সুমুখে বসে হজম ক'রলেন!

যাদব। কি ক'রব?

বড়। আপনাকে কিছু করতে হবে কেন? আপনি আমাদের আদেশ করুন। আমরা ছোঁড়াকে ধ'রে এনে তার দাঁত কটা ভেঙে দিই।

তিরু। এতে আমাদেরও মাথা কাটা গেল, তা জানেন?

যাদব। তা জানি। কিন্তু ও কি বললে, বুঝলে?

তিরু। সে আপনি বুঝুন। ছোঁড়ার ধৃষ্টতা দেখে আমরা সব ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গেছি।

যাদব। জ্ঞানশূন্য হ'লে হবে না। এর একটা প্রতীকার যত শীঘ্র পারা যায়, করতে হবে। ওকি বললে বুঝলে না? বলে আমি নারায়ণের দাস। আবার আমাকেও তাই হ'তে উপদেশ দিয়ে গেল। বালক, শিষ্ট বুদ্ধিমান হ'লে কি হবে, ওর মন দ্বৈতবাদরূপ পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। সনাতন অদ্বৈতমতকে রক্ষা করতে হ'লে ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ক্ষুদ্র শাস্তিতে হবে না। ছেড়ে দিলেও চলবে না। ছাড়লেই ও নিজের ঘরে টোল খুলবে। তখন বহুছাত্রের মধ্যে ও নিজের পাষণ্ড মত প্রতিষ্ঠা ক'রবে।

নেড়ে। আমি লোকপরম্পরায় শুনলুম, এরই মধ্যে রামানুজ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'—এই মহাবাক্যের ভক্তিপ্রধান ব্যাখ্যা ক'রে আপনার মত খণ্ডন করেছে। বলেছে ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ নন। তিনি এই সকল গুণবিশিষ্ট।

যাদব। ওই শোন। তাহ'লে এখন সকলে ঘরে যাও। সন্ধ্যায় এখানে আবার সমবেত হও। সেই সময় ধীরে সুস্থিরে সকলে একসঙ্গে ব'সে, ও পাষণ্ডের বধোপায় চিন্তা ক'রব।

[যাদব ও তিরুমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। বধ করতেই হবে ?

যাদব। বধ করতেই হবে। মূর্খ! তুমি বুঝছ কি। আমি ছাড়া এ দাক্ষিণাত্যে এমন আর কেউ নেই যে, ওই বালককে বিচারে পরাস্ত করতে পারে। যে শৈলপূর্ণ আমার কাছে বিচারে পরাস্ত হবার ভয়ে পাহাড়ে পালিয়েছে, ও তার ভাগ্নে হয়ে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেল! স্বয়ং যামুনাচার্য্য—বৈষ্ণব বেটারা যাকে বশিষ্ঠের অবতার ব'লে থাকে—আমাকে জয়পত্র পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রধান স্বীকার করেছে। আমি যতদিন আছি, ততদিন পর্য্যন্ত ভয় না থাকতে পারে। কিন্তু আমি আর ক'দিন। আমি ম'লে ও ছোঁড়া কি এ দাক্ষিণাত্যে সনাতন অদ্বৈত মত রাখবে মনে করেছ ?

তিরু। তাই ত গুরু, তাহ'লে উপায় কি হবে ?

যাদব। বিনাশ—বিনাশ। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ওকে যে কোন উপায়ে শেষ ক'রে চলে যাব।

(পরিক্রমণ, মস্তকসঞ্চালন ও উচ্চহাস্য)

তিরু। কি হ'ল গুরুদেব ?

যাদব। এসেছে এসেছে—তিরু মাথায় উপায় এসেছে। এখন কাউকে ব'ল না। চল, আমরা গুরু আর সকল শিষ্য একত্র মিলে কাশী যাত্রা করি। তোমরা কৌশলে ভুলিয়ে ছোঁড়াকেও আমাদের সঙ্গে নাও। পথের মাঝে যেখানে সুবিধা বোধ করা যাবে, সেইখানেই তাকে শেষ

করব। তারপর কাশীক্ষেত্রে গিয়ে কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান। ব্রহ্মহত্যার পাতক, স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই ধৌত হয়ে যাবে।

তিরু। অতি সদ্‌যুক্তি।

যাদব। কেমন? এইবারে কমণ্ডলু গামছা ছত্র বস্ত্র সব নিয়ে এস। প্রচণ্ড চিন্তা—প্রচণ্ড চিন্তা—আর স্নান না করলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। প্রচণ্ড চিন্তা—অদ্বৈতমতের কণ্টক দূর করব। তাতে পাপ কি? হর—কলুষনাশিনী গঙ্গে! সে পাপ ধুয়ে নেবার ভার তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।—যাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দিরের দালান।

যামুনাচার্য্য ও কাঞ্চিপূর্ণ।

কাঞ্চি। যদি বহুকাল পরে আপনার চরণ-দর্শন এ দাসের ভাগ্যে মিলেছে, তাহ'লে এসেই যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন প্রভু? কিছু-দিন আমার কিশোরের আতিথ্য-গ্রহণ করুন।

যামুনা। বহুকাল পরে তোমার প্রিয়সঙ্গ লাভ করেছি। এ আকাঙ্ক্ষার বস্তু উপভোগের আর নিমন্ত্রণ করতে হয় না। কিন্তু কি করব কাঞ্চি-পূর্ণ, আমার থাকবার উপায় নেই। সকলকে গোপন ক'রে গভীর নিশীথে আমি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেছি। আমার গন্তব্য-স্থান আর কাউকেও বলে আসিনি। তারা খুঁজতে খুঁজতে যদি এখানে এসে পড়ে, তাহ'লে এ কাঞ্চিপুরে অনর্থক একটা কোলাহলের সৃষ্টি হবে।

আমার এখানে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা নেই। * এখন কিজন্য তোমার কাছে এসেছি শোন। শ্রীরঙ্গনাথের একটী সেবকের প্রয়োজন হয়েছে।

কাঞ্চি। প্রভু কি আর দেহ রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন না?

যামুনা। ইচ্ছা করলেই এ জীর্ণ-পিঞ্জরে আর কতকাল জীবন ধ'রে রাখ্‌তে পারব! অনেকবার মৃত্যু এসে এ পিঞ্জর-দ্বারে করাঘাত ক'রে চলে গেছে। শিষ্যদের মুখ চেয়ে আমি তাকে মন্দিরে প্রবে করতে দিইনি। কিন্তু কতকাল তাকে নিষেধ ক'রে রাখব? মারুতি অবতার! ভগবদ্দাস্তের মূর্ত্তি তুমি। তোমার কাছে দাস্য-প্রেম শেখবা বয়স আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই তোমার বরদরাজের কা আমি তাঁর শ্রীরঙ্গ-মূর্ত্তির জন্য একটী সেবক ভিক্ষা করতে এসেছি।

কাঞ্চি। শ্রীরঙ্গনাথের যখন সেবক-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়েছে, তখন সে আপনার পাওয়াই হয়েছে গুরুদেব!

যামুনা। তাহ'লে সেবক পেয়েছি?

কাঞ্চি। দাসকে এ প্রশ্ন করছেন কেন? নিজেকেই এ কথা জিজ্ঞা ক'রে দেখুন।

যামুনা। পথে আস্‌তে আস্‌তে দেখলুম, অগণ্য শিষ্য-পরিবৃত যাদবপ্রক এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলছে। তাকে দেখ মাত্র আমি মুগ্ধ হয়েছি। বালকে অবতারের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান।

কাঞ্চি। তবে আর কি প্রভু, সেবক চেয়েছেন, সেবক দেখেছেন—

যামুনা। আর পাওয়া?

কাঞ্চি। সে আপনি জানেন আর বরদরাজ জানেন।

যামুনা। পাওয়া কি বড়ই কঠিন?

কাঞ্চি। তাই বোধ ত হয়।

যামুনা। বালকের পরিচয় কি ?

কাঞ্চি। পেরেমবেদুরের কেশবাচার্য্যের পুত্র। মহাত্মা শ্রীশৈলপূর্ণের ভাগিনেয়।

যামুনা। পরিচয়ে তুমি যে আমাকে ব্যাকুল ক'রে দিলে কাঞ্চিপূর্ণ! বালক যে আমাদেরই ঘর। তাহ'লে সে যাদবাচার্য্যের আয়ত্তে কেমন ক'রে পড়ল ?

কাঞ্চি। আপনি তার প্রতি এতকাল কৃপাদৃষ্টি করেন নি বলে।

যামুনা। বালকের নাম ?

কাঞ্চি। শৈলপূর্ণ তাঁর নাম দিয়েছেন লক্ষ্মণ।

যামুনা। পাবার বাধা কি ? যাদবাচার্য্যই বাধা নাকি ?

কাঞ্চি। সে বাধা কেটে গেছে। রামানুজ এক ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ রচনা ক'রে যাদবাচার্য্যের মত খণ্ডন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে।

যামুনা। তবে সে আচার্য্যের কাছে রয়েছে কেন ?

কাঞ্চি। নিজের একান্ত অনিচ্ছায়। শুধু আচার্য্যের আগ্রহে।

যামুনা। তার প্রতি আচার্য্যের কোনও দুরভিসন্ধি আছে বোধ হয় ?

কাঞ্চি। অসম্ভব নয়।

যামুনা। বেশ, সে অভিসন্ধি আমি বুঝে নেবো। আর কোনও বাধা ?

কাঞ্চি। বালকের বৃদ্ধ মা আছেন।

যামুনা। ভাল, তাঁর দেহত্যাগকাল পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব। এই বাধাই কি শেষ ? নিরুত্তর কেন কাঞ্চিপূর্ণ ? বালক বিবাহিত নাকি ?

কাঞ্চি। বিবাহিত।

যামুনা। হুঁ! উর্ম্মিলা বেটীও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ?

কাঞ্চি। শুধু আসেন নি—মা আমার এবার পতিবিরহ-ভয় সঙ্গে সঙ্গে এনেছেন। এবারে আকুল-প্রেমে তিনি স্বামীকে জড়িয়ে আছেন।

যামুনা। সে বন্ধন থেকে বালককে মুক্ত করতে পারবে না কাঞ্চিপূর্ণ?

কাঞ্চি। আমি? আমি যুগযুগ ধ'রে ওই পরিবারের দাস। আমাকে এ বিষম আদেশ কেন করছেন প্রভু?

যামুনা। অথচ তাকে মুক্ত করতে হবে। মা উর্ম্মিলে! রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত সীতার উদ্ধারের জন্য একবার তুমি স্বামীকে হৃষ্টচিত্তে নিজের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলে। এবারও দানবপ্রকৃতি মানব, যোগীর আবরণ প'রে, জীবের হৃদয় থেকে ভক্তিরূপ সীতার অপহরণ করেছে। এবারেও তোমাকে স্বামী পরিত্যাগ করতে হবে! কোটী কোটী জীবের কল্যাণ—তুমি স্বার্থপরার মত নিজের ঘরে তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এইবারে তোমার কিশোরকে একবার দেখাও ত সখা! একবার আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করি।

কাঞ্চি। বরদরাজস্বরূপ আপনি। আপনি স্বরূপ দেখবেন। তবে দাসকে আর রহস্য করছেন কেন নারায়ণ!

যামুনা। ভাল, আমিই যাচ্ছি। [যামুনাচার্য্যের প্রস্থান।

নেপথ্যে। কি বাবাজী আছ?

কাঞ্চি। এ কি! যাদবপ্রকাশ এখানে আসছে! তাই ত! কি অভিসন্ধিতে এখানে আসছে বুঝতে ত পারছি না! বড়ই ত বিপদের কথা হ'ল! গুরুদেবও আজ এখানে। ও দাম্ভিক ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখে যদি অসম্মানের কথা কয়? শুনলে ত আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না! সহসা যদি আমার সেই বাম্নুরে ক্রোধ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠে? তা হ'লে ত দিগ্‌বিদিক পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাক্‌বে না! যাক্,

কি উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ আসছে, সেটা একটু অন্তরালে থেকে বুঝতে হ'চ্ছে। [প্রস্থান।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। কি জানি! ব্রাহ্মণের হ'ক, শূদ্রেরই হ'ক, ঠাকুর ত বটে! আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক, বেটার ঠাকুর অনিষ্ট করতে পারে! যাব ছ'মাসের পথ। পথে পাহাড় জঙ্গল, বাঘ ভালুক—কত কি বিপদ আছে। যদি ঠাকুর ঝোপে ঝাপে কোনও একটা বিপদের ফেঁকড়া তুলে বসে? কাজ কি তুষ্ট ক'রে যাওয়াই ভাল। বরদরাজ অনেক দিন কাঞ্চিপুরে রয়েছে। লোকেও বলে জাগ্রত। কেউ জানবে না। বাবাজীও বুঝতে পারবে না। মনে মনে একটা স্তব ক'রে চলে যাই। কই হে বাবাজী!

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। একি! একি! বরদরাজের আজ কি ভাগ্য! তার ঘরে আজ আপনার পায়ের ধূলো পড়ল! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরণ ও আসন আনয়ন)।

যাদব। থাক্—থাক্। কল্যাণ হ'ক। আসন আনতে হবে না, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। অনেক দিন থেকে তোমার বরদরাজকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কার্য্যগতিকে সেটা আর হ'য়ে ওঠেনি। একবার কাশীক্ষেত্র দেখবার মানস করেছি। অনেক দূর, তায় পথ দুর্গম। ফিরতে পারি কি না পারি, তাই একবার তোমার ঠাকুরকে দেখে যাব। ইচ্ছাটা অসম্পূর্ণ রাখা উচিত নয়।

কাঞ্চি। তাই ত প্রভু, আমি যে বড় বিপদে পড়লুম!—ঠাকুর যে ঘুমুচ্ছেন।

যাদব। ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন কি বাবাজী! নারায়ণের আবার ঘুম কি?

কাঙ্কি। একি আপনার বেদান্তের ঠাকুর প্রভু, যে তার ঘুম নেই? একে এ চণ্ডালের ঠাকুর—তাতে আবার জাতে গোয়ালা। এ কখন ঘুমোয়, কখন জাগে; কখন হাসে, কখন কাঁদে; কখন বা অভিমান করে।

যাদব। (হাস্য) বেশ বেশ—একবার তোমার ঠাকুরকে জাগিয়ে তোল!—বলি কাঁচা ঘুম না পাকা ঘুম?

কাঙ্কি। এই সবেমাত্র তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।

যাদব। সে গয়লার পোলা ত? তাহ'লে তার ভিটকিলিমির ঘুম। দেখগে এতক্ষণ বুঝি সে তোমার ননী, মাখন, ছানা চুরি ক'রে খাচ্ছে। লোকের কাছে শুনি, বরদরাজ তোমার সঙ্গে কথা কয়, তোমার সুমুখে নাচে খেলে। দেখগে, আজ বোধ হয় সে চুরি ক'রছে। [কাঙ্কিপূর্ণের প্রস্থান।

যাদব। বলে ঘুমুচ্ছে! যাক্, মূর্খশূদ্র ঈশ্বরসম্বন্ধে ওর আর কি জ্ঞান হ'তে পারে। যেমন জ্ঞান, তেমনি ধারণা। বললেও ত কিছু বুঝবে না। আর অনধিকারীকে এ সম্বন্ধে বলাও কিছু উচিত নয়। এখন একবার ঠাকুরটাকে দেখে পালাতে পারলে বাঁচি। ছোঁড়ারা কেউ জানেনা। এখানে এসেছি জানলে বেটারা একটা গোলমাল বাধিয়ে বসতে পারে।

পশ্চাৎ হইতে গোপালবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ।

একহস্তে খাদ্যভক্ষণ অন্যহস্তে যাদবকে ধারণ।

কৃষ্ণ। দাদা কি করছি দেখ! তোমার প্রসাদ চুরি ক'রে খাচ্ছি।

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। ওরে! কি করিস্ কি করিস্? আমি নই, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ—এঁটো হাতে ছুঁস্‌নি।

কৃষ্ণ। ওমা! এ কেগো! (পলায়ন)

যাদব। ও ছোঁড়া কে?

কাঞ্চি। এঁটো হাতে কি আপনাকে ও ছুঁয়েছে?

যাদব। ছুঁয়েছে কি—উচ্ছিষ্ট আমার হাতে কাপড়ে লাগিয়ে দিয়েছে। (সক্রোধে) কে ও?

কাঞ্চি। কি আর বলব, ওই আমার বরদরাজ। আপনি যা বলেছেন তাই—দুষ্টুটো ঘুমোয়নি। আমার আজ কিছু ক্ষুধামান্দ্য ছিল। এই জন্ত পাতে কিছু অন্নের অবশেষ ছিল। মনে করেছিলুম রাত্রি প্রভাত হ'লে সে গুলোকে জলে ফেলে দেব। দুষ্ট শয্যা থেকে উঠে সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছে।

যাদব। (স্বগতঃ) কি ঘৃণা! চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট—তার আবার উচ্ছিষ্ট! তাই আমার অঙ্গে উঠলো! ঠিক হয়েছে যাদব, ঠিক হয়েছে। অদ্বৈতবাদী অধ্যাপক হয়ে যেমন তুই শূদ্রের ঠাকুর দেখতে এসেছিলি, তার ঠিক শাস্তি হয়েছে।

কাঞ্চি। তাইত ঠাকুর, দুষ্টুটো কি করলে!

যাদব। দুষ্টু কি করবে? ঘৃণিত পেরিয়া! এ কাজ তুই করেছিস্। প্রতারক! ওই একটা অধম শূদ্র-বালককে ঠাকুর ব'লে তুই লোক-সমাজে নিজেকে সাধু ব'লে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছিস্? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা! আমি আগে কাশী থেকে ফিরে আসি। তারপর তোর, আর ওই তোর ঠাকুরের যদি মুণ্ডপাত না করতে পারি,

তাহ'লে আমার নাম যাদবপ্রকাশই নয়। কি ঘৃণা, কি ঘৃণা, কি ঘৃণা! [প্রস্থান।

কাঞ্চি। তাইত ভাবি, রামানুজ গুরু ব'লে যার চরণে মাথা নুইয়েছে, সে কখন কি ভাগ্যহীন হয়! এখন তুমি অহঙ্কারে অন্ধ। যাও ভাগ্যবান যাদব, একদিন তুমি এ অমৃতস্পর্শের রস অনুভব করবে।

পটপরিবর্ত্তন।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

যামুনা। হে নাথ! বিষ্ণুপ্রেমার চিত্তাহ্লাদকরী কমনীয় মূর্ত্তিকে বিষ্ণু-ভক্তিহীন শুষ্কহৃদয় যাদবপার্শ্বে অবস্থিত দেখে আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছি।

লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টং কর্ত্তুমর্হসি॥

হে নলিননেত্র শ্রীপতে, রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপনপূর্ব্বক তাকে স্বমতে আনয়ন কর।

দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত।

বন্দে মুকুন্দ মাধব মুরারি।
কৌস্তুভ-মণিহারি কমলা-হৃদয়-নিলয় বিহারী॥
মধুসূদন মধুসূদন মধুসূদন।
ধর্ম্ম স্থাপন কারণ, জগপালন পরায়ণ,
মানব-নন্দন, লীলাবিলাসঘন মনোহর কলেবরধারী।
হে হরি হে হরি হে হরি, যুগে যুগে অবতারী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাঞ্চীপুর—রামানুজের গৃহ।

রামানুজ ও কান্তিমতী।

কান্তি। একান্তই যেতে হবে?

রামা। আমি আগে থাক্‌তেই গুরুর কাছে একরূপ প্রতিশ্রুত হয়েছি। বলেছি, মায়ের সম্মতি যদি পাই, তা হ'লে আমার যাবার অমত নেই। গুরু বরং তাঁর অনুগামী হ'তে আমাকে নিষেধ করেছিলেন। বলে-ছিলেন—'রামানুজ! তুমি মায়ের একমাত্র সন্তান। তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে অনুরোধ কর্‌তে পারি না। পথ অতি দুর্গম। তাতে যে বিপদ আপদ নেই এ কথাও আমি বল্‌তে পারি না। এই সমস্ত জেনে শুনে তুমি মত প্রকাশ কর।'

কান্তি। গুরুর সঙ্গে তীর্থদর্শনে যাবে—এরূপ সৎসঙ্গত সহজে ঘটে না—কর্ত্তাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার গঙ্গাস্নানে যাবার ইচ্ছা করে-ছিলেন—কিন্তু তোমার মুখ দেখে তিনি তীর্থ টীর্থ সব ভুলে গেলেন!—কবে যাওয়া হবে?

রামা। কবে আবার কি—কাল।

কান্তি। তা হ'লে আজ থেকে উদ্যোগ করতে হয়।

নেপথ্যে যাদব। রামানুজ!

কান্তি। আসুন ঠাকুর, আসুন।

সশিষ্য যাদবাচার্য্যের প্রবেশ।

যাদব। এমন মা না হ'লে এমন সন্তান হয়! ধন্য কেশব-গৃহিণী, তুমি ধন্য।—নে ছোঁড়ারা মাকে প্রণাম কর্। ওঁর চরণে প্রণাম ক'রলে, দেখতে দেখতে তোদের মেধা বুদ্ধি, ঋদ্ধি সিদ্ধি সব খুলে যাবে।

কান্তি। বসতে অনুমতি হ'ক্।

যাদব। না আমি আর ব'সব না। শুনেছ ত?

কান্তি। রামানুজের মুখে শুনলুম—

যাদব। বহুদিন থেকে সাধ ছিল, কলুষনাশিনী সুরধুনীর জলে একবার অবগাহন করি। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথকেও দর্শন করি। মনে করিছিলুম ঝঞ্ঝাটগুলো মিটে গেলেই এক জনের উপর টোলের ভার দিয়ে চলে যাব। তা ঝঞ্ঝাট, মেটা দূরে থাক্, উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই লাগল। তা হ'লে ত আর যাওয়া হয় না! কি করি, চোক-কান বুজে একটা সঙ্কল্প ক'রে বসেছি।

কান্তি। তা করেছেন—ভালই করেছেন।

যাদব। শোন্, ছোঁড়ারা শোন্! তেজস্বিনী স্ত্রীলোকের মুখের কথা শোন্। ছোঁড়াদের কাছে এই প্রস্তাব করতেই তারা সব প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠল। মায়ের কাছে বলতেই, মাও তদ্বৎ—প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠলেন। স্ত্রী ত শুনতে না শুনতেই পপাত ধরণীপৃষ্ঠে বাতেন কদলী যথা।' শেষে হ্যাঁ প্যাঁ চ্যাঁ একত্র মিশে একটা বিষম গণ্ডগোল হ'য়ে উঠলো। আমারও তদ্দর্শনে সঙ্কল্প চতুর্গুণ দৃঢ় হয়ে গেল। আমি একেবারে দিনস্থির ক'রে ফেললুম।

কান্তি। তা করেছেন ভালই করেছেন।

যাদব। ভাল কর্‌নি রামানুজের মা?

কান্তি। বিশ্বনাথ দর্শনের তুল্য সৎ কাজ আর কি আছে।

যাদব। এই—কিন্তু মা এবং স্ত্রী—এঁরা এ সব বোঝেন না।—শুনেই মা হলেন পুত্রশোকাতুরা, আর স্ত্রী হ'লেন পতিবিয়োগবিধুরা। আমারও মন হ'য়ে গেল ক্ষুরস্য ধারা। একেবারে ক্যাঁচ্ ক'রে সমস্ত মমতা মোহ কেটে ফেললেম।

কান্তি। তা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কেন? তাহ'লে আমরাও আপনার সঙ্গে যেতে পারতুম্।

যাদব। তাই যাব একবার মনে করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথের ইচ্ছায় তা আর হ'ল না। কথাটা কি জান রামানুজের মা, আমি যাদব-প্রকাশশর্ম্মা যাচ্ছি বিশ্বনাথের সঙ্গে পরিচয় ক'রতে। কে লোকটা তাঁর পুরীতে এলো তা বিশ্বনাথ একবার জানবেন না? অপরিচিতের মত যাব, অপরিচিতের মত চলে আসব? কাশীবাসী বুঝবেনা যে তাদের সহরে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য এসেছে?—কথাটার মর্ম্ম বুঝেছ?

কান্তি। সেখানে গিয়ে শাস্ত্রবিচার করবেন।

যাদব। শুধু বিচার! বিচারে কাশীধামের পণ্ডিতকুলের মধ্যে আমার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা ক'রে, তবে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসব। কিন্তু তা করতে গেলে, মা ও স্ত্রী ইত্যাদি ঝঞ্ঝাট নিয়ে গেলে ত আর চলে না! তাই মনে করেছিলুম, আমি একা যাব। কিন্তু ছেলে-গুলো সব আমার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরলে। তোমার পুত্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি সে তোমার সবেধন নীলমণি, এই জন্য তার প্রস্তাবে আমি প্রথম সম্মত হইনি। তবে তার আমার সঙ্গে যাওয়া যে প্রার্থনীয় নয় এ কথা বলতে পারি না। কেশব-গৃহিণী, তুমি রত্নগর্ভা। সেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের সময় তোমার পুত্র আমার কাছে থাকলে আমার অনেকটা বল বৃদ্ধি

হ'তে পারে। কিন্তু তথাপি রামানুজের মা, তোমাকে স্মরণ ক'রে আমি তার অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রথমে ইতস্ততঃ ক'রেছি।

কান্তি। তা আমি পুত্রের মুখে শুনেছি।

যাদব। এ কথা শুনেছ? ভাবলুম তীর্থযাত্রার কথা শুনলেই তুমি কিছু কাতর হ'য়ে পড়বে।

কান্তি। শুধু আমি নই ঠাকুর। আমার ছেলের তীর্থে যাবার কথা শুনে আমার পুত্রবধূও বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছে।

যাদব। ওই! ওই সমস্ত বিভীষিকাই ধর্ম্মপথের কণ্টক। এই সকল ছাত্রদের স্ত্রীসকল কিন্তু সোৎফুল্লা হ'য়ে নিজ নিজ স্বামীকে বিদায় দিয়েছেন।

তিরু। আমার স্ত্রী ত আমাকে বলেছেন—"যেন কাশী থেকে তোমাকে আর ফিরতে না হয়।"

নেড়ে। আমারও কতকটা ওই রকম। তবে তিনি বলবার সময় অঙ্গুলি ক'টা একবার সশব্দে বক্র ক'রে নিয়েছিলেন।

বড়। আমার বেলায় আরও কিছু বিশেষ। তিনি আমার কাপড়ের পুঁটুলির এক কোণে আটকড়া কড়ি বেঁধে দিয়েছেন। বাঁধিতে বাঁধিতে বলেছেন—"মণিকর্ণিকায় চিতারোহণকার্য্যে এই কড়িকটাতে সমূহ উপকার দেখবে।"

যাদব। বুঝতে পারছ রামানুজের মা, তারা কিরূপ পতিপরায়ণা। তারা জানেন যে, কাশীতে দেহত্যাগ করলেই মোক্ষ। স্বামীর মোক্ষ-কামনায় তাঁরা নিজ নিজ বৈধব্যকেও তুচ্ছজ্ঞান ক'রেছেন।

কান্তি। সে বিষয়ে আপনি চিন্তা ক'রবেন না। আপনার সঙ্গে যেতে যখন তার আগ্রহ হ'য়েছে, তখন এ সদিচ্ছায় আমি বাধা দেব না। গেলে, রামানুজ হ'তে স্বামীর পিণ্ডোদক ক্রিয়াটা ত নিষ্পন্ন হবে?

যাদব। তাতে আর সন্দেহ আছে। শুধু তোমার স্বামীর ? পিতৃপক্ষে তিনপুরুষ, মাতৃপক্ষে তিনপুরুষ। তোমার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত বুঝেছ ? আর সে কার্য্য আমিই ক'রে দেব।

কান্তি। স্বামী পারেননি। শুনেছি আমার শ্বশুরও পারেননি—বাছা হ'তে যদি সেই কাজ হয়, তাহলে তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে ? নিজের সুখের জন্য পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদকে ব্যাঘাত দেব !

যাদব। সাধ্বীর উপযুক্ত কথাই এই। আর পুত্র কামনা কিসের জন্য রামানুজের মা ? পিতৃপুরুষ পিণ্ড পাবে এইজন্য না ? ছেলে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করলে অথবা পদ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই সে পুত্রপদবাচ্য হয় না। যে পুত্র পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে গণ্ডুষমাত্রও জলদান করে, সে অতি দরিদ্র হ'লেও পুত্র—

তিরু। অবশিষ্ট সব বেটারা মূত্র।

বড়। এরূপ বহুপুত্র—বহুমূত্র।

যাদব। বস্—তাহ'লে বৃথাবাক্যে আর সময় নষ্ট ক'রব না। আমি চললুম। মঙ্গলের উষায় যাত্রা করব স্থির ক'রেছি—তুমি ইতিমধ্যে পুত্রের যাত্রার আয়োজনসম্বন্ধে যা যা করবার ক'রে রেখো। :কেননা আমাদের সকলেরই ইতিমধ্যে অল্প বিস্তর আয়োজন করতে হবে ত ! আমাদের কেউ আর বোধ হয় আসতে পারবে না।

কান্তি। আপনাদের আসবার আর প্রয়োজন নেই। আমিই তাকে প্রস্তুত ক'রে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

যাদব। বস্—চলে এস হে তোমরা। রামানুজ। (**রামানুজের প্রবেশ**) আর কি, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার জননী সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার তীর্থগমনে অনুমতি ক'রেছেন। আমরা এক্ষণে চললুম। প্রয়োজন বোধ কর, আমি এদের মধ্যে একজনকে পাঠিয়ে

দেব। না কর, যে সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছি, সেই সময়ে তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হ'য়ো।

রামা। কি মা, আদেশ ?

কান্তি। গুরু যখন নিজে তোমাকে যত্ন ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তখন তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।

দীপ্তিমতীর প্রবেশ।

দীপ্তি। তোমার না থাকতে পারে দিদি, কিন্তু আমার আছে। হাঁ ঠাকুর, যে যেখানে টুকি টাকি ছাত্র আছে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তবে গোবিন্দকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন কেন ?

যাদব। তোমার পুত্রে ও রামানুজে যথেষ্ট প্রভেদ। রামানুজ শান্ত, তোমার পুত্র চঞ্চল। রামানুজ বুদ্ধিমান আর সে কতকটা বুদ্ধিহীন।

দীপ্তি। আপনার সব শিষ্যেরাই কি শান্ত ও বুদ্ধিমান ?

যাদব। তা না হলেও তারা আমার বশ্য—আর তোমার পুত্র—

সকলে। অবশ্য।

যাদব। একে যেতে হবে বহুদূর। তার উপরে পথ সর্ব্বস্থানে সুগম নয়। বিশেষতঃ পথের মাঝে বিন্ধ্যাচল পাদমূলে গোণ্ডারণ্য ব'লে যে স্থান আছে, সে স্থান অতি দুর্গম। যদি তোমার পুত্র চঞ্চল-স্বভাববশতঃ একটু এদিক ওদিক গিয়ে পড়ে, তাহ'লে আর তাকে আমরা খুঁজে পাব না।

তিরু। সে ত পথ হারালে খুঁজে পাব না ; আর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে ?

বড়। সাক্ষাৎ ? সে ত হবেই। গোবিন্দ ব্যাঘ্রের উদরে অধিষ্ঠান না ক'রে কখনই ছাড়বে না।

যাদব। রামানুজকেই আমি অতি সঙ্কোচের সহিত নিয়ে যাচ্ছি। তবে ওর নাকি যাবার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে—আর বালক নাকি অতি শিষ্ট—তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দীপ্তি। আচার্য্য! আপনি আমার পুত্রকেও সঙ্গে নিয়ে যান। চঞ্চলতার জন্য সে যদি প্রাণ হারায়, তাহ'লে আমি বুঝব, সে নিজ দোষের শাস্তি পেয়েছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার সুমুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি যে, সেজন্য আমি আপনাদের কাউকেও দোষী ক'রব না।

তির্ক। গুরুদেব! গণ্ডগোল!

বড়। আমি তখনই বলেছি, রামানুজকে আপনি সঙ্গে নেবার অভিলাষ ক'রবেন না। কিন্তু আপনি যে রামানুজ রামানুজ ক'রে পাগল।

নেড়ে। পাগল ব'লে পাগল—নিজের ছেলের জন্যও ওঁকে কখন ওরূপ ব্যাকুল দেখিনি।

যাদব। দেখতে ব্যাকুল ব'লে কি, নিয়ে যাবার জন্যও আমি ব্যাকুল হ'য়েছিলুম? এ বিপদ ত তোরাই ঘটালি।

দীপ্তি। দোষী ত ক'রবই না, পুত্র যদি মরে, তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব না।

বড়। তুমি ত ফেলবে না, কিন্তু আমাদের যে তার জন্য নাকের জলে চোখের জলে নাকানি-চোবানি খেতে হবে।

যাদব। তবে শোন গোবিন্দের মা। শুনলে মনে কষ্ট হবে, তবু বলি। তোমার পুত্রটী শুধু চঞ্চল হ'লে ক্ষতি হ'ত না। পুত্রটী তোমার তার উপর অতি অশিষ্ট। সেদিন রামানুজে ও আমাতে শাস্ত্রার্থ নিয়ে এক দিন একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হ'য়েছিল। কেমন হে রামানুজ? সেই সেদিন। পূর্ব্বসংস্কারবশে তোমার সূত্রার্থ আমি হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারি নি।

তাইতে তোমাকে একটু কটূক্তি ক'রেছিলুম। তুমি সেদিন মনঃক্ষোভে বোধ হয় পথ চলছিলে। গোবিন্দ তোমার সে অবস্থা দেখেছিল। তোমাকে ডেকেছিল, তুমি উত্তর দাও নি। তাইতে তোমার ভাই আমার কাছে ছুটে এসে ক্রোধে আরক্ত নয়ন ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—"হাঁ গুরু! আমার দাদাকে কেউ কি কিছু অপমান ক'রেছে?" তার সঙ্গে তখন দু'চারটে কথা ক'য়ে বুঝলুম যদি সত্য কই, তাহ'লে তোমার ভাইয়ের হাতে আমার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। ভয়ে আমাকে মিথ্যা কইতে হ'ল।

রামা। এ যদি সে ক'রে থাকে, তাহ'লে সে বড়ই গর্হিত কাজ করেছে গুরু!

যাদব। পথে যেতে যেতে কোন দিন তোমার সঙ্গে আমার অন্যান্য শিষ্যদের একটু আধটু যে বাগ্‌বিতণ্ডা না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। অবশ্য সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে—তবু তবু—কি জান রামানুজ!

রামা। এ রকম বিতণ্ডা ত পিতা-পুত্রের ভিতরেও হয়ে থাকে—স্বামী-স্ত্রীতে, সহোদরে সহোদরে—

যাদব। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভিতরেও হয়ে থাকে—

তিরু। যেখানে বাবার মনন করেছি, সে স্থানটা কি ক'রে হ'ল? হর-গৌরীর কোন্দলেই ত পবিত্র বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

যাদব। তোমার সে ধৃষ্ট ভাই সঙ্গে থাকলে, নিশ্চয় একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে।

নেড়ে। আমি ত এখনি চললুম।

বড়। আমি এই তোর মুক্ত-কচ্ছ অবলম্বন করলুম—(কাছা ধরা)

তিরু। আমি তোদের স্কন্ধদেশে ভরপ্রদান করলুম।

যাদব। দাঁড়াও—ব্যাকুল হ'য়ো না। তাই বলি রামানুজ, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

রামা। না গুরু, ত্যাগ করব না। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কান্তি। আপনি ভয় পাবেন না আচার্য্য! আমি গোবিন্দকে ভুলিয়ে ঘরে রাখব। [দীপ্তিমতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। কি হ'ল মা? গুরু মত করলে না?

দীপ্তি। হাঁরে হতভাগা, গুরুর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিস্?

গোবিন্দ। কই, কবে, কি ব্যবহার করেছি?

দীপ্তি। ছি ছি! এমন কুক্ষণে তোকে গর্ভে ধরেছিলুম যে আজ আমাকে তোর জন্য একঘর লোকের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে হ'ল! বলতে এসে আমি মুখ পেলুম না! সকলে পড়ে ছি ছি ক'রতে লাগল!

গোবিন্দ। কই, কবে কি বলেছি, আমার ত কিছু মনে নেই!

দীপ্তি। মনে নেই, মনে ক'রে দেখ্। গুরু কি মিথ্যা কথা বলেছে? ছি ছি ছি ছি! কি ঘেন্না! কোথায় বড়মুখ ক'রে আচার্য্যের কাছে এলুম, মনে করলুম, বালক ব'লে বুঝি করুণায় তাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না। ওমা তা নয় উল্‌টো হ'ল!

গোবিন্দ। তা হ'লে আমার গুরুর সঙ্গে যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। সঙ্গে! যাবার নামেই তাঁর তীর্থযাত্রা বন্ধ হ'বার যোগাড় হয়েছিল।

গোবিন্দ। ও! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কই মা, আমি ত গুরুকে কিছু বলিনি। দাদাকে অপমান করেছে মনে ক'রে আমি তার চেলাদের যমালয়ে পাঠাব বলেছিলুম।

দীপ্তি। তোমার মূর্ত্তি দেখে ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা কয়েছিলেন।

গোবিন্দ। হুঁ! তা হ'লে দাদার সঙ্গে আমার কাশী যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। তুমি গেলে আচার্য্যের একজনও ছাত্র তাঁর সঙ্গে যাবে না। তারা তোমার নাম শুনেই লাফাতে লাগলো।

গোবিন্দ। হুঁ বুঝেছি। কিন্তু মা! আচার্য্য যদি আমাকে তীর্থে নিয়ে না যান, আমি নিজে ত যেতে পারি।

দীপ্তি। কোথায়?

গোবিন্দ। কেন, তীর্থে।

দীপ্তি। পাগল! নে, ঘরে চল্। না যাওয়া হ'ল তাতেই বা কি, তুই এখানে থেকে দিদির সেবা কর্। তা হ'লেই তোর তীর্থে যাওয়ার ফল হবে।

গোবিন্দ। সে ফল ভোগ কর তুমি। মা আমাকে অনুমতি কর।

দীপ্তি। কিসের অনুমতি? নে পাগল, ঘরে আয়।

গোবিন্দ। না, মা! আদেশ কর আমি তীর্থে যাই।

দীপ্তি। কার সঙ্গে যাবি?

গোবিন্দ। (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই এর সঙ্গে। মা আমি অশিষ্ট, ধৃষ্ট কিন্তু বলিষ্ঠ। সুতরাং একা তীর্থে যাওয়াই আমার পক্ষে সঙ্গত। যখন যাব সঙ্কল্প ক'রেছি, তখন যাবই। তবে তোমার অনুমতি পেলে তীর্থে পৌঁছিতে পারব, না পেলে পথের মাঝে গোণ্ডারণ্যে—বাঘের হাঁয়ের ভিতর—বুঝেছ? বিশ্বনাথ আর দেখা হবে না।

দীপ্তি। যেতেই হবে?

গোবিন্দ। এই যে বললুম মা! যে গুরু শিষ্যকে ভয় ক'রে মিথ্যা বলে, আজ যে সে সত্য কইলে, তাতেই বা বিশ্বাস কি! মা! আমার আসল গুরু ওই মিথ্যাবাদী নকল গুরুর সঙ্গে যাচ্ছে।

দীপ্তি। তা হ'লে আর গোল করিস্‌নি। কেউ না জানতে জানতে আমার সঙ্গে বাড়ী চলে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

গোণ্ডারণ্য।

ব্যাধ-বালক ব্যাধ-বালিকাবেশে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর

গীত।

(ওরে) ভাবনা কি তোর ভাবী।
যখন যা তোর হ'বে পা'বার, চাইতে না তুই পা'বি।
(তোর) ঠোঁটের কথা থাকতে ঠোঁটে,
মনের কথা নেবো লুটে,
অমনি কাছে যাবো ছুটে পুরিয়ে দেবো দাবী।
নিজের ঘরে হাট বসাবি, হাটে কেন যাবি।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। তাইত, কি দুর্গম পথ! উভয়পার্শ্বের ঘন বন যেন কত ক্রোশ চওড়া এক একটা পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে। একা একা এই দুর্গম পথ ভেদ ক'রতে হবে? নারায়ণ! কি তোমাকে ব'লব বুঝতে পারছি না। আমার কোমলপ্রকৃতি দাদাকেও যখন এই পথ অবলম্বন ক'রে চলতে হবে, তখন তোমার আশ্বাসমূর্ত্তি দেখিয়ে এ দাসকে সাহস দাও। কে যেন আসছে না? আরে গেল, একটা ছোঁড়া ব্যাধ

আর ছুঁড়ী বেদেনী। তাইত! ছুটো শুধু আসছে না। দু'টোতে বেশ স্ফূর্ত্তি করতে করতে আসছে। বেটাবেটীরে এমন জঙ্গলকেও যেন ঘর বাড়ীর মতন করে ফেলেছে। একটুমাত্র সঙ্কোচ, বিন্দুমাত্র ভয় নাই। *

গোবিন্দ। ওরে ও বেদে ছোঁড়া! গান রেখে একটা কথা শোন্ দেখি।

* নারা। তুই কে বটিস্ রে?

গোবিন্দ। এখান থেকে কি বলব? কেরামতি রেখে কাছে আয় বলি। আরে বোকা ওটাকে শুদ্ধ নিয়ে আয়। এখনি বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে চোঁৎকরে ওটাকে নস্তি ক'রে ফেলবে।

নারা। তুই কে বটিস্?

গোবিন্দ। আঁচ কর্ দেখি।

লক্ষ্মী। দেখে মনে হচ্ছে তুই একটা মানুষ।

গোবিন্দ। দেখ্ ছোঁড়া! তোর চেয়ে তোর সঙ্গের ওই ছুঁড়ীর বুদ্ধি আছে।

নারা। তুই ঠিক বুঝেছিস্। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সব ওই রে—সব ওই।

গোবিন্দ। ও যদি তোর সব হ'ল তা হ'লে তুই কেমন ক'রে থাকিস্?

নারা। ও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না ব'লে ওও আছে আমিও আছি—কিরে বুঝলি?

গোবিন্দ। ও তোদের কথা তোরা বোঝ। এখন আমাকে বল দেখি, এ কোথায় আমি এসেছি? *

নারা। তুই কোথায় যাবি?

গোবিন্দ। যাব অনেক দূর।

* নারা। কোথা থেকে আসছিস্?

গোবিন্দ। সেও অনেক দূর।

নারা। তুই যখন আমাকে খাঁটি কথা কইতে ভয় করছিস্, তখন এ বনে কেমন ক'রে পথ চলবি! এ বনে যে অনেক বাঘ ভালুক আছে।

গোবিন্দ। বাঘ ভালুকও যেমন আছে, তোরাও ত তেমনি আছিস্।

লক্ষ্মী। ও একাই আছে রে!

গোবিন্দ। আর তুই?

লক্ষ্মী। আমি একা থাকতে পারি না ব'লে ওর সঙ্গে আছি। কোথায় যাচ্ছিস্ ওকে ঠিক করে বল্। তাহ'লে এ বনে তোর আর ভয় থাকবে না।

গোবিন্দ। তাইত, এ ছুটো বলে কি? যাই হ'ক, ওরা বেদে—অসভ্য। ওরা কথার মারপ্যাঁচ জানে না। আর কাউকে বলতে বারণ ক'রে ওদের বলি। বারণ করলে ওরা আচার্য্যকে বলবে না। আচার্য্যের দলও এখানে আসে আসে হ'য়েছে।

নারা। কেমন রে ঠিক বলেছি ত। বলতে তোর ভয় হ'চ্ছে।

গোবিন্দ। কাউকে বলবি নি? *

লক্ষ্মী। তুই কাশীজী যাচ্ছিস্, না?

গোবিন্দ। কেমন ক'রে জানলি?

নারা। তুই যাচ্ছিস্ কি না বল্ না।

গোবিন্দ। কেমন ক'রে বলব? কাশী কি আমার যাওয়া হবে?

নারা। মন মুখ এক করলেই হবে। ওই ওরা কাশীজী যাচ্ছে।

গোবিন্দ। কারা?

নারা। ওই যে ওরা—বনের ধারে এসে আড্ডা গেড়েছে।

লক্ষ্মী। তাদের ভেতরে একটা ছেলে আছে, তাকে দেখলে বড় আহ্লাদ হয়রে।

গোবিন্দ। তাইত! এসে পড়েছে!—ওদের বলবিনি ভাই?

লক্ষ্মী। কেন, ওদের কি তোর ভয় হয়?

গোবিন্দ। ওরা আমাকে সঙ্গে নেবে না ব'লে, আমি একা এসেছি।

নারা। বেশ করেছিস্ রে বেশ করেছিস্—একাই ভাল রে একাই ভাল। বিশ্বনাথ একাকে বড় ভালবাসে রে!

গোবিন্দ। তাই ত! কে এরা! এই ঘোরারণ্যে এমন আহ্লাদে পুতুলের মতন নেচে-খেলে বেড়াচ্ছে—কি অদ্ভুত এরা!

নেপথ্যে। শিব শিব শম্ভো।

নারা। ওই ওরা আসছে রে—

গোবিন্দ। তাইত! ওরা আসছেই ত বটে! এই দিকেই এসে পড়ল যে!

নারা। তুই কি ওদের দেখা দিবি নি?

গোবিন্দ। না ভাই, সাধ্যমত দেব না।

নারা। তাহ'লে এইখানেই লুকিয়ে থাক্—আর কোথাও যাস্‌নি। এ গোণ্ডারণ্য—এখানে গাছ বড় ঘন আছে রে—এখানে লুকুলে ওদের কেউ তোকে দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। বেশ, এইখানেই লুকুবো।

লক্ষ্মী। কিন্তু তুই একা কি ক'রে থাকবি! এ বনে বড় যে ভয় আছে রে!

গোবিন্দ। আরে বেটী, তোরাই যে আমার সকল ভয় ঘুচিয়ে দিলি। বুঝিয়ে দিলি, "মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

লক্ষ্মী। তুই ঠিক বলেছিস্ রে ঠিক বলেছিস্।

গোবিন্দ। দেখিস্ ভাই বলিস্ নি—দেখিস্ ভাই!

নারা। দেখব ভাই, দেখব ভাই! [উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। একি, কথা শেষ করতে না করতেই চলে গেল!—চলে গেল, না মিলিয়ে গেল! মিলিয়ে গেল না ভুলিয়ে গেল!

নেপথ্যে। দেখো হে, কেউ যেন হাত ছাড়াছাড়ি ক'র না—কেউ যেন এপাশ ওপাশ যেয়ো না। এর পরেই গাঢ় অন্ধকার।

গোবিন্দ। আর দাঁড়ানো হ'ল না—তবে ওরা কি বলাবলি করে শুনতে হবে। তাহ'লে এই একটা কি ঝাবড়ি গাছ রয়েছে—এইটের ওপর উঠি। [প্রস্থান।

তিরুমল, বড়কুন ও নেড়েলাইএর প্রবেশ।

তিরু। বড়্! বুঝছ কি! এই উপযুক্ত জায়গা।

বড়। ঠিক বলেছ দাদা, এই উপযুক্ত জায়গা।

নেড়ে। তা হ'লে এইখানেই শেষ করবার ব্যবস্থা কর।

তিরু। তা আবার বলতে! এখানে কাজ হাসিল হ'ল ত হ'ল, নইলে আর কোনও স্থানে হবার সুবিধা নেই।

বড়। একবার কেবল গুরুদেবের অনুমতি।

যাদবপ্রকাশ ও অন্যান্য শিষ্যগণের প্রবেশ।

যাদব। তিরুমল!

তিরু। এই যে প্রভু!

যাদব। এই গোণ্ডারণ্য। এর পৌরাণিক নাম দণ্ডকারণ্য। এইখানেই রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রম কুটীর বেঁধে অবস্থান ক'রেছিলেন। এইখানেই মায়ামৃগরূপে মারীচ রামকে ভুলিয়েছিল। সে কার্য্য যদি করতেই হয়, তাহ'লে এমন সুবিধার স্থান আর পাবে না।

বড়। যদি কি গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, এইখানেই তাকে শেষ ক'রে রেখে যাব।

যাদব। নিরুপায় বৎস, নিরুপায়। নিরুপায়ে আমাকে এই কাজ ক'রতে

হ'চ্ছে। ব্রহ্মহত্যা—কিন্তু কি করব, নরাধম অদ্বৈতমতের বিরোধী—তার হত্যায় পাপ নেই। যদিও একটু আধটু হয়, কলুষনাশিনী গঙ্গায় একবার অবগাহন করলেই সব ধৌত হ'য়ে যাবে।

তিরু। সে ধৃষ্টকে যে দেখতে পাচ্ছি না!

যাদব। আসিতে আসিতে পথ থেকে কিছুদূরে গভীর বনের ভিতরে একটা ঝরণা দেখতে পেলুম। অমনি পিপাসার ছল ক'রে তাকে সেইখানে জল আনতে পাঠিয়েছি। উদ্দেশ্য—বুঝেছ? যদি সেইখানে হিংস্র জন্তুদ্বারাই আমাদের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তোমরা থাকতে তাকে পাঠালে পাছে তার মনে সন্দেহ হয়, এইজন্য শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহের ছল ক'রে তোমাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে আগেই পাঠিয়েছি।

তিরু। তা হ'লে আপনি আর এ হত্যাস্থলে থাকবেন না। আপনি এদের সকলকে নিয়ে অগ্রসর হ'ন। যেখানে বিশ্রামের যোগ্য স্থান পাবেন, সেইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

বড়। আমরা শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

যাদব। বাঁচাও বাবা বড়কুন, আমাকে বাঁচাও।

তিরু। আপনি বেঁচেছেন। তবে আর ভাবছেন কেন—নিশ্চিন্ত হ'ন।

[তিরুমল ও বড়কুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। আর কেন বড়, কোমর বাঁধ। গুরু যখন বিধান দিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি। কাজ শেষ ক'রে গঙ্গাস্নান—বস্, সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। ওই যে রশীখানেক দূরে তমাল গাছ—ওইখানেই কাজ শেষ [উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। যা পাষণ্ডেরা! বড় বেঁচে গেলি। উঃ! এতবড় ষড়যন্ত্র!

কলসী লইয়া রামানুজের প্রবেশ।

রামা। কি বিচিত্র! এ অরণ্য প্রবেশের সনে
একি ভাব অকস্মাৎ জাগিল অন্তরে!
যেন কত পরিচিত এ কানন!
কত যুগান্তের মনোব্যথা লয়ে
নির্ঝরিণী দিতে এলো মোরে, কতই কাতরে
অবিশ্রান্ত ধারারূপে
বিষণ্ণ সোহাগরাশি তার।
প্রতি কুঞ্জে ভেসে ওঠে
কি এক মরমমাখা গান।
লতা যেন ক'রে অভিমান
শৈল সম কঠিন বিষাদে
মর্ম্মাশ্রুর তীব্ররসে করি বিগলিত
পরিণত করিয়াছে মৃদুপুষ্পভারে।
কত যেন কথা ভরা নীরবতা তার।
কত হাসি, বেণীমুক্ত যথা পুষ্পহার,
সমীর লাঞ্ছনে খেদে ধূলায় লুটায়।
গম্ভীর বসেছে ওই বিশাল অটবী—
রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকায়েছে
যেন কত ম্লানমুখী ছবি!
বিষণ্ণ উল্লাস আলিঙ্গন দিতে এসে
কি বুঝে ঢাকিল মুখ তরুপত্র মাঝে।
সঙ্গে সঙ্গে লুকাইল হৃদিমধ্যে তার

কি এক পাষাণভেদী বিষাদ-কাহিনী !
দূরে যেন জাগে কুঞ্জঘর,
সুশ্যামল তৃণভরা প্রাঙ্গণে তাহার
দূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর—কে'ও নরবর !
তাহার পশ্চাতে—ওকি ! ওকি !
কি অপূর্ব্ব রাতুল চরণ !
অগণ্য ভ্রমর বুলে বুলে
ওই যে অস্থির করে চরণ-কমলে !
কোথা ধনু, কোথা তীব্র শর ?
স'রে যা স'রে যা মধুকর !—নহে—কে'ও ?

গোবিন্দ। দাদা !

রামা। কে'ও—গোবিন্দ ? তুমি তুমি !

গোবিন্দ। দাদা এ দাসকে যদি এতটুকুও বিশ্বাস করেন, তাহ'লে এখনি এস্থান ত্যাগ করুন। দুরাত্মা নরঘাতকদের সঙ্গে এসেছেন। তারা আপনাকে হত্যার সঙ্কল্পে সঙ্গে এনেছে।

রামা। বল কি !

গোবিন্দ। স্থানত্যাগ স্থানত্যাগ। এই বনের ভিতর চলে যান। দেশে ফিরে যান।

রামা। এই জলপূর্ণ কলস ?

গোবিন্দ। দূর ক'রে বনের ভিতর ফেলে দিয়ে যান।

রামা। না গোবিন্দ, না। দেবার প্রতিশ্রুতিতে এনেছি। গোবিন্দ ! আচার্য্য পিপাসার্ত্ত হ'য়ে জল আনতে আমাকে আদেশ ক'রেছেন।

গোবিন্দ। রেখে যান—রেখে যান—রেখে যান। এই মুখে—এই মুখে—এই মুখে।

রামা। ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

নেপথ্যে। কোলাহল। [রামানুজের প্রস্থান।

গোবিন্দ। জল আনতে আদেশ করেছেন—পিপাসার্ত্ত। জন্মের মতন তার আজ পিপাসা মিটিয়ে দিতুম। আচার্য্য? না চণ্ডাল? যাক্, দাদা! তুমি যখন বেঁচে গেলে, তখন তীর্থ-যাত্রার পথে চণ্ডাল-রক্তে আর হস্ত কলঙ্কিত ক'রব না। কলসীটে, ইচ্ছা ক'রছে, এক লাথিতে ভেঙ্গে দি। না থাক্, দাদার আদেশ। যাও দাদা, যাও—মারে কৃষ্ণ রাখে কে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

চতুর্থ দৃশ্য।

বন (অপরাংশ)।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল ও শিষ্যগণ।

তিরু। ক'রলেন কি ঠাকুর, একটা হলদে কাপড়কে বাঘ মনে করে সব মাটী ক'রে ফেললেন।

যাদব। আরে মূর্খ, মাটী হবেনা—মাটী হবেনা। ব্রহ্ম মাটী নয়। মাটী বাদে আর সমস্ত ব্রহ্ম। ওই মাটীটি কেবল বাদ। উতলা হয়োনা উতলা হয়োনা—কার্য্য তোমাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে।

তিরু। আর সিদ্ধ হবে! অমন সুবিধার জায়গাই যখন:ফস্‌কে গেল, তখন সে কাজ কি আর সিদ্ধ হয়!

যাদব। নিশ্চয়। উতলা হয়োনা উতলা হয়োনা। সিদ্ধি এখনও হস্তের মুষ্টিকার ভিতরে বিরাজ ক'রছে।

তিরু। হায়-হায়-হায়! অমন সুযোগ পেয়েও মারতে পারলুম না!

যাদব। উতলা হয়ো না—উতলা হয়ো না। এ সব অদ্বৈততত্ত্বের লীলা-খেলা। তাতে দ্বৈত পাষণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ।

তিরু। আপনি এই সকল কথা বলছেন, আর আপনার উপর আমার রাগ হচ্ছে।

যাদব। ক্রোধ মানুষের বিষম শত্রু। অক্রোধী হয়ে, শুধু সনাতন অদ্বৈত প্রভুকে রক্ষা করতে সেই পাষণ্ডকে হত্যা কর।

তিরু। এখন, আমাদের দুরভিসন্ধি কোনও প্রকারে বুঝে যদি সে দুরাত্মা এই বন-পথ ধ'রে কোথাও পালিয়ে যায়?

যাদব। যো কি! একি যে সে কানন! এ দণ্ডক—দণ্ডক—তিরু! এ দণ্ডককানন! মায়ামৃগ মারীচ এখনও এখানে গোভূত—শ্রীবিষ্ণু—হরিণভূত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রছে বুঝেছ? সে মায়া অতিক্রম ক'রে হতভাগ্যের পালিয়ে যাবার যো কি!

তিরু। আচ্ছা গুরুদেব, এদিকে ত ব্রহ্ম আর বেদান্ত ক'রে ক'রে বুড়ো হ'য়ে মরতে চললেন। বস্তুটো কি সম্যক্ পরীক্ষা না ক'রেই একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

যাদব। আরে মূর্খ, অজ্ঞান হয়েছিলুম, এ কথা তোকে কে বললে? ব্রহ্মজ্ঞান যার লাভ হয়েছে, সে কি কখন ভ্রমেও অজ্ঞান হয়?

তিরু। কেন ওই ত সব ছোঁড়ারা বলছে। যেমন পথের ধারে হল্‌দেপানা কি দেখা, অমনি 'বাপ্' ব'লেই মূর্চ্ছা। কিরে ছোঁড়ারা চুপ ক'রে রইলি কেন, বল্‌না।

সকলে। একেবারে—দমবন্ধ—আড়ষ্ট। যেমন দেখা হল্‌দেপানা—অমনি ওরে বাবারে-বাঘ!—অমনি পতন এবং আড়ষ্ট।

তিরু। আপনার অবস্থা দেখেই ত ছোঁড়ারা ভয়ে হৈ চৈ ক'রে উঠেছে।

যাদব। হাঃ হাঃ! মায়া মায়া! তিরু! ছোঁড়ারা কেউ আমার অবস্থা বুঝতে পারে নি। আমি সমাধিস্থ হয়ে বস্তুটার স্বরূপ নির্ণয় করছিলুম। শঙ্করাচার্য্য জগৎটাকে মায়া বলেছেন; আমি বলেছি—না। তাই দেখছিলুম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, না প্রকৃতই সর্প। হরিদ্রাবর্ণ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত শিলাখণ্ড, শিলাখণ্ড না প্রকৃত ব্যাঘ্র? যখন বুঝলুম যে ওটা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয়, কোন অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর ভুলে পরিত্যক্ত গেরুয়া কাপড়-ঢাকা পাথর, তখনই আমার সমাধি-ভঙ্গ হ'ল।

তিরু। নতুবা?

যাদব। ইহজন্মে আর আমার সমাধিভঙ্গ হ'ত না।

শিষ্য। অনেক কষ্টে কানের কাছে চীৎকার করাতে, গুরুর মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে।

যাদব। সেকি যে-সে সমাধি! যাকে শাস্ত্রে বলে মহাসমাধি, এ প্রায় তদ্রূপ। আর এক অঙ্গুলি উপরে উঠলেই যমরাজের সঙ্গে আমার কোলাকুলি হ'ত। সেই উচ্চ সমাধিতে ব'সে দেখলুম, আচার্য্য শঙ্কর যা বলেছেন, তাই ঠিক। এ জগৎপ্রপঞ্চ মায়া। রজ্জুতে সর্পভ্রম। সেইখানে বসে দুরাত্মা বাঘের দিকে একবার সক্রোধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলুম। দেখতে দেখতে সেই বাঘ একখানা ফর্ ফর্ কম্পিত গেরুয়া কাপড় হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধনির্ব্বাণ। আর অমনি আমার জাগ্রৎ ভূমিতে অবতরণ।

তিরু। তারপর এখন?

যাদব। এখন আবার পূর্ব্বভাব। সেই পাষণ্ডকে সংহার করতেই হবে।

বড়। কই, অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম—ছোঁড়া ত এলো না!

তিরু। এলো না! তবে কি জানতে পারলে নাকি?

যাদব। না না, এরূপ হ'তেই পারে না। আমি তাকে বরাবর যেরূপ স্নেহ দেখিয়ে আসছি, তাতে তার মনে কোনও ক্রমে সন্দেহের লেশ থাকতে পারে না। সে কেন এলো না, আবার তোরা সকলে মিলে সন্ধান কর্। কেন না, তার কাছে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের সযত্ন-রক্ষিত কলসী আছে। বুঝেছিস্—জাহ্নবী থেকে সেই কলসীতে জল নিয়ে যখন মাথায় ঢালবো, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের স্নান হ'য়ে যাবে।

কলসী-মস্তকে নেড়েলাইয়ের প্রবেশ।

তিরু। একি, একি রে নেড়েলাই—কলসী? কোথায় পেলি?

নেড়ে। আগে ধর, তারপর বলছি। গা এখনও যেরূপ থর থর ক'রে কাঁপছে, তাতে এ পড়ে পড়ে হয়েছে। শুধু গুরুর সামগ্রী ব'লে একে আঁকড়ে ধ'রে আছি। (বড়কুন কর্ত্তৃক কলসধারণ)

যাদব। ধর—ধর—কলসী এসেছে। এতে আর মায়া নেই—স্বয়ং—স্বরূপ। তারপর? রামানুজ?

নেড়ে। তাকে দেখতে পাই নি—তার বদলে এই কলসী পেয়েছি। যেখানে দাদাম'শায়রা তইরি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তারই রসীখানেক দূরে এক গাছের তলায়।

যাদব। তিরু—তিরু—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কলসী এসেছে, কিন্তু পাষণ্ড ব্যাঘ্রের কবলে পড়েছে।

সকলে। আপদ গেছে।

যাদব। আপদ অমনি অমনিই গেছে—আর তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে হ'ল না।

বড়। কিন্তু গুরু, বাঘেই যদি তাকে নিয়ে থাকে, তাহ'লে কলসী-পূর্ণ

জল রইল কেমন ক'রে? বাঘ বেটা কি আগে কলসীটে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে, তারপর ছোঁড়ার ঘাড় ধ'রেছে?

তিরু। আরে মূর্খ, শুনলি কি! গুরুদেবের চৌদ্দপুরুষ ওই কলসীকে রক্ষা করছেন। যখন কলসীটে ছোঁড়াটার ঘাড় থেকে পড়ে পড়ে, তখন তাঁরা সকলে আঁকড়ে ধ'রে কলসীর জল কলসীতে রক্ষা করেছেন।

যাদব। এই, তিরুমল ঠিক অনুমান করেছে।

তিরু। বলেন কি গুরু, বারো বৎসর তৈল-হস্তে আপনার ঘাড় ডললুম, তাতেও আমার অনুমান ঠিক হবে না?

বড়। তাহ'লে ছোঁড়া মরেছে—সাব্যস্ত?

সকলে। সাব্যস্ত।

বড়। তবে আর কি, সকলে মিলে একটু উল্লাস করা যাক্।

গোবিন্দের প্রবেশ।

তিরু। ও কি—ও কে? আরে ম'ল গোবিন্দ! ও ছোঁড়াও আমাদের সঙ্গ নিয়েছে না কি?

যাদব। বৎসগণ! সকলে সন্তর্পণ হও।

গোবিন্দ। কে তোমরা? তাই ত—গুরু—গুরুদেব!—আঃ! এতক্ষণে বাঁচলুম! গুরুদেব! ম'রেছিলুম, আর একটু হ'লে আমাকে বাঘে খেয়েছিল। আপনার আদেশ অমান্য করার ফল এখনি ফলে গিছল।

তিরু। কি—কি—বাঘ—বাঘ?

গোবিন্দ। প্রকাণ্ড—গন্ধ পেয়েই গাছে উঠেছিলুম। নইলে—বাপ্—কি প্রকাণ্ড—গিছলুম!

যাদব। শোন বড়—শোন—

গোবিন্দ। প্রথমটা মনে করেছিলুম—মানুষ। তারপর—গন্ধ—

সকলে। গন্ধ?

বড়। গন্ধ? তুমি নিজ নাসিকায় আঘ্রাণ করেছ? ঠিক গন্ধ?

গোবিন্দ। পুতিগন্ধ। বাঘের গন্ধের চেয়েও অপবিত্র—ঘৃণিত—নরকের গন্ধ।

যাদব। যাক্—তবে আর সন্দেহই নেই।

নেড়ে। গুরুদেব! তাহ'লে এ জল কি ক'রব?

তিরু। বাপ্! ও জল রাখতে আছে! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ও জল স্পর্শমাত্রেই সর্ব্বাঙ্গে ঘা ফুটে উঠবে। তাহ'লে সকলে নিশ্চিন্ত?

সকলে। নিশ্চিন্ত।

যাদব। গোবিন্দ! তোমাকে একটী অপ্রিয় কথা শোনাব।

গোবিন্দ। আপনাদের সকলকে দেখছি, কিন্তু আমার দাদা কই?

যাদব। ওই ওই—বড় অপ্রিয় কথা। সেই দুর্বৃত্ত ব্যাঘ্র তোমার দাদাকে—

গোবিন্দ। আমার দাদাকে—কি?

তিরু। (গোবিন্দের গলদেশ ধরিয়া) গোবিন্দ হে! মুখে কথা আসছে না।

সকলে। (গোবিন্দকে বেড়িয়া শোকপ্রকাশ)।

গোবিন্দ। য়্যাঁ! আমার সোণার দাদাকে বাঘে নিয়ে গেল!

তিরু। গুরুকে ধর—গুরুকে ধর—গুরু মূর্চ্ছিতপ্রায়।

সকলে। গুরু, গুরু!

যাদব। যাক্—গোবিন্দ! বৎস! কেউ কারো নয়।

গোবিন্দ। যাক্—গুরু! কেউ কারো নয়।

বড়। তবে আর কেন ভাই সব, চল। কেউ কারো নয়। গোবিন্দ যদি

গুরুবাক্যে ধৈর্য্য ধরতে পারে, তাহ'লে আমরা কেন পারব না? কেউ কারো নয়।

সকলে। ধৈর্য্যং—ধৈর্য্যং।

পঞ্চম দৃশ্য।

বনাংশ।

তরুতলশায়ী রামানুজ।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

বসে আছি চেয়ে পথের পানে।
তবু কি চলিবে বাদুমণি, আরও দূরে অভিমানে।
এস ফিরে এস ফিরে—
ডুবাইল রবি আপন ছবি অরুণ জলধি-নীরে।
আঁধারে আঁধার করিছে রঙ্গ,
পথ হারায়েছে পথের সঙ্গ,
বিজন বিশাল ঘন অভঙ্গ,
কখন কি ঘটে কে জানে।
ফিরে এস, ফিরে এস বাছু, বধু কাঁদে বসি আঙ্গিনে।

রামা। কি রকমটা হ'ল! কে যেন ডাকলে না? মা কি আমাকে ডাকলেন! না, না! এ কি রকম হ'ল, এ ত আমার ঘর নয়! মনে পড়েছে! গোবিন্দ—গোবিন্দ! কি ভুল! এখানে গোবিন্দই বা

কোথায়? গোবিন্দকে ফেলে আমি যে বনে বনে অনেক দূর ছুটে এসেছি! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণ ধ'রে ঘুমিয়েছি! সন্ধ্যা হ'তে বড় বিলম্ব নাই। গাছ সকল মাথা নেড়ে বন-ভূমিতে যেন অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে! এখনি যে আমাকে এস্থান থেকে উঠতে হবে! ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

নারা। আরে ছুঁড়ি, পা চালিয়ে চলিয়ে আয়। দেখছিস্ কিরে! তোকে ঢাকা দিবেক্ বলে আঁধার ঘুটঘুট ক'রে ছুটে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। আসছে—মোকে ঢাকবেক রে—মুইত তোর মত মরদ লই—মুই কি ছুটতে পারি।

রামা। বা! নারায়ণ স্মরণ করতেই বনপথের সঙ্গী জুটে গেল দেখছি যে! এ ত বেশ কিশোর ব্যাধ-দম্পতি!

নারা। এদিকে ত খুব চঞ্চল আছিস্—একদণ্ড এক জায়গায় চুপ ক'রে বসিয়ে থাকতে লারিস্। আর পথ চলতেই তুই ঝঞ্ঝাট ক'রবি! লে আয়, হাত ধর্।

রামা। কে ভাই তোরা?

নারা। আরে, তুই কেরে?

লক্ষ্মী। তাইত রে—তুই কি বাছা, পথ হারিয়ে বসিয়ে আছিস্?

রামা। হাঁ মা! আমি অদৃষ্ট-বশে এই বন-বিজনে এসে পড়েছি।

নারা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাঘের বাসা রে!

লক্ষ্মী। আরে বাছা, উঠিয়ে আয় উঠিয়ে আয়!

রামা। তোমরা কে ভাই—তোমরা এখানে কেমন ক'রে এলে?

লক্ষ্মী। দেখ্‌ছিস্ ও বুনো আছে—ওকে আসার কথা কি আর পুঁছতে আছেরে!—লে, আমি যেমন একহাত ধরিয়েছি, তুই তেমনি এর—দোসরা হাত ধর্। সামনে বড় আঁধার আসছেয়ে, বড় আঁধার আসছে।

রামা। দে ভাই, মা বলেছে—হাত দে। আমি এখন থেকেই পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নারা। তোর ঘর কোথায় আছেরে ভাই?

রামা। অনেক দূর, ভাই, অনেক দূর। এখান থেকে এক মাসের পথ। দক্ষিণ দেশে কাঞ্চীপুরের নাম শুনেছিস্?

লক্ষ্মী। ওরে! মোরা যে, সেইখানেই যাবরে!

রামা। বটে! তা হলেত বড়ই বিস্মিত ক'রলি! ধর ভাই ধর। তোর স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো। চক্ষে জল এলো—দেখতে পাচ্ছি না। ধরে নিয়ে চল্ ভাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শাল-কূপ পথ।

নাগরিকাগণের গীত।

আধভাঙ্গা ঘুম ঘোরে বাঁশরী তান।
শ্যাম বুঝি যায় ফিরে, নিশি অবসান।
না হ'তে শিঙার-রস-ভঙ্গ,
ছুটে চল্ ছুটে চল্, গাগরী ভ'রে নে জল,
এখনো যমুনা বহে বিলাস-তরঙ্গ।
মুখর যমুনা-কূল, ব্যাকুল অলিকুল,
বিভোরা বিহগী ধরে গান।
আবেশে চলে তারা, ছুটেছে অরুণ-ধারা
বঁধুয়ার বিদায়-চুম্ব-নিশান। (গীতান্তে প্রস্থান)

রামানুজ ও লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

নারা। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

রামা। আর ভয় কি ভাই, এই যে পিপাসা-শান্তির উপায় হয়েছে। এই যে সম্মুখে শালগাছের নিকটে অপূর্ব্ব কূপ—দেখতে পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি।

নারা। কি করিয়ে জল আনবি ভাই ?

রামা। তাই ত! সঙ্গে ত জলপাত্র নেই! হে নারায়ণ! হে নারায়ণ! এ কি করলে, এ কি করলে! সম্মুখে অপূর্ব্ব কূপ থাকতে, শুধু পাত্রা-ভাবে দুই পিপাসার্ত্ত বালক-বালিকা জল না খেয়ে মারা যাবে ?

নারা। বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস রে—বড়া পিয়াস।

রামা। হয়েছে—হয়েছে ভাই—কে একজন জল-পূর্ণ পাত্র নিয়ে কূপের দিক থেকে আসছে।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরামুক্তি র্নারায়ণ পরাগতিঃ॥

তাই ত! আজ কি রাত ঠাওর করতে পারি নি! এখনও যে অন্ধকার! যাক্, আজ প্রত্যূষেই নারায়ণের সেবা নিতে ইচ্ছা হয়েছে দেখছি।—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ও ?

রামা। মহাভাগ! করুণা ক'রে দুইটী দারুণ তৃষ্ণার্ত্ত বালক-বালিকার জীবন রক্ষা করুন।

দাশ। তোমরা কে ?

রামা। আগে জীবন রক্ষা ক'রে পরিচয় গ্রহণ করুন।

দাশ। তা নয়—তোমরা কি ?

রামা। এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন ?

দাশ। আমি নারায়ণ-সেবার জন্য এ জল নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণ হ'লে দিতে পারি। কেন না, নারায়ণ ও ব্রাহ্মণে ভেদ নাই। শূদ্র হ'লে দিতে পারি না।

নারা। ও বামুন আছে—মোরা বেদিয়া রে বেদিয়া—

দাশ। বেদে! দূর দূর—ছুঁয়ে ফেলবি—সরে যা বেটা—সরে যা!

নারা। বড়া পিয়াস লেগিয়েছে রে—বড়া পিয়াস লেগিয়েছে।

লক্ষ্মী। ছাতি ফাট যাইছে রে—ছাতি ফাট যাইছে।

দাশ। সরে যা বেটী, সরে যা। নইলে এখনি ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব।

নারা। ওরে চলিয়ে আয়। একে ছাতি ফাটছে, আবার মাথা ফাটবেক্ কেনে রে—চলিয়ে আয়—সরিয়ে আয়।

রামা। জল দিলে না ব্রাহ্মণ! কাঁধে জল থাকতে দু'টো বালক বালিকা পিপাসায় মরে যাবে ?

দাশ। মরে যায় ত কি ক'রব ? নারায়ণের নাম ক'রে নারায়ণ-সেবার জন্য এই জল তুলেছি। এ জল আমি হীন শূদ্রকে দিতে পারি না।

রামা। পার না ?

দাশ। কিছুতেই পারি না।

রামা। এই কি নারায়ণ পূজার মর্ম্ম ?

দাশ। মর্ম্ম আমাকে তোমাকে শেখাতে হবে না। তুমি কি রকম ব্রাহ্মণ ? তোমার কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই ? নারায়ণকে নিবেদনার্থ সামগ্রীর অগ্রভাগ তুমি চণ্ডালকে দিতে অনুরোধ কর ?

রামা। না ব্রাহ্মণ, আমিও চণ্ডাল। আমি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ তর্ক করছি। আমিও চণ্ডাল।

দাশ। নিশ্চয়। না হ'লেও অন্ততঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীন কর্ম্ম-চণ্ডাল। হেঁঃ! সমস্ত শাস্ত্র গুলে খেয়ে ফেললুম, আমাকে নারায়ণ-পূজার মর্ম্ম জানাতে এসেছে।

[প্রস্থান।

রামা। তাইত ভাই—বৃথা আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলি? না—না—আগে থাকতেই নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। দাঁড়া ভাই, একটু দাঁড়া। আমি একবার কূপ পরীক্ষা করি। তোদের মত আমারও পিপাসা। তোদের পিপাসা যদি মেটাতে পারি, তবেই নিজেরও মেটাবো। তৃষ্ণায় যদি তোরা মরিস্, আমিও মরবো।

নারা। তবে দেখ্‌রে ভাই—জলদি দেখ্—বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস।

[রামানুজের প্রস্থান।

নারা। দেখছ কি লক্ষ্মী, পৃথিবী আজ পিপাসার্ত্ত। ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। যে জ্ঞানময় ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন আমি সোল্লাসে বুকে ধ'রে আছি, সেই ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বিস্মৃত হয়ে, শুধু বাক্যার্থ গ্রহণ ক'রে আপনাকে জ্ঞানী বুঝে অহঙ্কারে উন্মত্ত। নারায়ণ—কোথায় নারায়ণ? আমি কোথায় আছি লক্ষ্মী? অনাথ, রোগী, ক্ষুৎপিপাসাতুরের মূর্ত্তিতে আমি যে নিত্য লোকের দ্বারে দ্বারে পূজাপ্রার্থী হয়ে বেড়াচ্ছি। ব্রাহ্মণে যদি তা না দেখতে পেলে, অন্যে তা কেমন ক'রে দেখবে!

লক্ষ্মী। তাতে কি হয়েছে? তোমাকে ভুলে যাওয়াই যে জীবের প্রকৃতি। তুমি নিজে সে ভ্রম দূর ক'রে দাও। রামানুজ তোমার জন্ত অঞ্জলি

পুরে জল আনছে। সেই জল পান কর। তোমার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ পরিতৃপ্ত হবে। ভাগ্যবতী দ্রৌপদীর স্থালী থেকে একটি শাকের কণায় তৃপ্তিলাভ ক'রে, একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবারণ ক'রেছিলে। আজকে ভক্তদত্ত জলকণা গ্রহণ ক'রে জগতের তৃষ্ণা নিবারণ কর।

অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া রামানুজের প্রবেশ।

রামা। নে ভাই নে—এক ফোঁটা মাটিতে প'ড়তে দিই নি। তৃষ্ণা নিবারণ কর্—তৃষ্ণা নিবারণ কর্।

নারা। কেমন করিয়ে পাইলিরে ভাই ?

লক্ষ্মী। কুয়াতো বড়া গহেরা আছেরে—হাঁরে তুই কেমন করিয়ে পাইলি ?

রামা। আগে খা', তারপর বলছি—

নারা। আ ! কলিজা ঠাণ্ডা হইলরে। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

লক্ষ্মী। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

রামা। এই এক অঞ্জলি জলেই তোদের পিয়াস মিটে গেল !

নারা। গেল, তা কি ক'রব—জোর করিয়ে পিয়াস ধরিয়ে রাখব ?

লক্ষ্মী। প্রেমসে আনলি—পিয়াস কি আর রইতে পারে রে !

রামা। না—না মেটেনি—আমি আবার আনি।

নারা। আর কেন মিছে আনবি ?

রামা। তোরা কি মনে ক'রছিস্ আমি কষ্ট ক'রে এনেছি ? কিছু না। গিয়ে দেখি উপর থেকে সিঁড়ি একেবারে জল স্পর্শ ক'রেছে। দাঁড়া দাঁড়া—আবার আনি। [প্রস্থান।

নারা। আর কেন কমলে, বিদায় গ্রহণের এই শুভ অবসর।

কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ ও নারায়ণ কর্তৃক তাহার হস্ত ধারণ।

কাঞ্চী। আরে বুড়ো মানুষ! অত টান দিস্‌নি ভাই! পড়ে যাব—পড়ে যাব।

নারা। দাদা! এমন মিষ্টি জল—একদিন খেয়ে যে সাধ মিটিল না!

লক্ষ্মী। আবার কাল কেমন ক'রে জল খাব বলে দাও।

কাঞ্চী। তোমাদের যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন জল পেতে আর ভাবনা কি। আমি একবার রামানুজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

[প্রস্থান।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত।

এবারে ঘুচাব ব্যাধের বেশ,
চলিয়া চলিনু নূতন দেশ,
রচিত চাঁচর চিকুর কেশ,
বনলতা ফুলমালিনী।
সতত সেখানে ধীর সমীর,
উজান বহিছে তটিনী নীর
বরষে আকুল মধু শিশির,
উজল শারদ যামিনী।
নব জলধর বিজরী সঙ্গ,
মধুর মিলনে একই অঙ্গ,
সঙ্গিনী যত বিনোদ রঙ্গে
লীলা তরঙ্গশালিনী।
ভ্রমরাভ্রমরী ধরত তান,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গান,
আবেশে বিভোরী বন কিশোরী
মানিনী কুল কামিনী।

সপ্তম দৃশ্য।

শাল-কূপ।

রামানুজ।

রামা। এই ত পাতালে জল দেখা যাচ্ছে! এই জল আমি অঞ্জলি ক'রে তুলেছি! শঠ! আমাকে ভুলিয়ে চলে গেলে! বনের ভিতরে বিপদে পড়ে কাতর হ'য়ে তোমাদের ডেকেছিলুম, কমলাপতি তাই ব্যাধ-দম্পতির মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে ছলে ভুলিয়ে চলে গেলে! * নারায়ণ! এ বিপন্মুক্তিতে আমার প্রয়োজন নাই!

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনং॥

"হে জগদ্‌গুরো! তোমার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বদাই বিপদ হোক্। কেননা বিপদের সময়েই আমরা তোমাকে দেখতে পাই। তোমার দর্শন ক'রলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ঐশ্বর্য্য চাই না। রূপ, পাণ্ডিত্য, বংশ-সম্পদ এ সকল কিছু চাই না। ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তোমার নাম গ্রহণের অধিকার থাকে না। তুমি দীন অস্পৃশ্য ব্যাধের মূর্ত্তিতে আমাকে তা আজ বুঝিয়ে দিয়েছ! হা নারায়ণ! কি করলুম! সমস্ত বনভূমিতে তোমরা যুগল-কিশোর আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে— ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে আমি তোমাদের শ্রীচরণ স্পর্শ ক'র্‌তে পারলুম না! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যাভিমান—ধিক্ আমার জাত্য-ভিমান।—দীন কর নাথ, আজ থেকে আমাকে দীন কর। যেন তোমার শ্রীপাদপঙ্কজ সেবার অধিকার পাই।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্‌ঘ্রয়ে॥ *

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। এই যে—এই যে মহাভাগ! সে যুগলমূর্ত্তি কোথায়?

রামা। কি বিপ্র, এতক্ষণ পরে অনুতপ্ত হ'য়ে তাদের পিপাসা-শান্তি ক'র্‌তে এসেছ?

দাশ। বিপ্র? নরাধম হীন চণ্ডাল আমি। আর কি আমি তাদের জল-পান করাতে পাব?

রামা। না, তারা চলে গেছে।

দাশ। আমার পাণ্ডিত্যাভিমান, আমার ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকে ধিক্। আমি এক শিলাখণ্ডে নারায়ণের আরোপ ক'রে আপনাকে ভক্ত-জ্ঞানে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ভুলে এমন অন্ধ হয়েছিলুম যে, তৃষিতরূপী লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি চিনতে পার্‌লুম না! ধিক্ আমার শাস্ত্রজ্ঞান, ধিক্ আমার ইষ্টনিষ্ঠা!

রামা। আক্ষেপ ক'র না বিপ্র! আমাকে বুঝিয়ে বল, এখনই বা তাঁকে নারায়ণ ব'লে কেমন ক'রে বুঝলে?

দাশ। আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে একটু দূর যেতে না যেতেই কলসীর জল উষ্ণ হ'য়ে উঠল। প্রথম প্রথম সেটা আমার মনের ভ্রম স্থির ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। কিন্তু যতই চলি, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকে। শেষে গৃহের সমীপস্থ হ'লে জল এমন প্রচণ্ড উষ্ণ হ'য়ে উঠল যে, আর আমি তাকে কাঁধে রাখতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, তৃষ্ণার্ত্ত নারায়ণকে জল না দেবার মহাপাপ অনলমূর্ত্তিতে কলসীর জলকে বাষ্পে পরিণত করেছে। এখন অনুতাপে আমার প্রাণদগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। বল

প্রভু, কোথায় তোমার সহচর সহচরী ব্যাধ-দম্পতি। আমি আবার কূপের জল তুলে তাঁদের চরণ-সমীপে উপস্থিত করি।

রামা। কে ব'লবে? আমি? বিপ্র! আমিও তোমার মত অভিমানান্ধ হতভাগ্য। সারা দিনরাত সঙ্গে রেখেও তাদের চিন্‌তে পারিনি। তাঁরা চলে গেছেন। এখন বলুন দেখি এ স্থানের নাম কি?

দাশ। আপনি জানেন না?

রামা। জানলে এ প্রশ্ন ক'র্‌ব কেন?

দাশ। সুবিখ্যাত কাঞ্চীনগরী। আপনি চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আর এই সেই ত্রিতাপনাশক জলের আধার শাল-কূপ।

রামা। কাঞ্চী?

দাশ। অদূরে ওই অপূর্ব্ব শোভাময়ী পরম-পবিত্রা কাঞ্চী। কেন, আপনাকে দেখে এদেশীয় ব'লে মনে হ'চ্ছে, কিন্তু আপনি বিদেশীর ন্যায় কথা কইছেন! কেও—মাতুল? আপনি? আপনার কাছে আমি শাস্ত্রজ্ঞানের অভিমান দেখিয়েছি। ধিক্, আমাকে শতধিক্—কি ক'রলুম—কি ক'রলুম!

রামা। ভাগিনেয়? তোমার নাম কি?

দাশ। চিনতে পার্‌ছেন না? আমি গোবিন্দের ভাগিনেয় দাশরথি।

রামা। দাশরথি? তোমায় চিনতে পারলুম না?

দাশ। কেউ কাউকে ত পারিনি মামা! এ সে বেদে বেটা আর বেদিনী বেটীর খেলা।

রামা। ঠিক ব'লেছ দাশরথি, আমাদের কারও অপরাধ নেই। সে বেটা বেটী ধরা না দিলে তাদের ধরে কে!

দাশ। তারপর মামা, আপনি যে যাদবপ্রকাশের সঙ্গে তীর্থে যাচ্ছিলেন?

রামা। যাচ্ছিলুম। বেদে বেদেনীতে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।

দাশরথি! কাল আমি একমাসের পথ তফাতে গোণ্ডারণ্যে প্রাণ নিয়ে অস্থির হ'য়ে পরিভ্রমণ করছিলুম, আজ আমি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কাঞ্চীপুরে। এর অধিক আর তোমাকে জানাতে পারলুম না। যাও, কলসী আমার কাছে দাও, আমি নারায়ণের জন্য জল নিয়ে যাচ্ছি। তুমি পুত্রবিরহ-বিধুরা আমার জননীকে সত্বর আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর।

দাশ। এখনি চললুম মামা! এখনি চললুম। [দাশরথির প্রস্থান।

রামা। যাক, ঘটনার পর ঘটনা। চিন্তার আয়ত্তের অতীত।

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

রামা। একি দেখি! ফিরে এলো ভাগ্য কি আমার?
মহাভাগ! পিতৃগৃহে ছিলাম যখন,
তখন করুণা ক'রে, হেথা হ'তে যাইয়া সুদূরে
কতবার এ অধমে দিয়েছ দর্শন।
অশান্তি-মুহূর্ত্ত কত
তব শুভ পদার্পণে দেখিতে দেখিতে
হইয়াছে শান্তির আধারে পরিণত।
ভুলেছিনু পিতৃশোক তোমার কৃপায়,
ভুলেছিনু শমনের তীব্র উপহাস।
সেই আমি তোমার দুয়ারে
শ্রীমন্দির পুণ্যদ্বার উদ্‌ঘাটন আশে—
কোন অপরাধে প্রভু হ'লে অকরুণ?
ক্ষণেকের তরে দেখা দিলে না আমায়! (প্রণামোদ্যোগ)

কাঞ্চি। (রামানুজের হস্তধারণ ও প্রণাম করণ)
ছিছি! ও কি কথা প্রভু!

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুণিশ্রেষ্ঠ তুমি মতিমান।
আমি শূদ্র—নিত্য আমি দাস যে তোমার।
শাস্ত্রশিক্ষা রত ছিলে আচার্য্য সমীপে,
এ মূর্খের আগমনে পাছে তব পাঠে বিঘ্ন হয়,
সেই হেতু পশি নাই তব গৃহে চরণ দর্শনে।

রামা। বারংবার বাক্যের কৌশলে
চরণ শরণ হ'তে
বঞ্চিত যদ্যপি মুনি করিবে আমায়,
বুঝিব তখন, মিথ্যা শাস্ত্রজ্ঞান মোর।
বুঝিব তখন,
চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভের মত
আমার এ অসার জীবন
বহিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।

কাঞ্চি। শুষ্কজ্ঞানী নহ তুমি রামানুজ!
আজ তব ভক্তি হেরি
কৃতার্থ হইনু আমি।
তবে, এস বৎস উভয়ে মিলিয়া,
পরস্পরে প্রাণ মিলাইয়া
বরদরাজের করি সেবা।
আজ হ'তে ধর দাস্য এ বৃদ্ধের সনে।
প্রত্যহ এ শাল-কূপ হ'তে
লইয়া কলস পূর্ণ জল
পানার্থ বরদরাজে দাও উপহার।

রামা শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব মুনি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শাল-কূপসন্নিহিত বনাংশ।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল, বড়কুন ও শিষ্যগণ।

শিষ্যগণ। জয় বিশ্বনাথ জি কি জয়, জয় কাশী জি কি জয়। জয় গুরু জি মহারাজ কি জয়।

তিরু। গুরুদেব! ওই রাজ-বাড়ীর চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

বড়। ওই, আপনার বাগানের নারকেল গাছ যেন দূরে লিলি ক'রছে।

যাদব। জয় জয়—জয়—নাও—শেষ বারের মত একবার পথে বিশ্রাম গ্রহণ কর।

সকলে। বসো—একবার সকলে বসে যাও।

যাদব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করা আমি ইচ্ছা ক'রছি না।—কেন জান?

তিরু। গ্রামে ঢুকলেই আপনার আগমন-বার্ত্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হ'য়ে পড়বে।

যাদব। হাঁ—মুহূর্ত্তে কি! গ্রামের সীমায় যেমন পা'টী দেব—

বড়। অমনি সারাটা গ্রাম একেবারে ঢিঢি হ'য়ে যাবে।

যাদব। হাঁ—এই ঠিক বুঝেছ। একেবারে ঢিঢি হ'য়ে যাবে। সে কথা তখনি রামানুজের অভাগিনী জননীর কর্ণগোচর হবে। বাড়ীতে আমাকে পেয়ে আমার মা, পত্নী, পরিবারবর্গ একটা আনন্দ-কোলাহল ক'রবেই। এমন সময় অভাগিনী যদি রামানুজের সংবাদ নিতে ছুটে

আসে, তা হ'লে সমস্ত আনন্দ-কলকল একেবারে গভীর বিষাদ-সাগরে ডুবে যাবে।

বড়। না—না।—তা হ'লে এখন গ্রামে প্রবেশ করা হতেই পারে না।

যাদব। কিছুতেই হতে পারে না। মিছে কথায় যদি তাকে ভোলাতে পারতুম, তা হ'লেও না হয় যাওয়া যেত। কোনরূপ স্তোকবাক্যে রামানুজের মা ত বিশ্বাস করবে না! সুতরাং কঠোর সত্যটা কইতেই হবে। আর কথা যেমন কওয়া, অমনি অভাগিনী বৃদ্ধা একেবারে ভূপতিতা—এবং ধূল্যবলুণ্ঠিতা। সঙ্গে সঙ্গে করুণ-ক্রন্দিতা। কারুণ্যরোগটা স্ত্রী-জাতির ভিতরে বড়ই সংক্রামক। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমার মা ও স্ত্রীর সেই করুণ-ক্রন্দনে যোগদান—অমনি প্রতিবাসিনী পুরস্ত্রীগণের ঊর্দ্ধশ্বাসে মদ্‌গৃহে আগমন। তাতে বাড়ীর অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পেরেছ?

ভিক্ষু। একেবারে আকাশ-ভেদী এক বিরাট চীৎকারে আপনার বাড়ীর ছাদ বিদারণ।

যাদব। সেটা আজ আর নয়। কাল প্রাতঃকালে যা হবার তাই হবে। আজ আর গৃহের আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দেব না। বুঝতে পারছ না? অদূরে শালকূপ, সেখানেও বিশ্রাম নিতে গেলুম না। নেড়েলাইকে অতি গোপনে জল আনতে পাঠিয়েছি। বলে দিয়েছি, লোক থাকলে যেন সে কূপ থেকে জল না নেয়। নেড়েলাই বুঝি ফাঁক পাচ্ছে না।

ভিক্ষু। তা হ'ক গুরু, ছোঁড়াটা কি আশ্চর্য্য ম'ল!

বড়। ম'রবে না? বিরোধী কে? স্বয়ং শঙ্কর।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—শিবোঽহং।—গুহ্য গুহ্য।

বড়। কাশীর সব বড় বড় পণ্ডিত—মহা মহা সাধু—বিরাট বিরাট তপস্বী—

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—গুহ্য—গুহ্য, বড় গুহ্য।

তিরু। আর গুহ্য—এ কি গোপন থাকতে পারে গুরুদেব?

বড়। তারা সব সর্ব্বসমক্ষে আপনার গলায় জয়মাল্য দিয়েছে।

যাদব। কি বুঝেছ? তাঁরা কি সব মানুষ?

বড়। তাঁরাও যদি মানুষ হন, কিন্তু যিনি শৃঙ্গেরি মঠের প্রধান—তিনি তো আর মানুষ নন।

যাদব। আরে বাপ্‌রে বাপ্—শঙ্করাচার্য্যের মঠ-স্বামী—শঙ্করের প্রতিনিধি—তিনি স্বয়ং শিব।

বড়। তিনিই আপনাকে বলেছেন—আপনি দ্বিতীয় শঙ্কর।

তিরু। এ কথা তো নগরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে একেবারে ঢাক বেজে যাবে।

যাদব। তিনি ত্রিকালজ্ঞ—আমি কাশীতে যাচ্ছি, এ তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন।

বড়। জেনে আপনার অভ্যর্থনার জন্য আগে থাকতেই কাশীতে উপস্থিত হ'য়েছেন।

তিরু। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অস্থির হয়ো না—অস্থির হয়ো না। রামানুজ যে ব্যাঘ্রের কবলে যাবে, একি আমি জানতুম না? আমি কি সত্য সত্যই তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে দিতুম। শুধু পরীক্ষা। আমি তোমাদের ভক্তি পরীক্ষা ক'রছিলুম। দেখছিলুম, আমার আদেশে তোমরা ব্রহ্মহত্যা ক'রতে অগ্রসর হও কি না। যখন হ'লে—তখন বুঝলুম—কি জান, তখন বুঝলুম—

বড়। আমরা সব এক এক জন নন্দী ভৃঙ্গী।

তিরু। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর। এখন নয়। কাশীবিজয়ের নিদর্শন পত্র আগে রাজা সুধাকণ্ঠকে আর রাজপুত্র কৃমিকণ্ঠকে দেখাই।

নেড়েলাইয়ের প্রবেশ।

নেড়ে। গুরুদেব! গুরুদেব! বড় শুভ সংবাদ।

যাদব। কি সংবাদ বৎস নেড়েলাই?

নেড়ে। রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে।

যাদব। আরে মূর্খাধম, এ শুভ সংবাদ কেমন ক'রে হ'ল! রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাকে আমার কাশী-বিজয় কথা শোনালে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। রাজকুমারীর অসুখে সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হ'য়ে গেল।

নেড়ে। না প্রভু, না—বড় শুভ। নানা দেশ থেকে রোজা এসে রাজকুমারীর চিকিৎসা করেছে। কেউ সে ভূত তাড়াতে পারে নি। রাজা প্রিয়-কন্যার রোগ-মুক্তির জন্য লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা ক'রেছেন। এখন ভূত ব'লছে যে, সে আপনার চরণ দর্শন না ক'রে যাবে না।

যাদব। প্রিয় নেড়ু, এ কথা তোমাকে কে ব'ললে?

নেড়ে। কূপে জল আনতে এ কথা শুনেছি। আপনার প্রতিবেশিনীরে জল নিতে এসে বলাবলি ক'রছিল। রাজ-অনুচর আপনার বাড়ীতে এসেছিল। কাল প্রাতঃকালে আপনার অনুসন্ধানে রাজবাটী থেকে লোক বেরুবে।

যাদব। আমার চরণ-দর্শন?

নেড়ে। ভূত সশিষ্য আপনাকে দেখতে চায়।

যাদব। বড়্ বড়্! আর কেন—তল্পী ওঠাও—শিবোঽহং—শিবোঽহং।
—ও কে আস্‌ছে দেখ ত হে!—কে ও—দাশরথি?

দাশ। তাই ত—আচার্য্য! এই আসছেন?

যাদব। এইমাত্র—এসে বিশ্রামের জন্য একটু বসেছি।

দাশ। খুব এসে পড়েছেন। রাজা আপনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

যাদব। একেবারে ব্যাকুল?

দাশ। বারংবার আজ আপনার গৃহে লোক পাঠিয়েছেন। আজ আপনি না এলে, কাল রাজবাড়ী থেকে লোক আপনাকে আনতে কাশী পর্য্যন্ত ছুট্‌তো।

যাদব। কেন হে—কারণ জান কি?

দাশ। শুনলুম, রাজকুমারী নাকি ভূতগ্রস্তা হয়েছেন। ভূত আপনাকে না দেখে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না।

যাদব। বড়্—বড়্—আর কেন—তল্পী—তোল।

তিরু। কেমন গুরুদেব, বলেছি না ঢাক বাজলো!

সকলে। এইখান থেকেই বাজে!

দাশ। যাক্, আপনি যে সুস্থ-দেহে ফিরে এসেছেন, এই আমাদের পরম ভাগ্য!

যাদব। সুস্থ-দেহে—সুস্থ-দেহে—দাশরথি! (ক্রন্দনের সুরে) বক্ষে দারুণ বেদনা—(সকলের ক্রন্দনের সুর)

দাশ। কি হয়েছে—কি হয়েছে প্রভু!

যাদব। বলতে—বলতে—বুক ফেটে যাচ্ছে! রত্ন—রত্ন—রত্ন পথে হারিয়ে এসেছি।

সকলে। রত্ন - রত্ন—কৌস্তুভ-মণি—কৃষ্ণের বক্ষের ধন—কৃষ্ণের কাছে ফিরে গেছে।

দাশ। স্পষ্ট ক'রে বলুন আচার্য্য, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

যাদব। তবে কিনা—কেউ কারো নয়।

সকলে। কেউ কারো নয়।

যাদব। রামানুজ—রামানুজ—

দাশ। মামা? তাঁর কি হ'য়েছে?

যাদব। পথে—গোণ্ডারণ্যে—ব্যাঘ্রে—যা ভয় ক'রেছিলুম—দাশরথি!—ভক্ষণ ক'রেছে।

দাশ। (হাস্য) মামা যে অনেক কাল চলে এসেছেন—

যাদব। য়্যাঁ,—এসেছে? বেঁচে?

সকলে। (পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ) বেঁচে?

দাশ। অনেক দিন—সে আজ কি! তবে দুঃখের কথা আচার্য্য, মাতুলের মাতৃ-বিয়োগ হ'য়েছে। নারায়ণ তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে, মায়ের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হ'ত না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। তিনি সুস্থ আছেন। এখন ঘরে টোল ক'রে ছাত্র পড়াচ্ছেন।

যাদব। হুঁ! বড়ু, তল্‌পী উঠাও।

দাশ। আপনারা অগ্রসর হন। আমি কূপ থেকে জল নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করছি। [প্রস্থান।

তিরু। গুরুদেব! ঢাক যে ঢেব-ঢেবে মেরে গেল!

সকলে। বাজলো না—ঢেব-ঢেবে মেরে গেল।

যাদব। ঢেব-ঢেবে মারবে কিরে মূর্খ! ভৈরব আরাবে বাজবে। শিবোহহং। দুরাত্মা ব্যাঘ্র আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে। পরশুরাম যেমন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছিলেন, আমিও তেমনি তাকে

নির্ব্যাত্রা করব। তবে আমার নাম যাদবপ্রকাশ শর্ম্মা। তল্পী উঠাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

দীপ্তিমতী ও জমাম্বা।

জমাম্বা। কি যে ক'রব, কিছুই যে বুঝতে পারছি না মাসী-মা!

দীপ্তি। বোকা মেয়ে, আলগা দিয়ে থাকলে ত চলবে না। যখন শাশুড়ী ছিল, তখন তোমার চুপ ক'রে থাকা চলতো। এখন তুমি নিজে গিন্নী। সংসারের মধ্যে ত দু'জন—স্বামী আর স্ত্রী। চুপ থেকো না মা, চুপ থেকো না। একটু কড়া হও। এখন রামানুজের উপর নজর তোমাকেই রাখ্‌তে হবে।

জমাম্বা। কড়া আর কি ক'রে হ'ব মাসী-মা। আজকাল দেখছি ওঁর মেজাজ ঠিক নেই। কেমন একরকম হ'য়ে গেছেন। টোল এক রকম তুলেই দিয়েছেন। কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছেন দেখ্‌তে পাই। এই সেদিন আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরুলেন, একবারে দশ দিন নিরুদ্দেশ। শুনলুম, যামুনাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে শ্রীরঙ্গমে গেছলেন। সবে কাল রাত্রে ফিরে এসেছেন। আজ সকালে আবার সেই আসি ব'লে বেরিয়েছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই।

দীপ্তি। দীক্ষা-গ্রহণ কি করা হ'য়েছে?

জমাম্বা। শুনলুম, তিনি শ্রীরঙ্গমে পৌছিবার একটু পূর্ব্বেই যামুনাচার্য্য

দেহ-ত্যাগ করেন। আর তিনি তাঁহার দেহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনটা বিষম পণ ক'রে এসেছেন।

দীপ্তি। কি পণ ক'রেছে?

জমাম্বা। প্রথম পণ, চিরদিন বৈষ্ণব-মতে থেকে যত অজ্ঞানী লোককে নারায়ণের শরণাপন্ন ক'রে রক্ষা ক'র্‌বেন। দ্বিতীয় পণ, লোকের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য লিখ্‌বেন। তৃতীয় পণ, বেদব্যাস মুনির বৈষ্ণবপুরাণ রচণার ঋণ শোধের জন্য একটী বৈষ্ণব বালকের মুনির নামে নামকরণ ক'রবেন। শুনলুম, এই পণের কথা শুনে যামুনাচার্য্যের দেহ-ত্যাগের সময় তাঁর যে তিনটা আঙ্গুল বেঁকে গিয়েছিল, সে তিনটা আবার সোজা হ'য়ে গেছে।

দীপ্তি। তাইত বউ-মা, তাহ'লে ত রামানুজকে ঘরে ধ'রে রাখা শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নেপথ্যে নারা। মা ঘরে আছ?

জমাম্বা। আছি বাবা।

দীপ্তি। ও আবার কে?

জমাম্বা। ও এক গয়লার ছেলে, এ দশ দিন ওই ত আমাকে আগ্‌লে আছে।

দীপ্তি। ওকে পেলে কোথা?

জমাম্বা। যে দিন তিনি চলে যান, সেদিন রাত্রে ভয়ানক দুর্য্যোগ। আমি একলা ঘরে ভেবেই অস্থির। এমন সময় কোথা থেকে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ও এসে উপস্থিত। বল্‌লে, "আমার ঘর পুনামেলিতে, যেখানে কাঞ্চিপূর্ণ বাবাজীর জন্মস্থান।" আমার তখন যে অবস্থা, তাতে আমার বোধ হ'য়েছিল, যেন স্বয়ং নারায়ণ গোপাল-বেশে আমাকে রক্ষা করতে এসেছেন। বেশী আর কি বল্‌ব মাসি-মা, ও যদি নাচে গানে

আর কথায় এ দশ দিন আমাকে ভুলিয়ে না রাখত, তাহ'লে আমি ম'রে যেতুম।

নারায়ণের প্রবেশ।

গীত।

প্রেমের ভিখারী আমি ফিরি নগরে।
যে আমারে ভালবাসে ভাল সে যে বাসে তারে।
প্রেমেতে জগৎ বেঁধে আমি ফিরি প্রেম সেধে।
যে আমার তরে বেড়ায় কেঁদে
আমি কেঁদে বেড়াই তার তরে॥

জগদম্বা। আজ আমাকে না ব'লে চলে গেলি কেন বল্?

নারা। তুমি কি আমায় থাকতে বলেছিলে? সেদিন রাত্তিরে দুর্য্যোগ দেখে এলুম। বাড়ীতে আশ্রয় দিলে রইলুম। কাল রাত্রে বাবাঠাকুরও এলো, তুমিও আমাকে ভুলে গেলে। আমিও সুযোগ দেখলুম, চলে গেলুম। থাকতে বলতে, তাহ'লে না হয় থাকা যেতো।

জগদম্বা। তুই ঘুমুচ্ছিস দেখে উঠে গেলুম, কেমন ক'রে তোকে বলব?

নারা। ওমা! মা যে বেশ তামাসা ক'রতে জানে গো! সারারাত্রি জেগে রইলুম, তখন বলবার সময় হ'ল না। আর যেই একটু সকাল-বেলায় ঘুমিয়েছি, অমনি তোমার বলবার সময় হ'ল!

জগদম্বা। বেশত বাপ্, আজকে থাক্।

নারা। আজ! ও বাবা!

দীপ্তি। ও বাবা কেন—থেকে যা।

নারা। আজ কেমন ক'রে থাকব!

দীপ্তি। কেন, থাকতে বাধা কি ?

নারা। কিছু যখন খাবনা, তখন থেকে কি ক'রব ?

দীপ্তি। খাবিনি কেন ?

নারা। সকালে একপেট খাওয়া হ'য়ে গেছে। সারাদিনের মত খেয়েছি—পেট হাঁসফাঁস ক'রছে।

দীপ্তি। এত সকালে তোকে খেতে দিলে কে ?

নারা। তুমি বুঝবে না। মা! তোমার বাড়ীথেকে বেরুতে নাবেরুতেই বুড়ো কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে দেখা।

জমাম্বা। ও বুঝতে পেরেছি, বুড়ো তোমাকে গাল দিয়েছে।

নারা। গাল ব'লে গাল—কেবল বলে, চোর। হাঁ মা, এতদিন তোমার ঘরে রইলুম, তোমার কি চুরি ক'রে নিয়ে গেছি ?

জমাম্বা। কিছু ত নাওনি বাপ্, তুমি থাক।

নারা। উঁহু! আজ ত থাকতে পারবই না। সেই বুড়ো যে এখানে আসছে! বাবাঠাকুর তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সেই জন্যই ত এত তরিতরকারি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়েছে।

দীপ্তি। তোর বাবাঠাকুর গেল কোথায় ?

নারা। রাজার বাড়ীতে তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

জমাম্বা। ওমা সেকি!

দীপ্তি। ধ'রে নিয়ে গেল কি ?

নারা। শুধু! পেয়াদা দিয়ে।

জমাম্বা। ও মাসী-মা! কি হবে ?

দীপ্তি। কি জন্য ধ'রে নিয়ে গেল ?

নারা। মেরেফেলবার জন্য—আবার কিসের জন্য।

জমাম্বা। ও মাসী-মা! কি হবে ?

গোবিন্দের প্রবেশ।

দীপ্তি। এই যে গোবিন্দ, তোমার দাদাকে রাজবাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গেল কেন ?

গোবিন্দ। কে ব'ললে ?

দীপ্তি। এই গয়লা ছোঁড়া ব'লছে।

গোবিন্দ। ওরে বেটা বদমাস, তুমি এখানে এসে হৈ চৈ লাগিয়েছ ? বেরো বেটা এখনি বেরো।

জগাম্বা। কি হ'য়েছে গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। কি হবে ? রাজকুমারী ভূতগ্রস্তা হ'য়েছে ব'লে চিকিৎসার জন্ম রাজা যাদবাচার্য্যকে ডাকিয়েছেন। আর দাদাকেও নাকি সেইজন্য ডাক পড়েছে। পেয়াদা বাড়ীতে আসতে আসতে পথে তার দাদার সঙ্গে দেখা। পেয়াদা তাঁকে তখনই যাবার জন্ম অনুরোধ ক'রেছিল। এই ছোঁড়া সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই এর হাতে হাটের সামগ্রী দিয়ে, এখানে পাঠিয়ে তিনি রাজবাড়ীতে চলে গেছেন।

দীপ্তি। তাই বল। ছোঁড়া একেবারে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বেরো হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। তামাসা কর্‌বার আর লোক পাওনি ?

নারা। কি মা, যাব ?

দীপ্তি। মা কি ব'লবে—চলে যা ছোঁড়া, চলে যা! নইলে কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

নারা। কি গো মা, যাব ?

জগাম্বা। আহা বাছা থাক্ না!

গোবিন্দ। থাকবে কি বৌদিদি! ও দেখতে ওইটুকু ছোঁড়া—কিন্তু চোরের শিরোমণি। কাঞ্চিপূর্ণ বাবাজী বললেন—ওকে যেন ঘরে

ঢুকতে দেওয়া না হয়। ঢুকলে একদিনে ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বস্ব চুরি ক'রবে।

নারা। দেখ গো, আমায় গাল দিচ্ছে!

গোবিন্দ। তবে রে বেটা, মুখের কথাতে তুমি একান্তই যাবে না।

নারা। যাচ্ছি—আপাততঃ যাচ্ছি। সে যখন তাড়িয়ে দিলে না, তখন একেবারে যাচ্ছিনা। এই বেটাবেটিরে যখন না থাকবে—তখন—দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

জমাম্বা। দিনের বেলায় আমাদের সুমুখে ও কি চুরি ক'রত!

গোবিন্দ। বাবাজী বলেছে, ওকে যদি বাড়ীতে রাখতে চাও ত বুঝে রাখবে। যদি সর্ব্বস্ব চুরি যায়, তখন তাকে দোষী করতে পারবে না।

জমাম্বা। আমার কি আছে, তা চুরি যাবে?

গোবিন্দ। যা আছে, তাই যাবে।

দীপ্তি। সে কি বৌ-মা, শাশুড়ী কি তোমাকে একখানাও অলঙ্কার দেয় নি?

গোবিন্দ। তাই যাবে। কোন ফাঁকে চুরি করবে তা জানতে পারবে না। বাবাজী বলে, "ওই ছোঁড়া আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেছে বলেই ত আমি পথের ভিখারী হয়েছি।" দেখতে ছোঁড়া এতটুকু, কিন্তু ওর বয়সের অন্ত নেই।

জমাম্বা। ছেলেটী বললে তোমার দাদা বাবাজীকে নিমন্ত্রণ করেছে।

গোবিন্দ। হাঁ নিমন্ত্রণ ক'রেছেন—আর সেইজন্ত তোমাকে যত্নসহকারে নানা প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করতে বলেছেন।

দীপ্তি। ভ্যালা আপদ! আবার বাবাজী জোটায় কেন রে বাপু! তার মতলবটা কি বল্ দেখি গোবিন্দ?

গোবিন্দ। তা আমি কি জানি।

জমাদার। গোবিন্দ কি জানবে—তাঁর মতলব তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তাই কি বুঝতে পেরেছে! নাও চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানমধ্যস্থ বাটী।

কৃমিকণ্ঠ যাদবপ্রকাশ ও শিষ্যগণ।

কৃমি। কোথা থেকে এ উৎপাত এলো আচার্য্য?

যাদব। এ সব উৎপাত ত আপনার পিতা নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। যখন দেশে বৈষ্ণব বেটাদের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, তখন এ সকল উৎপাত যে আসবে এ ত জানা কথা। শুধু কি এই উৎপাত—আরও কত রকমের উৎপাত আসবে। সবে ত একটা ব্রহ্মরাক্ষস এসেছে। এখনও যোগিনী, শঙ্খিনী, ডাকিনী—সব 'ইনীর' দল আসেনি। তারা এলে রাজবাড়ী ছারখার করে দেবে।

কৃমি। ওরে বাবা! আবার আসবে! এই এক উৎপাতেই বাড়ীতে কেউ টেঁকতে পারছে না—আবার আসবে?

যাদব। আসবে না? আমি যাদবাচার্য্য, স্বয়ং বিশ্বনাথ আমাকে সম্ভ্রম দেখিয়েছেন। দর্শনমাত্রেই অনাদি-লিঙ্গ নড়ে উঠেছেন। সেই আমাকে আপনার পিতার রাজ্যে বৈষ্ণব বেটারা তাচ্ছিল্য করে!

কৃমি। এক ধার থেকে বেটাদের কাটতে সুরু ক'রে দেব। একবার সিংহাসনে বসতে পেলে হয়।

যাদব। সে বেটা ভূত তা বিলক্ষণ জানে। তাই আপনার উপর তার মর্ম্মান্তিক রাগ।

কৃমি। তাড়াও—আচার্য্য তাড়াও। দেশের সমস্ত রোজা হার মেনে গেছে। সকলেই বলে "এ ব্রহ্মরাক্ষস। একে তাড়ানো আমাদের ক্ষমতা নয়।"

বড়। ব্রহ্মরাক্ষস তাড়ানো কি যে সে রোজার কাজ। সে কাজ পারেন এক গুরুদেব।

কৃমি। তাড়াও আচার্য্য। বেটার ব্রহ্মরাক্ষসের ভয়ে আজ একমাস আমার পেটে অন্নজল নেই। দিদি আমার বড়ই ঠাণ্ডা মেয়ে ছিল—আর আমাকে বড় ভাল বাসতো। সে ভিটকিলিমি ক'র্‌ছে মনে ক'রে যেমন আমি তাকে শাসাতে গেছি, অমনি সে জানালা থেকে পট ক'রে একটা লোহার গরাদে ভেঙে ফেল্‌লে! এতখানি মোটা লোহা আচার্য্য, এই থামের মত মোটা লোহা—দশটা পালোয়ানে ভাঙতে পারে না। ভেঙেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে ছুঁড়ে। লাগলে সেইদিনেই ভবলীলা সাঙ্গ হ'য়ে গিছল।

যাদব। কিছু ভয় নেই রাজকুমার! পাহাড় উলটে ফেলে দিতে পারে, এমন অনেক ব্রহ্মরাক্ষসকে আমি এক ফুৎকারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনি কেবল একটা প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই। অর্থ চাই না যুবরাজ! অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ আমি। আমি ধর্ম্মের রক্ষা চাই। দ্বৈতবাদী পাষণ্ডদের আমি চোলরাজ্য থেকে সমূলে উচ্ছেদ চাই।

কৃমি। উচ্ছেদ কর্‌বো—কর্‌বো—কর্‌বো। বজ্জ্বম বেটাদের একেবারে দেশ ছাড়া ক'রে দেব।

যাদব। আমার একটা ছাত্রের মাথা বেটারা এমন খারাপ ক'রে দিয়েছে যে, সে এখন যাদবীয় সিদ্ধান্তেরই প্রতিবাদ কর্‌তে আসে।

রুমি। তাকে যে শাস্তি দিতে বলবে, তাই দেব।

যাদব। তা হ'লে আর দেরি কেন—আপনার দিদিকে আনাবার ব্যবস্থা করুন।

রুমি। এইখানেই আনাবো?

যাদব। এই বাগানেই যখন তাকে ভূতাশ্রয় ক'রেছে, তখন এইখানেই তার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ব্রহ্মরাক্ষস বাগানের ওই অশ্বথ গাছে আশ্রয় ক'রেছিল।

রুমি। শালার অশথগাছ কাটিয়ে দেব না কি?

যাদব। এখন? আগে ভূতকে গাছে ওঠাই, তারপর। এখন কাটলে আপনার ভগিনীর ঘাড় ছেড়ে বেটা উঠবে কোথায়?

রুমি। তা বটে তা বটে! আমি অতটা বুঝতে পারিনি। তাহ'লে তাকে আনাতে চললুম। কিন্তু দেখ আচার্য্য, আমি থাকব না।

যাদব। ভয় কি? আমি যখন থাকব, তখন কিসের ভয়?

রুমি। না বাবা, আমার ওপর তার যে রাগ, ছেড়ে যাবার সময় অশথ গাছের ডালটা ভেঙে বেটা আমার মাথায় ফেলে দিয়ে যাবে। আমি আড়াল থেকে দেখব।

যাদব। বেশ তাই!

[রুমিকণ্ঠের প্রস্থান।

বড়। এ রাজা হ'লে আমাদের পোয়াবারো।

যাদব। তাতে আর কথা আছে? কিন্তু বুড়ো রাজা বেটা যে মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে এসেছে—কিছুতেই মর্‌তে চায় না!

নেপথ্যে। যাদব এসেছিস্? তোকেই আমি খুঁজছিলুম।

বড়। ও গুরুদেব! এ যে আপনাকে খোঁজে।

যাদব। খুঁজুক না। তুই হতভাগা বোস্। (ভূমিতে রেখাপাত)

রাজপুরোহিত, মন্ত্রী, পারিষদ্ ও সহচরী-বেষ্টিতা রাজকুমারীর প্রবেশ।

১ম-সহ। কি হ'ল বাবা-ঠাকুর! আমাদের সোণার রাজকন্যার একি হ'ল বাবা-ঠাকুর!

যাদব। তোরা সব ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়া।

১ম-সহ। বাঁচাও বাবা-ঠাকুর, বাঁচাও। (রাজকুমারীর মস্তক সঞ্চালনাদি মত্ততার ভাব প্রদর্শন) এই দেখ বাবা, দিদিরাণী কি ক'রছে।

যাদব। দেখেছি—দেখেছি।

রাজ-পুরো। আরে মর্, তোরা সব সরে দাঁড়ানা—উনি সব দেখতে পাচ্ছেন।

যাদব। নে ওইখানে বস্।

রাজ-কুমারী। কোথায়?

যাদব। ওই যে যমের ঘর—দেখতে পাচ্ছিস্ না? (মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ)।

রাজ-কুমারী। এই গণ্ডীর ভিতর? গণ্ডীং গণ্ডীং বসয়। (উপবেশন)

রাজ-পুরো। দেখলেন মন্ত্রী, আজও পর্য্যন্ত কেউ ওকে বসাতে পারে নি

মন্ত্রী। সে ত আমিও দেখছি। আপনিও চুপ করুন।

যাদব। কে তুই?

রাজ-কুমারী। চিনে নাও।

যাদব। বল্‌বিনি?

রাজ-পুরো। আমাকে বলেছিল, ব্রহ্মরাক্ষস।

যাদব। আপনি একটু চুপ করুন।—বল্‌বিনি?

রাজ-কুমারী। তানা-না-না—ত্রিম-তাদেরে-নাদেরে-না।

যাদব। বটে! (সর্ষপ মন্ত্রপূত করিয়া রাজকুমারীর অঙ্গে নিক্ষেপ)

রাজ-কুমারী। উঃ! গেছি, গেছি, গেছি, গেছি।

যাদব। বল্ কে।

রাজ-কুমারী। বল্‌ছি-বল্‌ছি—ছাঁড়ো-ছাঁড়ো।

যাদব। বল্, নইলে শাস্তির হ'য়েছে কি?

রাজ-কুমারী। তোমার বাবা।

রাজ-পুরো। এবারে পরিচয় বদলেছে।

বড়। আঃ! চুপ্ কর না ঠাকুর! উনি কি ক'রছেন দেখ না।

যাদব। আমার বাবা? (মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্ষপ নিক্ষেপ)

রাজ-কুমারী। যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি—

যাদব। অমনি অমনি যাবি কি—পরিচয় দিয়ে যা। বল্ তুই কে।

রাজ-কুমারী। এই যে বল্‌লুম। তুমি 'শিবোঽহং', আর আমি তোমার বাবা 'সোঽহং'।

যাদব। বুঝলে রাজপুরোহিত, বেটা কি বল্‌লে?

রাজ-পুরো। বুঝেছি আপনি হ'লেন শিব আর ও হ'ল ব্রহ্ম।

রাজ-কুমারী। অহং ব্রহ্মাস্মি—তবে তাতে কিঞ্চিৎ রাক্ষসের যোগ আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মরাক্ষস। যারা কাম-কাঞ্চনের লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারেনি, ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ কর্‌তে পারেনি, অথচ শুধু শাস্ত্র প'ড়ে প্রচণ্ড দম্ভে বলে 'সোঽহং', এমন সাধনাবিহীন লোক ম'লে যা হয়, আমি তাই। তুমিও ম'লে যা হবে, আমিও তাই। আমি আগে ভূত হয়েছি—কাজেই তোমার বাবা।

যাদব। কেন তুই একে আশ্রয় ক'রেছিস্?

রাজ-কুমারী। সে অনেক কথা। তবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতেরও ইচ্ছা ছিল।

যাদব। তাহ'লে রাজ-কুমারীকে তুই সহজে ছাড়বি নি ?

রাজ-কুমারী। তেরে নারে—তেরে নারে।

যাদব। দূর তোর 'তেরে নারে'। তুই কত বড় ব্রহ্ম-রাক্ষস একবার দেখে নিচ্ছি। সে ত তিরু ব্রহ্মাস্ত্র। (শুঁড়া লইয়া রাজ-কুমারীর নাকের কাছে ধরিয়া) হিলি-হিলি-হুঁ-ক্রোং-মারয় মারয় কিলয়-কিলয়—

রাজ-কুমারী। ফট্—

যাদব। (স্বগতঃ) তবেই ত সর্ব্বনাশ! আমার বিদ্যে-বুদ্ধি যা ছিল, সব ত ফুরুলো !

রাজ-কুমারী। কি হে যাদব, মাথা হেঁট ক'রলে যে! বুঝতে পারছ, তোমার মন্ত্র এখানে কোনও ফল প্রসব করবে না। (অন্তরালে কৃমি-কণ্ঠের অবস্থান) কি রে কৃমিকণ্ঠ! পিছন থেকে উঁকি মারছিস্? মনে ক'রেছিস্, আমার পিছনে চোক নেই ? খেলুম—খেলুম—কড়মড়িয়ে তোর মাথা এইবারে চিবিয়ে খেলুম। কট্ কট্ কট্ কট্—দাঁত সড়্ সড়্—

কৃমি। বাপ—খেলে—খেলে। (পলায়ন)

রাজ-কুমারী। কেন মিছে কষ্ট ক'রছ, তুমি আমার অপেক্ষা হীনবল আমার স্থান-চ্যুত করা তোমার সাধ্য নাই। ভণ্ড! কাশী থেকে নিদর্শন-পত্র এনেছ ব'লে রাজা তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারে। এই সব অজ্ঞ রাজপুরুষরা তোমাকে একটা বিরাট বস্তু মনে ক'রতে পারে কিন্তু যে তোমার অন্তর দেখতে পাচ্ছে—সে তোমাকে গ্রাহ্য ক'রবে কেন ? সশিষ্য যাদব! গোণ্ডারণ্যের বিস্তাটা কি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ ক'রব ? কি তিরু, বড়ু, নেড়ু—সেই গাছতলার কথাটা ব'লব ?

যাদব। য়্যাঁ—য়্যাঁ—

রাজ-কুমারী। ব'স—ব'স—উঠছ কেন যাদব। এখন বুঝতে পারছ, আমি কে? আমি কি তোমার ভয়ে এই সুখস্পর্শা কোমলাঙ্গী রাজ-কুমারীর দেহ ছেড়ে চলে যাব?

যাদব। আপনি কে মহাপুরুষ?

রাজ-কুমারী। মহাপুরুষ যে সে কি ম'রে ব্রহ্মরাক্ষস হয়! আমি ছিলুম এক নরাধম। তোমার মত আমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলুম। শুধু তাই নয়—আমার অনেক রকম সিদ্ধাই ছিল। ছিল যে, তার প্রমাণ বোধ হয় পাচ্ছ? কিন্তু সে সব থেকে হ'ল কি! এই তোমারই মত শাস্ত্রের কদর্থ ক'রে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করতুম। কথাটা বুঝতে পেরেছ যাদব? তুমি যে জন্য কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলে—বল্‌বো? হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙব?

যাদব। দোহাই প্রভু! এ অধমকে রক্ষা করুন।

রাজ-কুমারী। তার ফল হ'ল কি যাদব—সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে, সিদ্ধাই লাভ ক'রেও হ'ল কি যাদব? ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতারণার ফলে ম'রে এই ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছি। শিবোঽহংই হও, আর পণ্ডিতদের নিদর্শনে দ্বিতীয় শঙ্করই হও—ম'লে হয় রুদ্রপিশাচ, না হয় আমার মত ব্রহ্মরাক্ষস।

যাদব। আমি আপনার শরণাপন্ন—আমাকে রক্ষা করুন।

সুধাকণ্ঠের প্রবেশ।

সুধা। কি হ'ল আচার্য্য? ছাড়াতে পারলেন না?

রাজ-পুরো। চুপ করুন মহারাজ! ব্যাপার কঠিন। আচার্য্য মাথা হেঁট ক'রেছে।

রাজ-কুমারী। হাঃ হাঃ—আমি রক্ষা ক'রব! আমাকেই কে রক্ষা করে?

আছে আছে—অভাগ্য যাদব! চিনতে পারনি—ওই ওই—রক্ষাকর্ত্তা তোমারও (রামানুজের প্রবেশ) আমারও—ওই! বিস্তৃত ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রতিভাদেবীর আরাম-ভূমি, আজানুলম্বিত বাহু, যৌবনোদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম-স্বরূপ, মাধুর্য্যের নিলয়—মহাপুরুষ! এস এস শ্রীভগবানের দাস্যবিগ্রহ—ভগবান এস—এই অধম প্রেতকে মুক্ত কর।

রামা। একি মহারাজ! বিনা অপরাধে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রতে আদেশ দিয়েছেন কেন?

রাজ-কুমারী। এই আমার জন্য, আমার জন্য। এই হতভাগ্যের জন্য নারায়ণকে আজ বন্দী হ'তে হ'য়েছে।

রামা। কে আপনি দেবি?

রাজ-কুমারী। দেবী নই প্রভু, ভূত। আমি আপনার পদধূলি পাবার জন্য এই রাজকুমারীকে আশ্রয় ক'রে আছি।

রামা। সে কি, ভূতযোনি? এখনি জননীকে পরিত্যাগ কর।

রাজ-কুমারী। মাথায় পদধূলি দিন। নইলে আমি ত্যাগ ক'র্ব না। অধীনের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

রামা। গুরু! আদেশ করুন তব দাসে।
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি
যদ্যপি জননী-সমা রাজকন্যা শিরে
পাদ স্পর্শ করি আমি,
পাপাশ্রয় করিবে না মোরে।

যাদব। সুস্থমনে দিলাম সম্মতি প্রিয়তম,
রক্ষা কর রাজ-তনয়ারে।

রামা। যাও প্রেত! শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরিয়া

এ পবিত্র নারীদেহ কর পরিত্যাগ।
ত্যাগ-সনে প্রেততত্ত্বের হউক মোচন।
কৃষ্ণনামে নিজকর্ম্ম দাও আচ্ছাদন,
বৈকুণ্ঠ সম্ভোগ হ'ক্ সুলভ তোমার।

রাজ-কুমারী। গুরুদেব! অগতির গতি
শ্রীপদ-পঙ্কজ দানে
কৃতকৃত্য করিলে এ দাসে।
বিদায়—বিদায়—
অপরাধ যা করেছি তোমাদের পায়—
রাজন্, সজ্জন, সভাজন,
আমার গুরুর গুরু আচার্য্য প্রধান!—
ভিক্ষা মাগি ক্ষমা কর মোরে।

রামা। প্রস্থানের কালে, দেখাও সকলে
এদেহ ত্যাগের নিদর্শন

রাজ-কুমারী। কি দেখাব, কর আজ্ঞা প্রভু!

রামা। ভয়ঙ্কর অশ্বথের—শাখা সুবিশাল।

রাজ-কুমারী। এ কি এ কোথায় আমি?

সুধা। এস মা, আমার সাথে এস।
সম্মুখে ব্রাহ্মণ নারায়ণ—
ভক্তিভরে এ সবারে করহ প্রণাম।
দ্বিজবর! চিরজীবী করিলে আমারে।

রামা। গুরু আশীর্ব্বাদ—নারায়ণ।
ঋণী তুমি তাঁর কাছে মহাত্মন!

সুধা। বুঝিতে না পারি কেবা তুমি!

দেব তোমা বলে নারায়ণ, অন্ধ এ নয়ন
দেখিতে জানিনা দয়াময়।
লহ এই উপায়ন সমুদয়—
এ সকলে তব অধিকার।
এ সমস্ত লহ তুলে লক্ষ-মুদ্রা সনে।

রামা। অর্পণ করুন সর্ব্ব গুরুর চরণে॥

চতুর্থ দৃশ্য।

বরদরাজের গর্ভ-মন্দির।

কাঞ্চিপূর্ণ ও নারায়ণ।

কাঞ্চি। হাঁরে দুষ্ট, তোর ব্যাপারটা কি বল্ দেখি! আমার কাছে মার না খেয়ে তুই ছাড়বি নি?

নারা। কি ক'রেছি দাদা?

কাঞ্চি। কি ক'রেছ? কপট! তুমি তাহ'লে কিছু জান না? আমাকে দিন দিন ক'রে তুললি কি বল্ দেখি! তোর এ কি রকম ব্যবহার! আমি কোথায় তোর আর তোর ভক্তের দাস্য ক'রে জীবন অতিবাহিত করব, তা না ক'রে আমাকে একটা মহাপুরুষ ক'রে তুললি! সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার শ্রীমান রামানুজ, আমাকে কিনা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে!

নারা। সে কি অন্যায় ক'রেছে? দাদা! তোমার ঋণ কি রঘুকুলের কেউ কখন শুধতে পারবে?

কাঞ্চি। ও! বুঝতে পেরেছি, নিজের দুষ্ট-বুদ্ধিতে তাকে পরিপক্ক ক'রেছ?

নারা। আমিও বুঝতে পারছি, সে তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণাম ক'রতে এসেছিল, তুমি তাকে বাধা দিয়েছ। দাদা! রামানুজ তোমার পদে প্রণামের যে ক'টা বাকি রেখেছে, এই আমি সুদে আসলে তার সমস্ত প্রতিশোধ করি। (বারংবার প্রণাম)

কাঞ্চি। দেখ্ ছোঁড়া, এ রকম বাড়াবাড়ি ক'রলে, আমি এ স্থান ছেড়ে চলে যাব।

নারা। যাও না—তুমি গেলে কি আমার সেবা করবার লোক জুটবে না!

কাঞ্চি। তাই জুটিয়ে নে ভাই! একটা ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সেবক কর্। আমি তোর সেবাকে কোটী কোটী প্রণাম করি। তোর সেবার এমন বেয়াড়া ফল যে, আমি অধম শূদ্র—আমাকে স্পর্শ করলে, যে ব্রাহ্মণকে স্নান করতে হয়—সেই ব্রাহ্মণে আমাকে প্রণাম করতে এল! শুধু কি তাই! আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত হয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল।

নারা। তারপর?

কাঞ্চি। তারপর আবার কি! আমি কি তাকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেব? আমি কি এতই হীন হয়েছি! তোর কৃপায় তার মনোগত ভাব আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। রামানুজ যেমনি রাজ-বাড়ীতে চলে গেল, অমনি তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে মাকে বললুম। "মা! যা রেঁধেছ, সন্তানকে শিগ্‌গির দিয়ে দাও। আমি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে পারব না। শীঘ্র শীঘ্র আমাকে শ্রীমন্দিরে যেতে হবে। আমি নিজের উদর-ভরণের জন্য প্রভুর সেবার অবহেলা ক'রতে পারবো না।" পাছে অভ্যাগত বিমুখ হ'য়ে চলে যায়, এই ভয়ে মা আমাকে

পাতা পেতে খেতে বসালেন। দেখি, বেলা প্রথম প্রহরের ভিতরেই মা পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেছেন। সেই অমৃত-তুল্য অন্ন-ব্যঞ্জনে উদর পূর্ণ ক'রে, উচ্ছিষ্ট পাতা দূরে ফেলে, খাবার জায়গায় বেশ ক'রে গোবর দিলুম, তারপর মায়ের কাছে মুখ-শুদ্ধি নিলুম, তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রলুম, আর পাছে রামানুজের সঙ্গে পথে দেখা হয়, সেই ভয়ে খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

নারা। আর, আমিও অমনি সদর দোর দিয়ে ঢুকলুম।

কাঞ্চি। সেকি!

নারা! ঢুকেই বললুম, "মা! তোমার কথা ঠেলতে পারলুম না—পেসাদ পেতে ফিরে এলুম।" মা বললে—"তাহ'লে বোস্। একজন যখন খেয়ে গেছে—তখন তুইও খেয়ে নে।" আমি বললুম—"এরই মধ্যে আবার কে এসে খেয়ে গেল গো?" মা বললে—"কেন, তোদের সেই বুড়ো বাবাজী।" আমি বললুম—"মাগো! আমার খাওয়া হ'ল না।"—"কেন রে?"—"সে বাবাজী যে অধম শূদ্র—চণ্ডাল। আমি গয়লার ছেলে হয়ে তার খাওয়ার শেষ খাব?" মা বললে—"বলিস কি!" আমি বললুম—"আমি ত খাবই না। তুমি কি তোমার স্বামীকে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাওয়াবে?" মায়ের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। বললে—"তাই ত বাপ, তাহ'লে কি ক'রলুম! কি সর্ব্বনাশ ক'রলুম! একটি ঘর রান্না।" আমিও অমনি বললুম—"তোমার স্বামী নারায়ণ। এ ভূ-ভারতে তার তুল্য নেই। একঘর রান্না তোমার বড় হ'ল, না তোমার নারায়ণ-স্বামীর ধর্ম্ম বড় হ'ল।" বলবামাত্র, দাদা, তখনি ব্রাহ্মণী সেই সব অন্ন-ব্যঞ্জন একটা বুড়ীকে ডেকে দিলে। দিয়ে, ঘর ধুয়ে, হাঁড়ি ফেলে, আবার স্নান ক'রে রাঁধতে বসে গেল। আমিও অমনি তোমারই মতন খিড়কির দোর দিয়ে দে চম্পট।

কাঞ্চি। তাহ'লে গোল বাধিয়ে এসেছিস্?

নারা। নিশ্চয়—তাতে আর সন্দেহ আছে। এতক্ষণ স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বেধে গেছে।

কাঞ্চি। তাহ'লে ভাই, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে আর ঘরে থাকতে দিচ্ছিস্ না?

নারা। কেমন ক'রে দেবো দাদা! সমস্ত পৃথিবী যে হাঁ ক'রে তার মুখের পানে চেয়ে আছে।

কাঞ্চি। সতীর চোখ থেকে অবিরাম জল ফেলবার ব্যবস্থা ক'রলি। আর তাই করলি কিনা, আমাকে উপলক্ষ ক'রে। তোর যে এতদিন ধ'রে দাসত্ব ক'রলুম, এই বুঝি তার ফল পেলুম? আমি শূদ্র, আমা হ'তে ব্রাহ্মণ-কন্যার মনো-ব্যথা উৎপন্ন হবে!

নারা। কি ক'রব দাদা, তোমার অদৃষ্ট। আমি সুবিধামত লোক পেলুম না।

কাঞ্চি। বটে রে ধৃষ্ট! তবে শোন্, তোর সেবাতে যদি সামান্য মাত্রও অধিকার আমাকে দিয়ে থাকিস্, তাহ'লে বলি, তোকে নিজে কড়ায় গণ্ডায় সতী-রাণীর ঋণ শোধ দিতে হবে।

নারায়ণের গীত।

ঋণের বশে দীনের বেশে ভিক্ষা মাগি ঘরে ঘরে।
তবু ত ঘুচে না ঋণ সে প্রতিদিন যায় যে বেড়ে ভারে ভারে।
ঋণের ভয়েই যাওয়া আসা, ঋণ চিনেছে ভালবাসা,
ঋণের দায়ে বদ্ধ আমি চৌদ্দ পোয়ার কারাগারে।
ঋণের টানে রাখাল হই, নন্দের বোঝা মাথায় বই,
ঋণের তরে পাতালপুরে বাঁধা বলির নাচ-দুয়ারে।

কাঞ্চি। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা কে রোধ ক'রতে পারে?

পঞ্চম দৃশ্য।

রন্ধন-শালা।

রামানুজ ও জমাম্বা।

রামা। এত বেলা পর্য্যন্ত যে রাঁধছ জমাম্বা ?

জমাম্বা। কি করি, যা রাঁধলুম সব নষ্ট হ'য়ে গেল।

রামা। নষ্ট হ'য়ে গেল ?

জমাম্বা। গেল বইকি। নীচ শূদ্রে অন্নের অগ্রভাগ গ্রহণ ক'রেছে, সে অন্ন কি তোমাকে দিতে পারি, না আমিই খেতে পারি! একঘর রান্না ফেলে দিতে হ'ল।

রামা। মাঝখান থেকে শূদ্র কোথা থেকে এসে জুটল!

জমাম্বা। তুমিই জুটিয়েছ—আবার কোথা থেকে জুটবে।

রামা। আমি জুটিয়েছি!

জমাম্বা। আমার যেমন পোড়া অদৃষ্ট! এ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে তা ব'লতে পারছি না।

রামা। তোমার আক্ষেপের অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। ও! বুঝেছি। সেই গয়লা ছোঁড়া খেয়ে গেছে বুঝি ?

জমাম্বা। সে ত আমার বাপের ঠাকুর। চণ্ডাল—পেরিয়া—যার ছাওয়া মাড়ালে নাইতে হয়।

রামা। পাগলের মত এ সব কি ব'লছ জমাম্বা! চণ্ডাল আবার কাকে খেতে ব'লেছি! বেশ, তাই যদি জানলে ত তাকে অন্নের অগ্রভাগ দিতে গেলে কেন ? জান আমি আজ আমার গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি।

জমাম্বা। ও মা, কি ঘেন্না! কে গুরুদেব?

রামা। কে গুরুদেব কি! মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ এসেছিলেন নাকি?

জমাম্বা। মহাত্মাই এসেছিলেন।

রামা। য়্যাঁ! তাঁকে অপমান ক'রেছ নাকি জমাম্বা?

জমাম্বা। অপমান ক'রব কেন! তবে বৃদ্ধ অপমানের কাজ ক'রেছে।

রামা। ধিক্ মুগ্ধে! তোমার কোনও কার্য্যাকার্য্য বিচার নেই!

জমাম্বা। কেমন ক'রে বুঝলে বিচার নেই! শূদ্রের আহারের পর অন্ন ব্যঞ্জন তোমাকে খেতে দিইনি ব'লে?

রামা। তুমি কাঞ্চিপূর্ণের ন্যায় মহাত্মার প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার ক'রে অতি ক্ষুদ্র-চিত্তের কর্ম্ম ক'রেছ। যিনি বরদরাজ তুল্য তাকে তুমি শূদ্র ব'লে অশ্রদ্ধা ক'রলে!

জমাম্বা। বল কি! তোমার কথার যে রকম ভাব, তাতে বোধ হ'চ্ছে, তুমি উপস্থিত থাকলে, সেই 'মহাত্মা'র প্রসাদ খেয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে ক'রতে!

রামা। তাইত ক'রতুম জমাম্বা। তোমার বুদ্ধির দোষেই আমার অদৃষ্টে সে মহাত্মার প্রসাদ ঘটলো না।

জমাম্বা। তা হ'লে মুগ্ধ আমি নই—মুগ্ধ তুমি। কার্য্যাকার্য্যের বিচার আমার নেই নয়—তোমার নেই। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়ে তোমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরুলো!

রামা। হায়! আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন।

জমাম্বা। কেন—মনে আক্ষেপ থাকে কেন? মহাপুরুষকে আবার নিমন্ত্রণ ক'রে আনাও। এনে তার প্রসাদ পাও। তোমার বিদ্যাকে ধিক্, তোমার বুদ্ধিকেও ধিক্। একটা গয়লার ছেলেকে খেতে অনুরোধ ক'রেছিলুম। পেরিয়া আগে খেয়েছে ব'লে, ক্ষুধায় কাতর

হয়েও সে আমাদের অন্নগ্রহণ ক'রলে না। একটা গয়লার ছেলের যা বুদ্ধি আছে, তাও তোমার নেই! বৃদ্ধ বাবাজী যদি তোমার মত নির্ব্বোধ হ'ত, তা হ'লে আজ আমার কি সর্ব্বনাশই না হ'ত! প্রতিবাসীরা শুনলে একঘরে ক'রত, মাসী-মা হাতের জল ছুঁতো না, বাবা মা আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দিত না। সন্ন্যাসী হ'তে' একথা ব'লতে পারতে। গৃহস্থ তুমি, কোন সাহসে এরূপ কথা মুখে আন?

রামা। তাই হব জমাম্বা—সন্ন্যাসী হব।

জমাম্বা। সে তোমার ইচ্ছা।

রামা। বেশ, এখনি তুমি আমাকে বিদায় দাও।

জমাম্বা। বালাই, আমি তোমাকে বিদায় দিতে যাব কেন? স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। স্ত্রী কখন কি স্বামীকে ত্যাগ ক'রতে পারে? আমার অপরাধ দেখে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাও—সে স্বতন্ত্র কথা। তোমার মহাত্মা বাবাজীকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, আমার দোষ হ'য়েছে কি না। বাবাজী? না হনুমান? বৈরাগী হ'লে কি হবে, নীচজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়!

রামা। আর আমার সম্মুখে মহাপুরুষের নিন্দা ক'র না জমাম্বা।

জমাম্বা। চলে যাচ্ছ যে? খাবে না?

রামা। এখন ত নয়ই। এর পরে খাইকি না খাই বিবেচ্য। যেখানে সাধুর নিন্দা হয়, সেখানে জলগ্রহণ করতে নেই।

[প্রস্থান।

জমাম্বা। বুঝতে পারছি, তোমায় রাখতে পারব না। কিন্তু আমিও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা। নারীকে গৃহস্থ ধর্ম্ম কেমন ক'রে পালন ক'রতে হয়, পিতা আমাকে সমস্তই শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি

ধর্ম্মে পতিত হই, তবেই না তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পার! দেখি তুমি কি অছিলায় আমাকে ত্যাগ কর। আর কোন্ মহাত্মাই বা তোমাকে ত্যাগের বিধান দেয়।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। মামী-মা! মামী-মা! তোমার ঘরে অন্ন আছে?

জমাম্বা। আছে—কেন বল দেখি?

দাশ। একটী সন্ন্যাসিনী অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে একটী বৃক্ষ-মূলে প'ড়ে আছেন।

জমাম্বা। এখনি তাকে নিয়ে এস। তাঁকে ব'ল ভুক্তাবশেষ নয়। আমরা স্বামী স্ত্রীতে এখনও পর্য্যন্ত আহার করিনি। সদ্য প্রস্তুত অন্ন।

দাশ। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়—এখনও তোমাদের খাওয়া হয়নি?

জমাম্বা। সে কথা পরে ব'লব। তুমি আগে তাকে নিয়ে এস।

[দাশরথির প্রস্থান।

এস সন্ন্যাসিনী! আমারও আজ তোমার মত অবস্থা। তবে তুমি পথে বেরিয়েছ। আমি এখনও ঘরে আছি। না না—কই ঘর? যে অভাগিনী পতির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়, এ পৃথিবীতে তার আশ্রয় কোথায়? আমার মাথার উপরের এই আচ্ছাদন শূন্যের আকার ধারণ করেছে। এই আচ্ছাদনতলে বিরাট-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি যেন আশ্রয়হীনার মত বসে আছি। এস সন্ন্যাসিনী এস—একটি সমবেদনার সঙ্গিনীর মুখ দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমি তোমাকে আশ্রয় দেবার অভিমান রাখিনি—আমাকে আশ্রয় দেবে তুমি।

অণ্ডালকে সঙ্গে লইয়া দাশরথির পুনঃপ্রবেশ।

দাশ। আসুন মা! আগে জীবনরক্ষা করুন। সুস্থ হ'য়ে, যেথানে আপনার মানস, যাবেন।

জমাম্বা। এস মা—এস। সন্ন্যাসিনী ব'লছিলে যে দাশরথী! এ যে দেখছি কার ভাগ্যলক্ষ্মী! তাইত মা! এখনও যে তোমার মুখে সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান হ'য়ে খেলা ক'রছে! তাহ'লে এ গৈরিকবেশে কি লীলা ক'রতে পথে বেরিয়েছ মা-লক্ষ্মী! এস মা—এস।

দাশ। মায়ের স্বামী মাকে বনে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন।

জমাম্বা। বেশ, বেশ—এস সমবেদনার সখী, ঘরে এস।

অণ্ডাল। মা! আমার যে বলবার্ ঢের কথা আছে।

জমাম্বা। এর পরে ব'ল মা। তোমাকে দেখে বোধ হ'চ্ছে দু'তিন দিন তোমার পেটে অন্নজল পড়েনি। আগে জীবনরক্ষা কর, তারপর যা বলবার ব'ল মা; আমিও নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুনবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

কাঞ্চিপূর্ণ ও কুরেশ।

কাঞ্চি। যাও বিপ্র! পতিব্রতা পত্নীরে ত্যজিয়া
তমোময় বনপথে দস্যুর সম্মুখে,
নারীহত্যা তুল্য পাপে পাপী আজি তুমি।
যাও, আগে তাঁর করহ সন্ধান।

সন্ধান যত্তপি পাও,
সাথে ল'য়ে এস তাঁরে।
যত্তপি না পাও,
অন্যপথে করিয়ো প্রয়াণ।
আসিয়াছ, সতীর করিয়া অপমান।
ল'য়ে দম্ভপূর্ণ অভিমান, আসিয়াছ
জগন্মাতারে তুমি করিতে দর্শন ?
শ্রীমন্দির দ্বার
মুক্ত নহে তার তরে, পত্নীঘাতী যেবা।

কুরেশ। বুঝিয়াছি মুনিবর !
আপন কর্ম্মের দোষে
হারাইনু কমলার শ্রীপদ-পঙ্কজ।
* কৃতঘ্ন, দুর্ম্মনা, দম্ভী, পাপিষ্ঠ, বঞ্চক
কোথা আমি ? আর কোথা, ব্রহ্মাদিবন্দিতা
হরি-হৃদি-বিহারিণী ত্রিভুবনমাতা ? *
মহাত্মন্ ! বল মোরে করুণা করিয়া
এ জীবনে পাইব কি লক্ষ্মীর দর্শন ?

কাঞ্চি। জ্ঞানী তুমি। শুনিয়াছি,
বহু শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত তুমি।
আজীবন দানে, ক্ষুধার্ত্তর্পণে
কলিযুগে দাতাকর্ণ তব অভিধান।
ভাগ্যবান্ !
তাই না পেয়েছ তুমি লক্ষ্মীর আহ্বান !
তবে হতাশ কি হেতু হও দ্বিজ ?

কুরেশ। দাও পদধূলি।
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি,
করি আমি প্রাণময়ী পত্নীর সন্ধান।

কাঞ্চি। কর কি কর কি প্রভু!
আমি নীচ শূদ্র অধম চণ্ডাল।
* তোমাদের পদরজঃ ধরিয়া মস্তকে
মৃত্যুরে বঞ্চনা করি কাটাতেছি কাল।
জ্ঞান বুদ্ধি যা কিছু হেথায়
সমস্তই ব্রাহ্মণের চরণ-কৃপায়। *
সর্ব্বনাশ ক'র না আমার মহাত্মন্!
আশীর্ব্বাদে নহি আমি অধিকারী।

কুরেশ। হীন ব'লে কর প্রত্যাখ্যান।
নিষ্ঠুর বুঝিয়া মোরে
পদরজদানে কৃপণ হইলে প্রভু!
আশীষ-সম্পদ—যদি না হ'ল আমার,
অশ্রুপূর্ণ এ অন্ধ নয়ন
কেমনে পাইবে প্রভু সতীর দর্শন?

কাঞ্চি। আক্ষেপ ক'র না ভাগ্যবান্!
চেয়েছে কমলা তোমা কৃপার নয়নে।
আশীর্ব্বাদ-মূর্ত্তি ধরি করে আগমন।
ওই দূরে হের, নরবর—
প্রাতঃসূর্য্যসম দীপ্ত চারুরূপধর,
মত্ত মাতঙ্গের গতি ল'য়ে
টলিতে টলিতে আসে পথে।

নররূপে দেখ নারায়ণ।
আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ।
আর ভাগ্যহীন নাহি রবে,
নিশ্চিত ফিরিয়া পাবে সতীরে ব্রাহ্মণ!

[প্রস্থান।

রামানুজের প্রবেশ।

* আপনি বসিলে বাণী রসনার মূলে।
ত্রিলোকে তরঙ্গ তুলে
মুখ হ'তে বাহির করিলে, তিন পণ।
তাহার পূরণ
অষ্টপাশবদ্ধ জীবে কভু না সম্ভবে।
এখনও দেখি যেন সম্মুখে আমার
অভীষ্টদেবের সেই পবিত্র আগার!
ত্রি-অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ,—
যেন দীপ্তিময়ী ইচ্ছা নারায়ণী
সবলে আবদ্ধ তাহে।
মহা-সমাধির কোলে অনন্ত-শয়নে,
আশীর্ব্বাদ পূরিয়া নয়নে,
অভ্যন্তর হ'তে মোরে করিলা ইঙ্গিত—
"বাসনা লইয়া বুঝি মরি!
ধর বৎস কৃতাঞ্জলি ভরি'
অপূর্ণ বাসনাত্রয়। ত্রিলোকের মাঝে
এ ভার বহিতে ক্ষম একমাত্র তুমি।"

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গেনু ইষ্টের আদেশে।
অবকাশে এ কণ্ঠ আশ্রয়ে,
এক এক দেবমূর্ত্তি ভক্তের সম্মুখে
যে প্রতিজ্ঞা করালে বাহির,
হে বাণী! স্মরিতে শিহরে কলেবর।
হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ, আবদ্ধ নয়ন—
যথার্থই পঙ্গু আমি নারায়ণ!
আমা হ'তে হইবে কি অচল লঙ্ঘন? *

(কুরেশের প্রণাম)

একি একি—কে আপনি—দেখি যে ব্রাহ্মণ!
কি বিপদ—ক্ষিপ্ত না কি দ্বিজ?

কুরেশ। নারায়ণ! অভাগ্য আশ্রয় মাগে পায়।

রামা। ব্রাহ্মণ! তুমি সত্য সত্যই পাগল হ'য়েছ—নারায়ণ ব'ল্‌ছ কাকে?

কুরেশ। আপনাকে।

রামা। নারায়ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তাহ'লে আপনিও ত নারায়ণ। আমিও আপনাকে—

কুরেশ। (পদ ধরিয়া) তা' ক'র্‌তে দেব না ঠাকুর—আশ্রয় দাও। নারায়ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বটে। তবে যাতে যেমন প্রকাশ। আপনাতে পূর্ণপ্রকাশ। এর পূর্ব্বে যাঁকে আমি নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম ক'র্‌তে গিয়েছিলুম, সেই মহাপুরুষ কাঞ্চিপূর্ণ আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে, আমাকে আপনার আশ্রয় নেবার আদেশ দিয়েছেন।

রামা। তিনি কোথায়?

কুরেশ। আপনাকে দেখেই দূর থেকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেছেন।

* রামা। (স্বগতঃ) বুঝলুম, ঋষি আমাকে ধরা দিলেন না।—তারপর আপনার কি প্রয়োজন?

কুরেশ। প্রয়োজন অন্য কিছু নয়—শ্রীচরণে আশ্রয়।

রামা। আমি নিজে নিরাশ্রয়। আমি তোমাকে কি আশ্রয় দেব ভাই?

কুরেশ। আপনি সর্ব্বাশ্রয়—আপনার আশ্রয় সেই জন্য আপনি। *

রামা। কে আপনি?

কুরেশ। আমার ইতিহাস শুনুন। আমার নিবাস কুরগ্রাম।

রামা। কোন্ কুরগ্রাম? যে স্থানের ভূম্যধিকারী দাতাকর্ণ ব'লে দেশমধ্যে বিখ্যাত?

কুরেশ। আমিই সেই হতভাগ্য।

রামা। আপনিই সেই কুরেশ! আপনাকে দর্শন ক'রে আমি আজ ভাগ্যবান্। আপনি হতভাগ্য!

কুরেশ। যখন আমার পরিচয় জেনেছেন, তখন আমার ভাগ্যহীনতার কথাটাও শুনুন। অতিথি অভ্যাগতের সেবায় প্রতিদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমার গৃহে কোলাহল চ'লতো। দ্বিপ্রহরের পর—যখন কোন অতিথি অভুক্ত থাকতো না—বহির্ব্বাটীর কবাট রুদ্ধ হ'ত। লৌহনির্ম্মিত অতি উচ্চ কবাট বন্ধের সময় একটা ভীষণ শব্দ হ'ত। সহসা একদিন এক সাধু আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হ'য়ে আমাকে ব'ললেন,—"কুরেশ! প্রতিদিন তোমার কবাট-রোধের শব্দে জগন্মাতা লক্ষ্মীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাই মা তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চেয়েছেন।"

রামা। ধন্য কুরপতি, তুমি ধন্য। জগন্মাতা যাকে নিজে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান, তার তুল্য ভাগ্যবান্ জগতে আর কে আছে আমি জানি না।

কুরেশ। তারপর শুনুন। মা লক্ষ্মী তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'রতে

আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন শুনে, আহ্লাদে উন্মত্ত হ'য়ে তখনি অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেললুম। পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে চীরবস্ত্র পরিধান ক'রলুম। তারপর জগন্মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম ক'রে গৃহ পরিত্যাগ ক'রলুম। আমার স্ত্রী কোন গতিকে আমার অভিপ্রায় অবগত হ'য়ে আমার অনুগামিনী হ'ল। আমরা এক বনপথ আশ্রয় ক'রলুম। বনে প্রবেশ ক'রেই আমার পত্নী আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এ বনে ত কোনও ভয় নেই ?" আমি উত্তর ক'রলুম—"ধনবানদেরই ভয় হয়। আমাদের কাছে যখন কিছুই নেই, তখন ভয় কি ?" স্ত্রী ব'ললেন—"আমার কাছে একটী স্বর্ণপাত্র আছে। পথে আপনি পিপাসার্ত্ত হ'লে তাই দিয়ে আপনাকে জলপান করাব ব'লে এনেছি।" আমি তাকে সেটা ত্যাগ ক'রতে আদেশ ক'রলুম। স্ত্রী ব'ললে—"পথের শেষ না হ'লে আমি একে ত্যাগ ক'রব না।" এমন সময় বনমধ্যে দস্যুর উপস্থিতি অনুমান হ'ল। সেইজন্য তাকে পুনরায় সেটা ত্যাগ ক'রতে আদেশ ক'রলুম। স্ত্রী সেবারও আমার আদেশ অমান্য ক'রলে। সুতরাং ক্রোধে বনমধ্যে তাকে পরিত্যাগ ক'রে আমি চ'লে গিয়েছিলুম।

রামা। তারপর ?

কুরেশ। তারপর এখানে আসতেই সেই সাধুর সঙ্গে আমার পুনর্দ্দর্শন হ'ল। তিনি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র, তিনি আমাকে ব'ললেন, মা তাঁকে ব'লেছেন—"আমি লক্ষ্মী—লক্ষ্মী-ছাড়ার বেশে কেন সে আমাকে দেখতে এসেছে ? আসবার সময় নারায়ণের পানার্থে অন্ততঃ তার একটা স্বর্ণপাত্রও আনা কর্ত্তব্য ছিল। তা যখন আনেনি, তখন আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।" শুনে নিজের মূর্খতা বুঝে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে কপালে করাঘাত ক'রে আমি

ব'সে পড়লুম; এবং সমস্ত ইতিহাস মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণকে শোনালুম। তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। ব'ললেন—"আপনার শ্রীচরণের কৃপা পেলেই আমি আমার পত্নীকে ফিরিয়ে পাব।"

* রামা। মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ এই কথা ব'ল্লেন?

কুরেশ। হাঁ প্রভু!

রামা। আর আপনিও অমনি সেই কথায় বিশ্বাস ক'রলেন?

কুরেশ। বিশ্বাস ক'রলুম। *

রামা। তাহ'লে যাও ভাই! সম্মুখস্থ দীর্ঘিকাতে স্নান ক'রে অগ্রে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কর। তোমাকে দেখে বোধ হ'চ্ছে, দু'দিন তোমার উদরে অন্নজল পড়েনি। স্নান ক'রেই বরাবর পূর্ব্বমুখে গিয়ে ব্রাহ্মণপল্লীতে প্রবেশ ক'রবে। সেইখানে রামানুজাচার্য্যের গৃহের অনুসন্ধান ক'রলেই লোকে তোমাকে আমার গৃহ দেখিয়ে দেবে। গৃহে গৃহিনী আছেন। সদ্যপ্রস্তুত অন্ন। যথাসম্ভব সত্বর আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রছি। (কুরেশের প্রস্থান) তাইত! গুরুদেব কি আমাকে রহস্য ক'রলেন? না, আমার মেদিনী-ভ্রমণের সহচর পাঠিয়ে দিলেন?

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। রাজবাড়ীতে আপনাকে নাকি বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল প্রভু?

রামা। বারংবার আমাকে প্রভু ব'লে আমার মর্ম্মবেদনা কেন উৎপাদন ক'রছেন। আমি আপনার শিষ্য—আপনি আমার গুরু।

কাঞ্চি। ও কথা মুখেও আনতে নেই।

রামা। তাহ'লে আপনি আমাকে কৃপা ক'রবেন না?

কাঞ্চি। বরদরাজ তোমাকে কৃপা ক'রেছেন—ক'রবেন। আমি শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ। তোমাকে মন্ত্রদানে আমার অধিকার নেই। আমি তোমার সম্বন্ধে বরদরাজকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। তিনি যা উত্তর দিয়েছেন—তোমাকে ব'লছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে বল দেখি, তোমাকে আজ এত শুষ্ক দেখছি কেন? রাজবাড়ীতে কি সারাদিন আবদ্ধ ছিলে?

রামা। আপনার কৃপায় রাজবাড়ী থেকে সসম্মানে ফিরে এসেছি। বাড়ীতে স্ত্রীর আচরণে মর্ম্মাহত হ'য়ে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। আপনি ক্ষণপূর্ব্বে এক মহাবিপদ আমাকে জুটিয়ে না দিলে, ইচ্ছা ক'রেছিলুম আর ফিরব না।

কাঞ্চি। সাধ্বী এমন কি অন্যায় আচরণ ক'রেছেন রামানুজ?

রামা। ব'লতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। জমাম্বা আপনার আজ অপমান ক'রেছে।

কাঞ্চি। আমার! কখন? আমিত আজ মায়ের কাছে যে আদর পেয়েছি, আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর এরূপ আদর আর কখন কারও কাছে পাইনি।

রামা। আপনাকে শূদ্র জ্ঞান ক'রে—তদনুরূপ ব্যবহার দেখিয়েছে।

কাঞ্চি। আমি শূদ্রই ত। নিজের অবস্থা বুঝে আমি নিজেই সঙ্কোচের সহিত মায়ের শ্রীমন্দিরে প্রসাদ পেয়ে এসেছি। তার জন্যই কি তুমি গৃহত্যাগের অভিপ্রায়ে অনাহারে চ'লে এসেছ? সাবধান রামানুজ, বিনাপরাধে তুমি সতীকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলে তুমি জগতের কোনও শুভকাজ ক'রতে পারবে না। তিনটি প্রতিজ্ঞার একটিও পূরণ ক'রতে পারবে না।

রামা। সে আপনাকে তীব্র গালি দিয়েছে৷

কাঞ্চি। আমাকে ? না—না—না। সে মধুর মুখ থেকে গালি ত বেরুতে পারে না। না—না—না।

রামা। না কি, আপনাকে হনুমান ব'লেছে।

কাঞ্চি। এই কথা মা ব'লেছেন, ব'লেছেন ?

রামা। শুধু ব'লেছেন—আবার এ কথা আপনাকে শোনাতে ব'লেছেন।

কাঞ্চি। (হাস্য) সাবধান রামানুজ! আবার বলি বিনাপরাধে তাঁকে যেন কোনও মতে পরিত্যাগ ক'র না।

রামা। তাহ'লে আমার গৃহত্যাগ হবে না ?

কাঞ্চি। এ অবস্থায় কিছুতেই হবে না। তবে শোন—মাকে না ব'লে তাঁকে চিন্তায় ফেলে তুমি শ্রীরঙ্গমে গিয়েছিলে। সেজন্য মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়নি। ওই এক হতভাগ্য বিনাপরাধে সতী স্ত্রীকে বনে নিক্ষেপ ক'রে জগন্মাতার কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। তুমিও যদি তাই কর, তোমারও ভাগ্যে তাই আছে।

রামা। আমিও তাকে ত্যাগ ক'রতে পারব না—সেও আমাকে ত্যাগ ক'রবে না—তাহ'লে ?

কাঞ্চি। সতী কি কখন পতি-ত্যাগের কথা কল্পনাতেও আনতে পারে!

রামা। তাহ'লে প্রতিজ্ঞা কেমন ক'রে পালন হবে ?

কাঞ্চি। বরদরাজের শরণ পেয়েছ চিন্তা কি ? বরদরাজ তোমাকে কি ব'লতে আমার প্রতি আদেশ ক'রেছেন শোন। তিনি ব'লেছেন—"জগতের কারণ যে প্রকৃতি, আমি তারও কারণ—পরব্রহ্ম। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণেই জীবের মুক্তি। * আমার যারা ভক্ত, তারা অন্তিমসময়ে যদি আমায় স্মরণ নাও ক'রতে পারে, তথাপি তাদের মুক্তি নিশ্চিত। দেহত্যাগ হ'লেই আমার ভক্তেরা পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" এই ক'টি কথা ব'লেই

ঠাকুর তোমাকে মহাত্মা মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রতে আদেশ দিয়েছেন। *

রামা। গুরুদেব!
বিষম সংশয় জেগেছিল মনে।
তব বাক্য শুনি
নির্ম্মুক্ত সংশয়, ঘুচে গেল ভয়—
যেথা পাব যারে, ধরিয়া তাহারে
নিঃশঙ্কে অভয়বাণী করাব শ্রবণ।
নাগপাশে বেড়া অঙ্গ, শিরে ভুজঙ্গফণা,
তবু জীব ছাড়হ ভাবনা।
শত অকার্য্যের মাঝে দিনান্তে ব্যাকুল—
একবার লগ্ন কর কৃষ্ণপদে মতি।
ঘুচিবে দুর্গতি—টুটিবে আঁখির জল,
কেশ হ'তে কালমুষ্টি করিবে মোচন।

কাঞ্চি। ধন্য হ'নু শুনে নারায়ণ!
সর্ব্বাগ্রে দাসের কর প্রণাম গ্রহণ।
* পাপদগ্ধ ধরণীর
বিশাল প্রচার-ভূমিতলে
প্রথম উঠিল এই আশ্বাসের গান।
আমি ভাগ্যবান্, প্রথম শুনিনু তাহা।
আবার প্রণাম করি শ্রীচরণতলে।
মারুতির বলে, যে উদ্দেশ্যে ধ'রেছিনু
বরদের অভয়-চরণ,
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ মোর। *

হে বরদ! খসিল বন্ধন তব।
তুমি আর তব বিম্ব রামানুজ মাঝে
আর কেন মধ্যস্থের স্থিতি বিড়ম্বনা?
মুক্ত কর জাল, ঘুচুক জঞ্জাল।
বিগ্রহে বিগ্রহে হ'ক মধু আলাপন।

(শূন্যে বরদমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।)

কৃষ্ণ। রামানুজ!

রামা। মধুরং মধুরং অস্য বপুঃ
মধুরং বদনং বদনং মধুরং।
মধুরং স্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধু হ'তে সুমধুর,
হৃদয়ে ধরিতে বাহুপাশ
প্রসারিয়া এই চলি, এস এস বনমালী,
পদ্মদলে করিয়া বিকাশ।

কাঞ্চি। যাও প্রভু, গৃহে যাও ফিরে।
অপেক্ষায় সতী ব'সে আছে অনাহারে।
অতিথিরে আশ্রয় ক'রেছ অঙ্গীকার—
গৃহধর্ম্ম করিয়া পালন
এস ফিরে। শ্রীমূর্ত্তি সেবার ভার
তোমারে করিব আমি দান।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেব-দাসীগণের গীত।

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুতোঽপিচ মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুরং বদনং মধুরং রদনং
মধুরং মধুরং কলেবরং।
নুপুর মধীরং নিক্কতি মধুরং
মধুতোপি মধুরং পীতাম্বরং।
মধুরং চরণং চরণাভরণং
মধুর মুরস্থিত রঙ্গং।
মধুরং স্মিতমেতদহো
প্রেক্ষণ মতনুমনোহরং।

চতুর্থ অঙ্ক।

—০০০*০০০—

প্রথম দৃশ্য।

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

জমাম্বা ও অণ্ডাল।

জমাম্বা। শুন মাতঃ, নিষ্ঠুর যদ্যপি তব পতি,
সেই হেতু তাঁর প্রতি
তুমিও কি নিষ্ঠুরা হইতে চাও সতী?

অণ্ডাল। নিষ্ঠুরা! নিষ্ঠুরা আমি?
এ যে মা বিচিত্র কথা শুনালে আমারে!

জমাম্বা। নিষ্ঠুরা—নিষ্ঠুরা। মোর জ্ঞানে
স্বামী হ'তে অধিক নিষ্ঠুরা তুমি।
শুনিয়া দেবীর আবাহন,
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য স্বামী
চ'লেছিল কমলাদর্শনে।
তুমি তার পশ্চাৎ সরণে
প্রথম ক'রেছ নিষ্ঠুরতা।
তার পর, কি বুঝে তোমার স্বামী
মনে মনে স্মরি নারায়ণে,
সমর্পিয়া শ্রীপদ-পঙ্কজ-মূলে তাঁর,
তোমারে ছাড়িয়া গেছে বনে।

বুঝ নাই নারী, সদিচ্ছা তাঁহারি
সে ভীষণ বনমাঝে
দস্যু-পীড়া হ'তে রক্ষা ক'রেছে তোমারে।
চারু-স্বর্ণ-পাত্র হাতে একেলা অবলা—
দেখে দস্যু এলো ছুটে করিতে লুণ্ঠন।
কাছে এসে মাতৃজ্ঞানে চরণে নমিল,
দাসমত সঙ্গে সঙ্গে আসিল নগরে,
বন হ'তে করিল উদ্ধার।
হেন বিচিত্র আশীষ যাঁর,
তুমি কি না সে দেবতা পতির উপরে
প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
দেহত্যাগে ক'রেছ মনন,
ধ'রেছ সুতীব্র অনশন!
এ হ'তে নিষ্ঠুর কার্য্য কোথা মানময়ী?

অণ্ডাল। আমার মরণ-সঙ্গে
মুক্তি-পথে স্বামীর কণ্টক যদি যায়,
কেন মা মরিতে তুমি দিবে না আমায়?

জমাম্বা। কে বলে কণ্টক যাবে?
রমণীর হত্যা পাপ, ধর্ম্মপথে তাঁর
বিষম কণ্টকলতারূপে
প্রতিপদে পায়ে জড়াইবে।

অণ্ডাল। এ কি কথা শুনাও জননি!

জমাম্বা। পতির পরম শ্রেয়ঃ
একমাত্র সতীর কামনা।

স্বর্গলোভে পতির সেবন
হীন আকিঞ্চন।
শত স্বর্গ প'ড়ে আছে পতির চরণে।
আত্মহত্যা ঘৃণিত মরণে,
নিরুদ্দিষ্ট পতিপ্রতি হীন অভিমানে
রমণীর শ্রেষ্ঠ স্বার্থ
নিষ্কাম সে ভালবাসা ক'র না কুণ্ঠিত।
উঠ দেবী, ত্যজ অভিমান,
অন্ন-জলে সযতনে রক্ষা কর প্রাণ।
একদিকে টানে নারায়ণ,
অন্যদিকে তোমার মনন।
একমাত্র সতীত্বের বলে
ফিরাও ফিরাও তব পতি—
নারায়ণ-মুষ্টিমুক্ত কর ভাগ্যবতী !

অণ্ডাল। একান্তই জ্ঞানহীনা আমি।
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়
আজ তুমি উন্মীলিত করিলে নয়ন।
ব'লে দাও জ্ঞানময়ী,
কি বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন।

কুরেশের প্রবেশ।

কুরেশ। মাতা, গুরু, ষোড়শী, কমলা,
নারায়ণী, জগত-ঈশ্বরী।

সাষ্টাঙ্গে সাষ্টাঙ্গে পড়—জগদম্বা ব'লে,
অণ্ডাল! সাষ্টাঙ্গে পড় মায়ের চরণে।
পেয়েছি—সচলা লক্ষ্মী, তোমার দর্শন!
আর তুমি, এস—এস, এস নারায়ণ!
শীঘ্র উঠ প্রিয়তমে, (রামানুজের প্রবেশ)।
স্বর্ণপাত্র কর দান শ্রীগুরুচরণে।

রামা। জমাম্বা ফিরিয়া এনু আমি।

জমাম্বা। (পদধারণ) এস, গৃহে ফিরে গৃহস্বামী!
বল—বল—বিনা অপরাধে তুমি ছাড়িবে না মোরে'

রামা। অনন্ত-শয়নে
নিশ্চিন্ত ঘুমাও নারায়ণ!
তোমার শ্রীপদসেবা
কল্পনায় দিনু বিসর্জ্জন।
অশক্ত অশক্ত আমি, অন্ধ মোর আঁখি অশ্রুভারে—
জগদ্ধাত্রী ধ'রেছে আমারে।

জমাম্বা। (স্বগতঃ) একি একি! প্রেমময় পতির পরশে
সহসা জ্বলিল একি স্মৃতি?
সম্মুখে ভাসিল—কার সুন্দর মূরতি?
পিতার বচন ধ'রে ওই চলে বনে
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পুরুষপ্রধান,
পশ্চাতে জঙ্গমা শাল লতা—
নারীশিরোমণি সতী জনক-দুহিতা।
আমি, এইমত ভাসি অশ্রুধারে,
সে দোঁহার সাথে যেতে সেবকের ব্রতে

বিদায় দিতেছি কারে?
হে প্রাণেশ! তোমারে—তোমারে!
(প্রকাশ্যে) তাই কেন? অশক্ত কিহেতু হবে তুমি?
একদিকে বিশ্বের কল্যাণ,
অন্যদিকে ক্ষুদ্রনারী-স্বার্থ-অভিমান—
বলি আজ দিনু তারে বিশ্বের দুয়ারে।
এস দেব, মুক্ত আজি তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য। *

যাদবাচার্য্যের গৃহ-সম্মুখস্থ পথ।

তিরুমল ও বড়কুন।

তিরু। আর দেখছ কি বড়,—পশার গেল। এই বেলা মানে মানে পথ দেখি চল।

বড়। বড়ই সমস্যার কথা হ'ল দাদা! বৈষ্ণব বেটাদের প্রাধান্য সহ্য ক'রে কাঞ্চীপুরে কি আমরা বাস করতে পারব?

তিরু। কিছুতেই না। একদিন যে বৈষ্ণব একরশী পথ থেকে আমাদের দেখলে, সেই থান থেকেই ভয়ে জড়সড় হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতো, আজ সেই হীন বেটাদের কাছে গিয়ে 'বাবাজী' ব'লে তোষামোদ করতে হবে?

বড়। তার চেয়ে মরণ ভাল।

তিরু। সে অবস্থা আসবার আগে, এসো আমরা চোলরাজ্য পরিত্যাগ করি।

বড়। তা, আচার্য্যকে এ কথাটা একবার বলনা কেন?

তিরু। বলিনি? কিন্তু শোনে কে? বেম্মদত্যির এক তাড়াতে বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে 'শিবোঽহং', 'সোঽহং', 'তত্ত্বমসি'—সব পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। বুড়ো আপনার মনে বিড় বিড় ক'রে দিবারাত্র কি বকছে। রাজাও শুনেছি, বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই সময় দেশত্যাগ না করলে ভাগ্য হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

বড়। ওই আচার্য্য আসছেন। আমি একবার ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে সব কথার মীমাংসা ক'রে নি।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। অদ্বৈত না দ্বৈত? 'সোঽহং' না 'দাসোঽহং'? ব্রহ্ম আমি, না দাস আমি? ব্রহ্ম আমি—ব্রহ্ম আমি—ফুৎ—ওই উড়ে গেল!

বড়। গুরুদেব!

যাদব। কেও—বড়ু? ধর্ ধর্। যাদবাচার্য্য উড়ে যায়—ধর্ ধর্।

তিরু। আপনি এরূপ করলে, আমাদের উপায় কি হবে?

যাদব। কেও—তিরু? তুইও আছিস্? বেশ, বেশ, বেশ! তুই অনেক দিন ধ'রে আমার সেবা করেছিস্—অনেক শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনেছিস্—ঠিক বল্‌ত বাপু, আমি কে?

তিরু। আপনি অদ্বৈত-ভাস্কর—স্বয়ং ব্রহ্ম।

যাদব। ঠিক্—ঠিক্! আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই—স্বয়ং ব্রহ্ম? এতকাল ধ'রে বিচারে এই 'আমি'টার প্রতিষ্ঠা করলুম, সেই 'আমি'টা উড়ে যাবে?

বড়। কেন যাবে? আপনি মন স্থির করুন, তাহ'লেই দেখতে পাবেন, আপনার কিছু যায়নি।

তিরু। আপনি যে মহান্ সে মহান্—ভারতে অদ্বিতীয় যাদব-প্রকাশ।

বড়। কাশীর শ্রেষ্ঠ আচার্য্যে আপনাকে নিদর্শন দিয়েছে।

যাদব। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্—নিদর্শন নিদর্শন! ভারতে অদ্বিতীয় যাদব-প্রকাশ। কিন্তু—ফুৎ—একটা ব্রহ্মদৈত্যের ফুৎকারে সেই যাদব-প্রকাশ উড়ে যাচ্ছে!

তিরু। উড়ে যাবে কি? আপনি স্থির হ'য়ে বুঝে দেখুন, যাদব-প্রকাশ পর্ব্বতের ভার নিয়ে চোলরাজ্যে বসে আছেন।

বড়। আপনি কি মনে করেছেন, সে ভূত রামানুজ তাড়িয়েছে?

যাদব। তবে কে তাড়ালে বড়্?

বড়। তাড়িয়েছে আপনার পদধূলি।

যাদব। ঠিক?

তিরু। তাতে আর সন্দেহ আছে! কাঞ্চীপুরবাসী সকলেই জেনেছে, রামানুজ আপনার চরণ-ধূলির জোরে ভূত তাড়িয়েছে। আপনি নিজে ইচ্ছা ক'রে শিষ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

যাদব। বটে বটে?

বড়। তা যদি না হ'ত, তাহ'লে কি রামানুজ লক্ষ টাকার লোভ সম্বরণ ক'রে চলে আসতে পারে?

যাদব। বল্—বল্ বাপ্—আর একবার বল্। সব বুঝি—বড়্! তিরু! সব বুঝি। ব্রহ্ম বস্তু কি, নিত্য অনিত্য কি, বেদ বেদান্ত কি—সব বুঝি। কিন্তু রামানুজ কেমন ক'রে কাঞ্চন ছেড়ে দিলে, সেইটে কেবল বুঝতে পারলুম না। যে টাকা—যে অগাধ অর্থ সে নিলে, জন্মের মত তার দারিদ্র্যের মীমাংসা হ'য়ে যেতো, সেই টাকা

সে হেসে আমাকে দান ক'রে চলে গেল! পিছনবাগে একবার ফিরেও চাইলে না!

বড়। কাঞ্চন সে ছেড়েছে, একথা আপনাকে কে বললে?

যাদব। বল্—বল্—ছাড়েনি। তাহ'লে প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমি আর একবার বলি, "অহং ব্রহ্মাস্মি।"

(নেপথ্যে কীর্ত্তন কোলাহল)

যাদব। কি হ'ল—কি হ'ল—কি হ'ল!

তিরু। তাইত বড়, বৈষ্ণব বেটারা হঠাৎ এত উল্লাস ক'রে উঠল কেন? কি খবর—নেড়েলাই, কি খবর?

নেড়েলাইয়ের প্রবেশ।

নেড়ে। এই যে তোমরা এখানে আছ? এই যে আচার্য্য—আপনিও আছেন!—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! আচার্য্য! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলুম! রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।

তিরু। কবে? কথন? কেমন ক'রে?

যাদব। ওই ফুৎ—আমার সব তর্ক-বিচার, শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার একটা ফুৎকারের ভর সইতে পারলে না। উড়ে গেল—উড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু ছিল, বিদ্যা-বুদ্ধি অহঙ্কার সব—সব ওই যায়—ধর্—ধর্—যাদবাচার্য্য উড়ে যায়, তার সিদ্ধান্ত উড়ে যায়—ধর্—ধর্।

বড়। দোহাই গুরু, ব্যস্ত হবেন না।—কথাটা আগে বুঝতে দিন। তুই মূর্খের মতন কি বলছিস্? কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস্।

নেড়ে। না, না—ঠিক দেখেছি। জ্যোতির্ম্ময় দাস্ত-বিগ্রহ বরদরাজের মন্দির-মণ্ডপে বসে আছে। দেখতে চাও, যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় চলে এস।

যাদব। নেড়ু! একটা কথা বলে যা। তার সেই লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী গুণবতী স্ত্রী?

নেড়ে। তিনি পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

[নেড়েলাইয়ের প্রস্থান।

যাদব-মাতার প্রবেশ।

যাদব-মা। হতভাগ্য পুত্র! এখনও দাঁড়িয়ে আছ? সচল শ্রীবিগ্রহ বরদরাজের মন্দির আলো ক'রে বসে আছে। আমি তাঁর পাদ-স্পর্শ ক'রে মুক্ত হয়ে এসেছি। যে মহাপাপ করেছ, তা থেকে যদি মুক্ত হতে চাও, এখনি মহাপুরুষের স্মরণ লও।

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। এই যে আচার্য্য, আপনাকে খুঁজছিলুম। আপনার ইচ্ছামত আমি বরদরাজকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। তিনি বলেছেন—"কেন, আমি ত আগেই স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছি।"

যাদব। য়্যাঁ! আমার স্বপ্ন—তুমি জেনেছ? তাহ'লে ত আর সংশয় করবার কিছু নেই!

যাদব-মা। অহঙ্কার মাটীর ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে, যা মূর্খ পুত্র—এখনি যা—মহাপুরুষের শরণ নে।

যাদব। নিয়ে চল—ঋষি, নিয়ে চল। আমার স্বপ্ন তুমি জানলে—নিয়ে চল ঋষি, নিয়ে চল।

যাদব-মা। আশ্রয় দাও মুনি—পুত্রকে আশ্রয় দাও।

[যাদব-মাতা, যাদব ও কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

তিরু। কি করবে?

বড়। তুমি কি করবে?

তিরু। যা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারবো না, তাই শুনে বিশ্বাস করব?

বড়। (হাত ধরিয়া) বল ভাই, বল—শুনে একটু আশ্বাস পাই। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ! একি মানুষে পারে?

তিরু। যে পারে, সে ভগবান।

বড়। তাহ'লে কি ওই রেমো ছোঁড়াকে ভগবান বলতে হবে? আমাদের মত খায়, আমাদের মত দুটী পায়ে গুটী গুটী যায়। কখন হাসে, কখন কাঁদে! তার কাছে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলব "প্রভু, তুমি ভগবান?"

তিরু। কিছুতেই বলতে পারব না।

বড়। তাহ'লে চল, এইখান থেকেই কাঞ্চীকে প্রণাম।

তিরু। প্রণাম কাঞ্চী, প্রণাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বরদরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

দেব-দাসীগণ।

গীত।

ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মহানট
সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত দিব্যরসাবৃত
মণ্ডল-রাস-বিহার॥
গোপী-চুম্বিত রাগ-করম্বিত
লোচন-লোকন-লীন।
গুণবর্গোন্নত রাধা-সঙ্গত
সৌহৃদ-সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পান-সদাহৃত
বলয়ীকৃতপরিবার।
সুর-তরুণীগণ-মতি বিক্ষোভন
খেলন বঞ্জিত হার॥

[সকলের প্রস্থান।

দাশরথি রামানুজ ও কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

দাশ। গুরুদেব! কাঞ্চীপুরবাসী নরনারী,
শ্রীচরণ-রজের ভিখারী,
দলে দলে শ্রীমন্দিরে করে আগমন।
কর আজ্ঞা দীননাথ!—

অবিরাম তারা প্রশ্ন করে—
কি উত্তর দিব সে সবারে?

কাঞ্চি। প্রথম ভিখারী তুমি,
দ্বিতীয় ভিখারী কুরপতি।
উভয়ে তোমরা পূর্ণ কাম।
তোমরা যে সুখে সুখী দোঁহে,
কাঞ্চিপুর অধিবাসী কোন অপরাধে
সে স্বরগসুখলাভে হইবে বঞ্চিত?

রামা। প্রচারে চলিব গুরু কর অনুমতি।

কাঞ্চি। যাও যতিরাজ!
* প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তলে
নীলিম জলদ-রাজ
করুণার বিন্দুরূপে গলিয়া গলিয়া,
শান্তির সংবাদ যথা
পিপাসু-ধরণী-পৃষ্ঠে করে আনয়ন,
সেই মত, যাও যতিরাজ—
অধর্ম্ম উত্তাপ হ'তে রাখিতে সংসারে,
কোমল কারুণ্যঘন ছায়া-রূপ ধ'রে,
মানবের চিদাকাশে করহ বিহার। *
যুগে যুগে তব দাস্যে আমি ভাগ্যবান্।
সে দাস্যের অহঙ্কারে
অর্জ্জিত তপস্যা আমি দিলাম তোমারে।
প্রণিপাত পদে, যেন সম্পদে বিপদে
ও পদে সংলগ্ন মতি থাকে নারায়ণ! [প্রস্থান।

রামা। অমৃতে পূরিল মোর প্রাণ!
বহু বাণী ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে,
তিন গ্রামে সপ্তস্বরা তারে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, বীণাপাণি!
আজি নারায়ণ,
শুদ্ধ সত্ত্ব তুলিয়া স্পন্দন
প্রতি রোমাঞ্চের মুখে
আলিঙ্গন করিলা আমারে।
আশ্বস্ত হও হে জীবগণ।
এ পুলক বিলাইব ঘরে ঘরে।

কুরেশের প্রবেশ।

কুরেশ। রক্ষা কর নারায়ণ!
ঘৃণিত অকার্য্য করি
উন্মত্ত হয়েছে বিপ্র যাদব-প্রকাশ।
গোণ্ডারণ্যে আপনার প্রাণ বধিবারে
ক'রেছিল হতভাগ্য যেই আয়োজন—
যদিও নিষ্ফল—তথাপি অনল সম
নিত্য তার করিতেছে অন্তর দাহন।
শাস্ত্রজ্ঞান তর্কের বিচারে
সে জ্বালা নাশিতে নাহি পারে।
জ্ঞানশূন্য পথে পথে ফিরে।
জননী তাঁহার বৃদ্ধা, সন্তান মায়ায়

আদেশ দিয়াছে তারে
নারায়ণ-জ্ঞানে পড়িতে তোমার পায়।

রামা। একি কথা কহ কুরপতি!
তিনি যে আচার্য্য মম—

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। রক্ষা কর, হে মায়া-মানুষ নারায়ণ!
কোন্ লীলা ছলে,
গুরুরূপে এ দাসে বরিলে
নাহি জানি, জানিতে না চাই।
শিষ্য তব কুরেশ মহান্।
শাস্ত্র-জ্ঞান যার
সিন্ধুসম বিশাল আকার।
আমি সে সিন্ধুর তীরে
আজিও উপল-খণ্ড করি আহরণ।
সর্ব্ব ভ্রম নিরসন
এ তব মহিমান্বিত শিষ্যের কৃপায়।
হে লক্ষ্মণ অবতার! স্থান যাচি পায়।
কর দয়া, ক'রনা নিরাশ।
লইতে আশ্রয়, জীবনের শেষ ক্ষণে
অনুতাপে যদি আমি মরি,
কলঙ্ক অর্পিবে তব শ্রীবরদ নামে।

রামা। লহ মোর আলিঙ্গন।
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতির লও হে শরণ।

দাসরূপে আজি হ'তে ভজন করহ তাঁর।
এতদিন বৈষ্ণব-নিন্দায়
বৃথা যে করেছ কালক্ষয়—তাহার পূরণে
হে বৃদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ করহ রচন।
লহ সে তারক মন্ত্র—
মুছ নাম যাদবপ্রকাশ,
আজি হে 'গোবিন্দদাস' অভিধান তব।

যাদব। গুরু গুরু, ধন্য আজি করিলে এ দাসে।
অভয়চরণ স্পর্শসনে
নিঃশেষে মুছিয়া গেল চিত্তের বিকার।
প্রণিপাত বার বার,
প্রণিপাত করিনু আবার। [প্রস্থান।

রামা। প্রণিপাত করি নারায়ণে
চল বৎস শ্রীরঙ্গমে।
শ্রীরঙ্গম নিত্যধাম কমলাপতির
এ কাঞ্চী চরম শ্লোক।
আজ তাহা গুরুর কৃপায়
আমাতে হইল মূর্ত্তিমান্।

কুরেশ। গুরু-আশীর্ব্বাদ ধরি শিরে
সত্বর চল হে সবে শ্রীরঙ্গ নগরে।
কাবেরীর পুণ্যতীরে কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে
ভক্ত-সঙ্ঘে করি আবাহন—এস—এস
এ শুভ সংবাদ বিশ্বে করিতে ঘোষণা।

রামা। ধরাপরে যে যেথানে বহ দুঃখ-ভার

সকলে আশ্বাসকথা শুন হে আমার।
একমাত্র বিভু নারায়ণ
ভুবন-কারণ-রূপা-প্রকৃতি-কারণ
হৃদয়-আসনে মোর চির-অধিষ্ঠানে
সবারে করেন আবাহন।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগে
যে আমার লইবে শরণ,
সর্ব্ব পাপ হ'তে তারে মুক্তি দিব আমি।
ত্যজ শোক, ভাসিয়াছে ভুবনে আলোক—
মেল আঁখি, হ'ক দৃষ্টি প্রফুল্ল সবার।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ

১ম নর ও ১ম নারীর প্রবেশ।

১ম নারী। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! যেন যামুন মুনি নব কলেবর ধ'রে ফিরে এসেছেন।

১ম নর। কেমন? আশ্চর্য্য নয়?

১ম নারী। আশ্চর্য্য নয়! যেন স্বয়ং নারায়ণ। শ্রীরঙ্গনাথ যেন হাত বাড়িয়ে সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করলেন! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কেউ কখন কি দেখেছে?

২য় নরের প্রবেশ।

২য় নর। কি আশ্চর্য্য গো! কি আশ্চর্য্য?

১ম নারী। এই কাবেরী তীরে যা দেখে এলুম। মহাপুরুষের সমস্তই আশ্চর্য্য!

২য় নর। শুধু সেই আশ্চর্য্যই দেখে এলে! আর এক আশ্চর্য্য দেখলে না!

উভয়ে। আবার কি আশ্চর্য্য?

২য় নর। ওই দেখ—আমি সব আশ্চর্য্য দেখলুম, কিন্তু আজকের এ আশ্চর্য্যের মত আর দেখিনি। ওই দেখ আসছে।

১ম নারী। ওমা, তাইত গো! একি বেহায়া!

১ম নর। তাইত হে একি! এমন পশু ত কখন দেখিনি!

২য় নর। তুমি কি—কেউ কখন দেখেনি! এখনি দেখলে কি! আগে কাছে আসুক, তাহ'লেই ভাল রকম দেখতে পাবে।

হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ।

(এক হস্ত দিয়া ধনুর্দ্দাসের হেমাম্বার মস্তকে ছত্রধারণ,
অপর হস্তে পাখা লইয়া হেমাম্বাকে ব্যজন ও
একদৃষ্টে হেমাম্বার মুখ নিরীক্ষণ)

হেমাম্বা। ছি ছি! কি করিস্? ওরে হতভাগা! সরে যা। পৃথিবীর লোক দেখছে। দেখে তামাসা করছে, আর হাসছে।

ধনু। আহা! তোর মুখ যে বড় মলিন হয়ে গেল হেমাম্বা!

হেমাম্বা। আরে দূর্—সরে যা, সরে যা। আমার কিছু হয়নি, সরে যা।

ধনু। আহা তোর চোক দু'টী ছল ছল করছে। নাকের ওপর বিন্দু

বিন্দু ঘাম হয়েছে? আহা! পথ চলা তোর কোনকালে অভ্যাস নেই। তুই কেন এতদূর চলে এলি হেমাম্বা?

অর্চ্চক, বড়কুন ও তিরুমলের প্রবেশ।

বড়। কি দাদা! যা বলেছিলুম, মিললোত!

তিরু। তাইতরে বড়, ছুঁড়ীটে পথটা যেন আলো করতে করতে যাচ্ছে।

১ম নর। বা! বা! বা প্রেমিক বা!

১ম নারী। ওমা কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! দূর নির্ঘিন্নে দূর!—আরে তোকেও ঘেন্না কালামুখী। বেশ্যা হয়েছিস্ ব'লে কি লজ্জা-সরম কিছু রাখিস্‌নি? স্ত্রীজাতের নামে যে একটা সরম মাথানো আছে রে কালামুখী!

হেমাম্বা। ওরে কালামুখো শুনছিস্? আমাকে শুদ্ধ গাল দিচ্ছে।

ধনু। আবার তোর ঠোঁটের ওপরে যে ঘাম হয়েছে হেমাম্বা!

হেমাম্বা। তোর মুণ্ডু হয়েছে। হায় হায়, এমন পাগলকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখতে এসেছিলুম! ঠাকুরকে হতভাগা দেখতে দিলে না!—নে মুখপোড়া, ঠাকুর ফিরে আসছেন। দেখবি ত আমার পিছন পিছন আয়। নইলে এইখানে প'ড়ে মরে থাক্। তোর বাঁচায় আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি বেশ্যা, আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা হচ্ছে, আর মুখপোড়া, তোর লজ্জা হ'ল না।

[প্রস্থান।

ধনু। আস্তে চল্ হেমাম্বা! তোর কোমল চরণে যে ব্যথা লাগবে হেমাম্বা। দাঁড়া হেমাম্বা, দাঁড়া, তোর চোখ দু'টী না দেখে আমি যে অন্ধকার দেখছি হেমাম্বা!

২য় নর। বেটিকে গাল দিলে কি হবে! ওর কোনও দোষ নেই। ও

উৎসব দেখতে ব্যাকুল। শুধু ওই ছোঁড়ার জন্য না পারছে ও পথ চলতে, না পারছে ও ঠাকুর দেখতে। কত লোক ওর সুমুখদে এলো গেল, ছোঁড়ার দৃষ্টি কেউ ফেরাতে পারেনি। কত লোক কত তামাসা করলে, কত লোক কত ধিক্কার দিলে, ও কারও কথা কানে তোলেনি। ওই একভাবে প্রণয়িনীর মুখ চেয়ে সে পথ চলছে। পাছে তার মুখে একটুও রদ্দুর লাগে ব'লে সমস্ত পথ ওই রকম তার মুখের উপর ছাতি ধরে, তাকে বাতাস করতে করতে আসছে।

২য় নারী। কালামুখীও বললুম, বেহায়াও দেখলুম—কিন্তু সত্যি কথা যদি কইতে হয়, তাহ'লে বলি, ভালবাসা বটে!

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। ঠিক বলেছ মা, ভালবাসা বটে!

২য় নর। তুমিও দেখেছ ঠাকুর?

দাশ। শুধু দেখলুম, যুবকের রূপোন্মত্ততা পরীক্ষা করলুম। বহু চেষ্টায় তার তন্ময়তা ভাঙতে পারলুম না, তাকে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না। জোর ক'রে ধরলুম। মত্ত-হস্তীর বলে সে আমাকে মাটীতে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তাই মা, আমিও তোমার সঙ্গে বলি ভালবাসা বটে! এখন ভাবছি, ওই ভালবাসা যদি ভগবানের দিকে একবার ফেরে, তাহ'লে সে তন্ময়তা না জানি কি রূপান্তরই পরিগ্রহ করে।

১ম নর। ওই পশুর মন ভগবানের দিকে ফিরবে?

দাশ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় কি না হয় ভাই!

২য় নর। তাই কি ফেরাতে যাচ্ছ নাকি বাবাজী?

দাশ। একবার পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়েছে। [প্রস্থান।

তিরু। বুঝেছ ভায়া, বুঝেছ ?

১ম নর। সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে হয়—বাবাজীকেও টেনেছে।

বড়। হাঁ—ছুঁড়ীর রূপে বাবাজীরও ভাব উথলে উঠেছে।

১ম নারী। তা আর আশ্চর্য্য কি! তা যা হ'ক মরুকগে, কিন্তু ছোঁড়াটার ভালবাসা বটে। কালামুখীর বরাত ভাল!

[নর-নারীগণের প্রস্থান।

অর্চ্চকের প্রবেশ।

বড়। তুমি আমোদ করছ কেন ?

অর্চ্চক। আমোদ করবো না ? স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ নর-মূর্ত্তি ধরেছেন। দেশের আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ দেখে আনন্দ করছে, আর আমি শ্রীরঙ্গ-নাথের প্রধান পাণ্ডা—আমি আনন্দ করব না ? আমাকে নরাধম মনে করেছ নাকি ?

তিরু। আঃ! মূর্খ ব্রাহ্মণ! শ্রীরঙ্গনাথ তোমারই মুণ্ডপাত করতে এসেছেন।

অর্চ্চক। য়্যাঁঃ!

বড়। য়্যাঁ কি ? তুমি গেলে। ও এখানে ছ'দিন চেপে বসতে পারলেই, তোমার সব পসার নষ্ট হয়ে যাবে। আর কেউ তোমাকে পাণ্ডা ব'লে পুঁছবে না।

অর্চ্চক। বল কি!

তিরু। সর্ব্বনেশে লোক—দেখছ কি! ভেলকী জানে—যাদবাচার্য্যকেও লোকটা যাদু করেছিল। আমরা বারণ করেছিলুম শোনেনি। এখন প্রভু 'শ্রীরঙ্গনাথের' ঠেলায় আচার্য্য পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরছে। দেশের মধ্যে তার অতবড় পশার ছোঁড়াটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

অর্চ্চক। বল কি! কিন্তু দেখে ত তা বোধ হ'ল না!

তিরু। তবে দেখ—চল দাদা, যাই চল।

অর্চ্চক। দাঁড়াও ভাই, দাঁড়াও। পশার যাবে?

বড়। যাবে কি, আজই তোমার পোনেরো আনা পশার গেছে। শুনছ না, ভক্তবিটেলগুলো কি ব'লে গান ধরেছে। বলছে 'ভজ যতিরাজং।'

(নেপথ্যে—ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে!)

অর্চ্চক। তাতো শুনছি! কই যামুনমুনির বেলায় ত ভক্তেরা এ রকম গান গাইত না!

বড়। এইবারে বুঝতে পারছ? মাথায় আমাদের কথাগুলো ঢুকছে?

তিরু। যামুন মুনি কে, আর ও ছোঁড়া কে? সে ছিল একটা দেশের রাজা। তার সন্ন্যাস খাঁটি সন্ন্যাস। সে কি আর তোমার দু'পাচখানা বস্ত্রালঙ্কারের লোভ করতো? এ ছোঁড়া ভিখিরী বামুনের ছেলে—পরমুণ্ডে সেবা চালাবার জন্যই ওর ভেক নেওয়া।

অর্চ্চক। কথাটা মাথায় লাগছে।

বড়। তীর্থ-যাত্রীরা ঠাকুরের মানত করে যা আনবে—টাকা, কড়ি, বস্ত্রালঙ্কার—সব ওই ভণ্ড তপস্বী লুটে নেবে।

অর্চ্চক। ঠিক বলেছ—ব'লে বড়ই উপকার ক'রলে ভাই। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ও লোকটা শ্রীরঙ্গমে দু'দিন থাকলেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে।

তিরু। একেবারে—

বড়। তোমাকে ভূমিসাৎ করে দেবে।

অর্চ্চক। বলে বড় উপকার করলে—ভাই, তোমাদের নমস্কার। তাহ'লে এস ভাই, এস—সঙ্গে আমার বাড়ীতে এস—পরামর্শ—পরামর্শ।

উভয়ে। আর কেন—আর কেন—

অর্চ্চক। না—না যেতেই হবে—যেতেই হবে। পরামর্শ—পরামর্শ।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ (অপরাংশ)

ভক্তগণ।

গীত।

ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে।

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে — নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্ করণে ॥ (কোরাস)

দিনমণি রজনী সায়ং প্রাতঃ — শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতি আয়ুঃ — তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং — দশন-বিহীনং জাতং তুণ্ডং।

বৃদ্ধোযাতি গৃহিত্বা দণ্ডং — তদপি ন মুঞ্চতি আশাপিণ্ডং ॥

পুনরপি জননং পুনরপিমরণং — পুনরপি জননী-জঠরে শয়নং।

ইহ সংসারে খলু দুস্তারে — কৃপয়াপারে পাহিমুরারে ॥

[ভক্তগণের প্রস্থান।

হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ।

হেমাম্বা। ছি ছি ছি! পাঁচ পাঁচ ক্রোশ পথ ছুটে এলুম ঠাকুর দেখতে, কেবল পরিশ্রমই আমার সার হ'ল! হতভাগা নিজেও দেখলি না, আমাকেও দেখতে দিলি না!

ধনু। কেন, তুই ঠাকুর দেখ্‌না হেমাম্বা!

হেমাম্বা। আর কেমন করে দেখব রে হতভাগা! ঠাকুর এলো, চলে গেল। আবার কি আমার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে তারা ফিরে আসবে!

ধনু। ঠাকুর এলো আর চলে গেল?

হেমাম্বা। আঃ আমার পোড়া কপাল! তাও বুঝি তোমার এখনও মাথায় ঢোকেনি!

ধনু। তবে সে কি ঠাকুর? তুই এতটা পথ কষ্ট ক'রে তাকে দেখতে এলি, সে তোর জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

হেমাম্বা। তোর কি বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে?

ধনু। কেন, বুদ্ধি কিসের জন্য লোপ পাবে? এতটা পথ কেমন বুদ্ধি ক'রে তোকে নিয়ে এলুম বল্ দেখি! বেটার রদ্দুরকে একবারও তোর মুখের উপর পড়তে দিইনি। আর বাতাস বেটাকে পাখার ল্যাজে বেঁধে এনেছি।

হেমাম্বা। ঠাকুর আমার জন্য অপেক্ষা করবে কি!

ধনু। কেন, ঠাকুর কি মানুষ নয়?

হেমাম্বা। হয়েছে হয়েছে—বুঝেছি—বোস্।

ধনু। তার কি চোখে চামড়া নেই! তুই এতটা পথ হেঁটে এলি—আর সে মন্দির থেকে বেরিয়ে দু'চার পা কেবল পায়চারী করেছে—কে সে এমন ঠাকুর, তোর জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারে না?

হেমাম্বা। আরে মর্, বোস্। এখানে রদ্দুর নেই। পাখা রাখ্, ছাতি রাখ্, রেখে একটু বিশ্রাম কর্! বাতাস ক'রে ক'রে ম'লি যে! আমার মাথা খা, একটু বোস্। লোকজন সব চলে গেছে। টিটকিরির দায় এড়িয়েছি। (ধনুর্দ্দাসকে ধরিয়া উপবেশিতকরণ)

গোবিন্দ ও রামানুজের প্রবেশ।

রামা। গোবিন্দ! সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে একবার তোমার কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল। সেই তোমাকে শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয়ে দেখতে পেলুম। অসম্পূর্ণ বাসনা আজ পূর্ণ হ'ল।

গোবিন্দ। তবে আর বিলম্ব করছেন কেন দাদা, দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিন।

রামা। শ্রীচরণে স্থান কি ভাই, তোমাকে বক্ষে ধারণ করবার জন্ত আমি ব্যাকুল। কিন্তু কেমন ক'রে ধরবো বুঝতে পারছিনা যে ভাই!

গোবিন্দ। (স্বগত) তাইত, এ কথার অর্থ আমিত বুঝতে পারছি না। এত লোক দাদার পাদমূলে আশ্রয় পেলে। তবে আমাকে আশ্রয় দিতে দাদা কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন? (প্রকাশ্যে) দাদা! এমন কি কোন অপরাধে অপরাধী আমি, যা আমার আপনার আশ্রয় গ্রহণের অন্তরায়?

রামা। গোবিন্দ গোবিন্দ! পরম আত্মীয় তুমি।
গোণ্ডারণ্য মাঝে তুমি রেখেছিলে প্রাণ।
তোমারি কৃপার বলে
পাইয়াছি শ্রীরঙ্গের শ্রীচরণে স্থান।
সর্ব্বদা এ চিন্তা জাগে মনে,
নারায়ণ-অভয়-চরণে
যতক্ষণ নাহি হয় শরণ তোমার
ঋণশোধ হবে না আমার। কিন্তু ভাই—

গোবিন্দ। কেন আর্য্য বলিতে কুণ্ঠিত? দাস আমি।
যতক্ষণ না শুনিব
শ্রীমুখে অভয়বাণী—
ছাড়িব না—ছাড়িবনা শ্রীচরণ!

রামা। কিন্তু ভাই, যতক্ষণ নহে শুদ্ধমন,
সাধ্য নাই সে অভয়চরণ দর্শনে।
হে আত্মীয়! তীক্ষ্নদৃষ্টে তোমাপানে চাই—

মমতায় সব ভুলে যাই—
মায়া আবরণে হয় আঁখি দৃষ্টিহারা।
পার কি বলিতে মোরে,
হৃদয়ের গুপ্তঘরে, অতি সঙ্গোপনে
কোথাও কি লুকাইয়া আছে মলিনতা ?
কারো প্রতি ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্ষুদ্র রিপুভাব ?
কারো প্রতি অকরুণা, কিম্বা অসন্তোষ ?
জাগে কি মমতা কারো প্রতি ?

গোবিন্দ। প্রভু, যদি থাকে, পাবনাকো স্থান ?

রামা। কভু না পাইবে প্রিয়তম !
যদি থাকে কর পরিহার,
আলিঙ্গন রাখিনু প্রসার—
তোমাকে বাঁধিয়া বক্ষে ধন্য হব আমি।
চলিতে চলিতে প্রিয়তম,
অপূর্ব্ব রহস্যকথা করহ শ্রবণ।
গোগুারণ্যে নারায়ণ একমূর্ত্তি ধ'রে
আমারে দেখা'ল মৃত্যুভীতি,
অন্য মূর্ত্তে করিলেন রক্ষার বিধান।
তারপর—অপূর্ব্ব নিষাদ-মূর্ত্তিধর,
লক্ষ্মীসনে বন-সহচর—
উদ্ধার করিলা মোরে অরণ্যানী হ'তে।
অবশেষে নানারূপ ধ'রে নারায়ণ,
গোগুারণ্য হ'তে শতগুণ ভীষণ ভীষণ—
সংসারকানন হ'তে করিলা উদ্ধার।

নারায়ণ-চরণ-কৃপায়
আজ আমি চিরমুক্ত আলোকের দেশে।
শুন তাত, অন্তরের শেষবাণী—
শত্রুরূপে, মিত্ররূপে,
ভীতি ও আশ্বাসরূপে একমাত্র তিনি।
মুক্তিকামী জীবের উদ্ধারে, বদ্ধ অঙ্গীকারে,
সর্ব্বভূতে অবস্থিত কৃষ্ণের সেবায়
দাসরূপে ব্রতধারী আমি।
এই বুঝে করহ প্রয়াণ,
শ্রীরঙ্গনাথ তব করুন কল্যাণ।

[গোবিন্দের প্রণাম ও প্রস্থান।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। ওই—ওই—গুরুদেব! দেখতে পেয়েছি।

রামা। আর দেখতে হবে না। সন্ন্যাসী আমরা—আমাদের পশুবৃত্তি লোকের সঙ্গ করতে নেই।

দাশ। সে উপদেশ আমাদের পক্ষে। নারায়ণের পক্ষে নয়। নারায়ণের চক্ষে আবার মানুষ পশু কি? দোহাই প্রভু, লোকটার অবস্থা দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারিনি। নারায়ণ যদি কৃপা না করেন, তাহ'লে পশুর উদ্ধার কেমন ক'রে হবে!

রামা। দাশরথি! তোমার করুণা যখন হতভাগ্যের উপর পড়েছে, তখন আর সে পশু হ'য়ে থাকতে পারবে না।

দাশ। পারবে না নয়; আজই আপনাকে ও পশুর উদ্ধার করতে হবে। নানা চরিত্রের অসংখ্য লোক আজ ওই অভয় চরণে আশ্রয় পেলে—

এ পবিত্র দিনে আপনার পাদসমীপে এসে ওই হতভাগ্যই কি কেবল অমুক্ত থাকবে ?

রামা। যাও—ওকে নিয়ে এস।

ধনু। য়্যা—তাইত! তোর নাকের ডগটিতে এখনও ঘাম লেগে রয়েছে! (ব্যজন)

হেমাম্বা। রাখ্ রাখ্—আবার কারা আসছে।

ধনু। তোর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—চো'ক ছ'টী এখনও ছলছল করছে।

হেমাম্বা। তোর মুণ্ড করছে। রাখ্ পাখা হতভাগা, এক সাধু আমাদের দিকে আসছে।

দাশ। ওহে ভাই সাধু! ও সাধু—সাধু! (হেমাম্বার প্রণাম) ওহে ভাই, উত্তর দাও না।

ধনু। য়্যা—কে—কে?—কাকে কাকে? সাধু বলছ কাকে?

দাশ। তোমাকে সাধু, তোমাকে। যতিরাজ তোমাকে একবার ডাকছেন।

ধনু। আমাকে ডাকছেন!

দাশ। হাঁ ভাগ্যবান্, তিনি তোমাকেই ডাকছেন।

হেমাম্বা। যা—যা শিগ্‌গির যা—ঠাকুর কি বলেন শুনে আয়। তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল!

ধনু। ঠাকুর ডাকছেন! আমি ভাগ্যবান্?

হেমাম্বা। যা—যা—শিগ্‌গির যা। বেলা গেল! আবার আমাদের ফিরতে হবে। তা বুঝেছিস্?

ধনু। তবে বোস্ হেমাম্বা—একটু বোস্। ঠাকুর কি জন্ত ডাকছে, শুনেই আমি ফিরে আসছি। [দাশরথি ও ধনুর্দ্দাসের রামানুজসমীপে গমন।

হেমাম্বা। আঃ, একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হতভাগার ভালবাসাত নয়, জাঁতায় পেশা।

রামা। ওই মুখখানিতে এমন দ্রষ্টব্য কি আছে ভাই যে, জ্ঞানশূন্যের মত অবিরাম ওই মুখটীর পানে চেয়ে আছ? বল—নিঃসঙ্কোচে বল। আমাকে আত্মীয় জেনে বল।

ধনু। প্রভু! ওই স্ত্রীলোকটীর চোখ দু'টী পরম সুন্দর। যেদিন থেকে ওই চোখ দেখেছি, সেই দিন থেকেই একদণ্ডের জন্য ওই চোখ দু'টী না দেখে আমি থাকতে পারি না।

রামা। তা তো দেখছি। তার জন্য তুমি লজ্জা, 'সঙ্কোচ, ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছ। ওই সৌন্দর্য্যে তুমি এত তন্ময় যে, লোকের বিদ্রূপ তিরস্কার কানেও তোল না।

ধনু। শুনতে পাই না ঠাকুর, আমি কারও কথা শুনতে পাই না। ওই চোখের দিকে যখন চেয়ে থাকি, তখন পৃথিবীর আর কোনও সামগ্রী আমি দেখতে পাই না।

রামা। তোমার নাম কি?

ধনু। ধনুর্দ্দাস।

রামা। জাতি?

ধনু। মল্ল-ব্যবসায়ী আমি।

রামা। ওটী কি তোমার স্ত্রী?

ধনু। না ঠাকুর। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ও ছাড়া আর কোনও স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসবো না।

রামা। ধনুর্দ্দাস!—ওই রমণীর চক্ষুর চেয়ে আরও সুন্দর যদি কোন চক্ষু আমি তোমাকে দেখাই?

ধনু। য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি বলছেন ঠাকুর!

রামা। বল—তা হ'লে তুমি এই ঘৃণিত পশুবৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করবে?

ধন্নু। ও চক্ষুর চেয়ে সুন্দর চক্ষু কি আর আছে?

রামা। যদি থাকে—যদি ও হ'তে অনন্তগুণে সুন্দর চক্ষু আমি তোমাকে দেখাতে পারি?

হেমাম্বা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল! এতক্ষণত ও কোনও দিন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না! তাইত! এ ঠাকুরত সহজ ঠাকুর নয়!—না—না! ওই চুলবুল করছে! ওই ছিঁড়ে এলো—এলো!

রামা। বল ভাগ্যবান্, বল। কথা শুনে চঞ্চল হয়ো না। এই শেষ কথা। আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না।

ধন্নু। অনন্ত গুণে সুন্দর?

রামা। যদি দেখে তোমার বোধ না হয়, তুমি সেই মুহূর্ত্তেই চলে এসে তোমার প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হবে।

ধন্নু। তা যদি হয় ঠাকুর, তা হ'লে ওর চোখের পানে না চেয়ে আমি সেই চোখের পানেই চেয়ে থাকব।

রামা। এস ভাগ্যবান্, আমার সঙ্গে এস। [প্রস্থান।

হেমাম্বা। য়্যাঁ! এ কি! চলে যাচ্ছে যে! তাইত—এ কি রকম হ'ল! তখন কথা কচ্ছিল, আর এক এক বার আমার মুখের পানে চাচ্ছিল। ওই ফিরলো। না—না—কই ফিরলো! যাচ্ছে—আর সন্ন্যাসীঠাকুরের মুখের পানে চাইছে। তবে কি এ মুখ—এ চোখ দেখার লোভ—ওর ঘুচে গেল! চলে গেল যে—গেল যে! ধোনা—ধোনা! কই কথাও তো শুনতে পেলে না! ধোনা—ধোনা—শুনতে পেলে না, না শুনেও শুনলে না? একি রকম—একি রকম!

[প্রস্থান।

তিরুমল বড়ঙ্কুন ও অর্চ্চকের প্রবেশ।

তিরু। কি ব্রাহ্মণ। যা বলেছিলুম, তা মিললো ত ?

অর্চ্চক। আর কেন বন্ধু, তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। তোমাদের ঋণ আমি এজন্মে শুধতে পারবো না।

বড়। ও ত সন্ন্যাসের গেরুয়া নয়—ও মেয়ে ধরা ফাঁদ।

অর্চ্চক। নিশ্চিন্ত হও ভাই, শীঘ্রই আমি ওর ভবলীলা সাঙ্গ করছি। আমি প্রধান অর্চ্চক। শ্রীরঙ্গমের ভিতরে এমন কেউ নেই, যে আমার বিরুদ্ধে কথা কয়। শুধু ওকে কেন, যামুনাচার্য্যের দলকে দল শ্রীরঙ্গম থেকে যদি না দূর করতে পারি, তা হ'লে আমি 'প্রধান পাণ্ডা' নাম থেকে খারিজ। এস ভাই, চলে এস।

বড়। দেখলে দাদা, ছোঁড়ার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগটা কেমন একবার দেখলে ?

তিরু। বুড়ো আচার্য্য ক্ষেপে গেছে—সে বিশ্বাস করেছে। আমিত আর ক্ষেপিনি। [প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। সেই দু'টোইত বটে! ঠিক দাদার পাছু নিয়েছে। মতলব ভাল হ'লে অমন ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলবে কেন! এই নারায়ণ? আর এই নারায়ণকে আমায় ভালবাসতে হবে? তবেই আমার দাদার চরণাশ্রয় লওয়া হয়েছে ; নাই বা পেলুম, তাতে কি! ঘেঁটু দেবতার ছেঁড়া চুলই নৈবিদ্যি। যেমন নারায়ণ, তার তেমনি পুজোর ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য। দেবো নাকি তিন বেটাকে গুটী তিনেক চড়ের নৈবিদ্যি? না, থাক্। আগে কি করে না করে দেখি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের দালান।

রামানুজ ও ধনুর্দ্দাস।

ধনু। একটু একটু ক'রে, এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে ঠাকুর?

রামা। কোথায় নিয়ে এলুম বুঝতে পারছ না?

ধনু। এ রকম জায়গা আমি জন্মে কখন দেখিনি, তা কেমন ক'রে বুঝব? ঠাকুর! দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দাও।

রামা। কেন ধনুর্দ্দাস, তুমি যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু দেখতে এসেছ!

ধনু। একবার বলে ফেলেছি, কথা দিয়েছি, তাই এসেছি। কিন্তু ঠাকুর, তুমি ধরে এনেছ ব'লে তাই আমি আসতে পেরেছি। আমি পথ ঘাট কিছুই দেখতে পাইনি। অন্ধ—অন্ধ—ঠাকুর! আমি অন্ধ। আমি হেমাম্বাকে পথের ধারে একলা ফেলে রেখে এসেছি। ঠাকুর! আমায় ফিরিয়ে দাও।

রামা। ফিরিয়ে দেব বলেই ত এনেছি। উতলা হয়োনা ভাই। তুমিও যেমন তোমার কথা রেখেছ—আমার এক কথায় প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে এসেছ, আমাকেও তেমনি আমার কথা রাখতে দাও। যা দেখাব ব'লে সঙ্গে এনেছি, পদ্মপলাশলোচনের সেই চক্ষু তোমাকে না দেখিয়ে বিদায় দিলে আমি যে সত্যভ্রষ্ট হব!

ধনু। কি বললে ঠাকুর—পদ্মপলাশলোচন?

রামা। পদ্মপলাশলোচন। সেই নয়নের একটু ইঙ্গিত পাবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ ধ'রে তপস্যা করছেন। সেই চক্ষু-সৌন্দর্য্য কণামাত্রে প্রতিফলিত হয়ে তোমার হেমাম্বার চক্ষুকে এত সুন্দর করেছে।

ধনু। সে চক্ষু আমি দেখতে পাব?

রামা। সেই বিশ্বাসেই ত তোমাকে সঙ্গে এনেছি।

ধনু। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ তপস্তা ক'রে যে নয়ন দেখতে পায়—

রামা। পায় কে বললে? পাবার জন্ম তপস্তা করে। তপস্তা করতে করতে যদি তাঁর কৃপা হয়, তবে দেখতে পায়। পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবকেও পদ্মপলাশলোচনকে দেখবার জন্ম বনে গিয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল।

ধনু। বটে! আর সেই চক্ষু তুমি আমাকে দেখাবে?

রামা। আমি তোমার হয়ে পদ্মপলাশলোচনকে ডাকবো। দেখা দেওয়া তাঁর কৃপা। ওকি! মাথা হেঁট ক'রে বসলে যে?

ধনু। সরে যাও—সরে যাও—আমায় আর সে চক্ষু দেখাতে হবে না। সরে যাও।

রামা। কেন হে ভাই, হঠাৎ ক্রোধ হ'ল কেন? আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না?

ধনু। বিশ্বাস—বিশ্বাস আবার কি! যে এত বড় কথা কয়, সেই ত নারায়ণ। যাও, আমি তোমার মুখ দেখবো না। তুমি ক্ষ্যাপা-নারায়ণ।

রামা। কেমন ক'রে ক্ষিপ্ত হলুম, বল।

ধনু। ক্ষ্যাপা নও? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ তপস্তা ক'রেও যাঁকে দেখতে পায় না, একটা নারকী বেশ্যার দাসত্ব করতে এসে সেই পদ্মপলাশ-লোচনকে দেখবে?

রামা। অহেতুক কৃপানিধি যদিই দেখা দেন তাতে তোমার কি?

ধনু। তাহ'লে যে তপস্যার মাহাত্ম্য নষ্ট হবে নারায়ণ!

রামা। ধনুর্দ্দাস! ক্ষোভ কর দূর,

শ্রীমুখদর্শনে তুমি যোগ্য অধিকারী।
জন্ম জন্ম সুকঠোর তপস্যার ফলে
অপূর্ব্ব বিশ্বাস তুমি করেছ অর্জ্জন।
এ অমূল্য রত্নপূর্ণ যাহার ভাণ্ডার,
কিবা তার প্রয়োজন তপস্যার?
উৎসমুখে আছে আবর্জ্জনা,
নারায়ণ করুন্ করুণা—
মুক্ত হ'ক মুখ তার,
প্রবাহ ছুটুক শতধারে।
সান্ত্বাকার ভুজগ-শয়ন
হে যোগীর ধ্যানগম্য
মেঘবর্ণ শুভাঙ্গ-মাধব!
একবার মে'ল দু'টী আঁখি।
একবার নয়নে নয়নে সম্মিলনে
কটাক্ষে অমৃত-ধারা কৃপা বিতরণে
ভক্তের দর্শন-তৃষ্ণা কর নিবারণ।

(পট পরিবর্ত্তন)

[অনন্ত-শয়নে লক্ষ্মী-সেবিত নারায়ণ]

আঁখিযুগে অনুরাগ অঞ্জন মাখিয়া
চেয়ে দেখ ধনুর্দ্দাস,
কি অপূর্ব্ব পদ্মপত্র আঁখির বিকাশ!
ধরেছে অনন্ত ফণা ছত্রের আকার,

ছুটেছে অনন্ত ঘিরে
মধুময়ী আঁখি-দীপ্তি ধারা করুণার।
উঠ হে দেখ হে ভাগ্যবান্!
উথলে অমিয়া-সিন্ধু
হৃদয় পুরিয়া কর পান।

ধনু। মুদে গেল আঁখি, হায়, মুদে গেল আঁখি!
রূপের পর্ব্বতভারে পলক তুলিতে নাহি পারি।
মিলায়ো না মিলায়ো না—আসিতে আসিতে
পথ হ'তে যেয়োনা হে ফিরে।
যাক্ ভেঙ্গে ক্লেদপূর্ণ কারা,
তথাপি দেখিব আমি—
দাঁড়াও দাঁড়াও—যেয়ো না যেয়ো না অন্ধ ক'রে।
যেয়ো না যেয়ো না পদ্মপলাশলোচন!

(পূর্ব্বদৃশ্য)

রামা। উঠ ধনুর্দ্দাস, চক্ষু উন্মীলিত কর।

ধনু। এই যে—এই যে! দয়াময়! পরম কৃপাবশে এই কাম-পরায়ণ পশুকে আপনি যে দেবদুর্ল্লভ আনন্দের ভাগী করলেন, তার জন্ম-জন্মের দাসত্বেও আপনার এ মহৎ কার্য্যের প্রতিশোধ হয় না। প্রভু! এ অধমকে চিরদাস ব'লে গ্রহণ করুন।

রামা। দাস কেন ধনুর্দ্দাস, আজ থেকে তুমি আমার সখা। এস ভাই, উভয়ে মিলে আজ থেকে সর্ব্বভূতাত্মা নারায়ণের দাসত্ব গ্রহণ করি।

ধনু। ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। বলুন—"আজ থেকে তোমাকে দাস ব'লে গ্রহণ করলুম।" না বললে, আমি পা ছাড়বো না।

রামা। ভাল, তাই ব'ললেই যদি তোমার তুষ্টি হয়, তাহ'লে উঠ ধনুর্দ্দাস, আমার দণ্ড-ভার তুমি গ্রহণ কর।

ধনু। ধন্য আমি—কৃত-কৃতার্থ আমি। কিন্তু ঠাকুর—

রামা। আবার 'কিন্তু' কি—

ধনু। যার কৃপাতে এই অভয়-চরণ লাভ করলুম, সে যে এখনও পড়ে রইল!

রামা। একি অসম্ভব কথা বলছ ধনুর্দ্দাস?

ধনু। পতিতপাবন! অসম্ভবকে যে সম্ভব করেছ, তাই বলছি। দৃষ্টির শৃঙ্খলে হেমাম্বা যদি আমাকে পশুর মত বেঁধে না রাখতো, তাহ'লে করুণাময়ের দৃষ্টি ত আমার উপর পড়তো না। আমার এই অতুল সৌভাগ্য লাভ হ'ত না।

রামা। এখনও মোহ ধনুর্দ্দাস?

ধনু। ভাল ক'রে দেখ নারায়ণ! মোহ আমার আর কিছু নেই। মোহ থাকলে শ্রীগুরুচরণের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়। অনুমতি কর, তাকেও এই অভয়-পদ-প্রান্তে নিয়ে আসি।

রামা। মূর্খ! সে কি আর তোমার অপেক্ষায় বসে আছে যে, তাকে নিয়ে আসবে। সে স্বৈরিণী—তোমার জন্য হয়ত কিয়ৎক্ষণের মত অপেক্ষা ক'রে, তার নিজস্থানে প্রস্থান করেছে।

ধনু। যদি সে থাকে?

রামা। থাকে, নিয়ে এস। তারও মুক্তির জন্য আমি একবার শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা-ভিক্ষা করব।

হেমাম্বার প্রবেশ।

হেমাম্বা। আর যদি সে স্বৈরিণী ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই এসে থাকে দয়াময়?

ধনু। জয় গুরু—জয় গুরু। চলে আয় ক্ষেপী, চলে আয়।

রামা। তাইত, আজ একি অহেতুক কৃপা-বিতরণের লীলা দেখাচ্ছ নারায়ণ! ইতস্ততঃ ক'রনা মা—এস, নির্ভয়ে নিকটে এস। ধনুর্দ্দাস! তোমার প্রণয়িনীও ভাগ্যবতী।

ধনু। আর আমার প্রণয়িনী বলছ কেন ঠাকুর, এখন থেকে ও তোমারই প্রণয়িনী। নে, চরণে পড়্ ক্ষেপী, চরণে পড়্।

হেমাম্বা। পতিতপাবন! পরস্পরে বন্ধনে বন্ধনে দু'টী পাতকী এক স্থানে ছিলুম। তার একটী ছিনিয়ে আনলে, আর একটী কোথায় যায়! যেটীকে এনেছ, তার বল আছে। যেটীকে ফেলে রেখে এসেছ, সেটী অবলা।

রামা। মাতঃ, কর গাত্রোত্থান! ত্যজি হীন-যান,
লহ নাম, অন্য পথে করহ প্রয়াণ।
অষ্টাদশ দিবসাবর্ত্তনে,
অতি সাধ্য-সাধনায়, গুরু-পাশে
সরহস্য যেই মন্ত্র পাইয়াছি আমি,
সংসার-ব্যাধির সেই পরম ঔষধ
হে দম্পতি, সাবধানে করহ গ্রহণ।
ঘুচে যাক জীবনের সকল যন্ত্রণা।
ঘুচে যাক অজ্ঞান সংশয়,
ঘুচে যাক্, ঘুচে যাক্ ভয়।
এ জীবন নবালোকে হ'ক আলোকিত। (মন্ত্রদান)
হে দম্পতি! এ নব-জীবনে জাগরণ—
ধর করে পরস্পরে
সমপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে বল নারায়ণ।

উত্তরে। নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ।

হেমাম্বা। হাজার বৎসরের অন্ধকার-ভরা ঘরে দীপ জ্বললো। পাপ এ দেহ-মন্দির ছেড়ে হাহাকার করতে করতে শূন্যে মিলালো। গুরুপাদ-পদ্মের সৌরভে ত্রিলোক ভ'রে গেল।

রামা। নবীন-জীবনে, নবীন-সাধন-পথে গতি
হে দম্পতি, নূতন এ বিবাহ-বন্ধন।
এতদিন আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা লয়ে
মিলেছিলে দুইজনে।
আজ হ'তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা লয়ে,
পরস্পরে করিয়া নির্ভর
সার্থক করহ দোঁহে মানব জীবন।

সপ্তম দৃশ্য।

মন্দিরের মধ্যাংশ।

অর্চ্চক ও অর্চ্চক-পত্নী।

অর্চ্চক। পারবি না?

অর্চ্চক-পত্নী। আমি ওই সোনার বরণ মহাপুরুষকে হত্যা করব! সন্তানের মা হ'য়ে তার মুখে বিষ তুলে দেব!

অর্চ্চক। তবে যা, সরে যা—গোল করিস্‌নি।

অর্চ্চক-পত্নী। ওগো, এমন দানবের কাজ ক'রনা।

অর্চ্চক। চোপ্।

অর্চ্চক-পত্নী। ক'রনা, ক'রনা—

অর্চ্চক। তাহ'লে আগে তোকে মেরে ফেলবো।

অর্চ্চক-পত্নী। তাই ফেল—আগে আমাকে মেরে ফেল। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, শ্রীরঙ্গনাথের সুমুখে ব্রহ্মহত্যা ক'রনা।

অর্চ্চক। তবে রে লক্ষ্মী-ছাড়ী! ও বেঁচে থাকলে, পথে পথে তোকে ভিক্ষা ক'রে মরতে হবে বুঝতে পারছিস্ না?

অর্চ্চক-পত্নী। তাও ভাল—তবু ব্রহ্মহত্যা ক'রনা, ক'রনা, ক'রনা।

অর্চ্চক। দেখ্‌ছিস কি সর্ব্বনাশী—ধর্ম্ম যায়। যেখানে চেনা শোনা না হ'লে আমি বামুনকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিই না, সেই শ্রীমন্দিরে ওই ভণ্ড-তপস্বী শূদ্রকে প্রবেশ করিয়েছে। শুধু শূদ্র? সঙ্গে বেশ্যা। নিচুল নগরের বাজারে বেশ্যা। নে, নিজে যদি না পারিস্, লুকিয়ে মন্দিরের কোণে বসে থাক্‌গে যা। খবরদার, যদি ঘূণাক্ষরে সে জানতে পারে, তাহ'লে এই বিষ তোর গালে ঢেলে দেব।

অর্চ্চক-পত্নী। (স্বগতঃ) হে শ্রীরঙ্গনাথ! সাধুকে রক্ষা কর—সাধুকে রক্ষা কর।

অর্চ্চক। কেমন—এই বাটি ত?

অর্চ্চক-পত্নী। দেখ্ পোড়ার মুখো মিনসে, চেখে দেখ্।

[প্রস্থান।

অর্চ্চক। এই বটে—এই বটে! আমি নিজ হাতে চরণামৃতের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছি। এই বটে! তবু—তবু—সন্দেহটা মিটিয়ে নি। ওই একটা কুকুর শুয়ে রয়েছে। একটা সন্দেশের সঙ্গে এর একটু মিশিয়ে ওটাকে খাইয়ে দেখি। এখনি এর গুণ বোঝা যাবে।

[প্রস্থান।

দাশরথির হস্ত ধরিয়া রামানুজের প্রবেশ।

রামা। দাশরথি! মনে যেন ক্ষোভ ক'রনা। দণ্ড গ্রহণের ভার তোমার নিকট থেকে নিয়ে আমি ধনুর্দ্দাসকে প্রদান করলুম।

দাশ। ক্ষোভ? এ যে পরমানন্দ! ধনুর্দ্দাসকে যে কৃপা দেখিয়েছেন, সে ত এ দাসকেই দেখিয়েছেন গুরুদেব!

রামা। অসংখ্য ভক্ত শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে সকলের ভার তোমায় নিতে হবে। সেই জন্য আমি তোমাকে ভার-মুক্ত করেছি। শ্রীচরণামৃত গ্রহণ ক'রে, কুরেশকে সঙ্গে নিয়ে আজই আমাকে কাশ্মীর যাত্রা করতে হবে। শ্রীভাষ্য রচনা করতে হ'লে, বোধায়ন সূত্র দেখবার প্রয়োজন। কাশ্মীরের সারদামঠে সেই পুস্তক আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। সেই পুস্তকরত্নকে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে আসব। যতদিন না ফিরব, ততদিন ভক্তগণের পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

দাশ। যথা আজ্ঞা।

রামা। কই অর্চ্চক প্রভু, কোথায় আপনি? (অর্চ্চক-পত্নীর প্রবেশ ও রামানুজের পদ ধারণ) একি মা, সন্তান আমি—সন্তান আমি। ওঠ—ওঠ—একি নখ-পীড়ন করছ কেন—আমি যে ইঙ্গিত বুঝতে পারছি না। তোমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

অর্চ্চক। (নেপথ্যে) যাচ্ছি যতিরাজ, যাচ্ছি। শ্রীচরণামৃত নিয়ে যাচ্ছি।

[অর্চ্চকপত্নীর শঙ্কিতভাবে প্রস্থান।

দাশ। প্রভু! কি রকম সন্দেহ মনে জাগছে যে!

রামা। ছি দাশরথি, শেষশায়ী ভগবানের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে সংশয়াত্মা হও কেন?

অর্চ্চকের প্রবেশ।

অর্চ্চক।—(স্বগতঃ) ঠিক—ঠিক হয়েছে। জিবে ঠেকাতে না ঠেকাতে কুকুরটা ম'রে গেল। আর এর সমস্তটা পেটে ঢুকলেও ও বেটা মরবে না! আবার একটা সঙ্গে যে! আসুক আসুক। ছ'বেটাকেই শেষ করি। (প্রকাশ্যে) এই যে প্রভু! প্রত্যুষেই কাবেরী স্নান সেরে, আপনাকে ঠাকুরের চরণামৃত দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

রামা। আপনার পরমকৃপা প্রভু!

অর্চ্চক। একেবারে শ্রীরঙ্গনাথের চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়ে নিয়ে এলুম। একটু আগে ছজন কাকে আপনি গর্ভমন্দিরে নিয়ে গিছিলেন। সে ছুটী কে প্রভু?

রামা। তারা ছুটী শ্রীরঙ্গনাথের পরমভক্ত।

অর্চ্চক। তারা কি জাত?

রামা। ভক্ত জাতির অতীত।

অর্চ্চক। বটে-বটে; আপনি তাহ'লে পতিতপাবন! আচণ্ডাল জীবকে উদ্ধার করতে নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমি মূর্খব্রাহ্মণ। আপনাকে শ্রীচরণামৃত দিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

রামা। সে কি ঠাকুর, মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে অপরাধ করেন কেন? আমি শ্রীরঙ্গের দাসানুদাস। শীঘ্র আমাকে নারায়ণের চরণামৃত দান করুন।

অর্চ্চক। তবে নিন। দেখবেন আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। (রামানুজের চরণামৃত পান) (স্বগতঃ) হুঁ! ধরেছে-ধরেছে। নাও ভাই, তুমিও পান কর।

রামা। এ অপূর্ব্ব সুধাপানে
এখনও যোগ্য তুমি নহ দাশরথি!

(দাশরথির হস্ত হইতে পাত্র নিক্ষেপ)

অর্চ্চক। ধরেছে ধরেছে ধরেছে। (অর্চ্চকের পলায়ন)

দাশ। কি হ'ল কি হ'ল প্রভু?
অকস্মাৎ কম্পান্বিত কেন কলেবর?

রামা। উন্মত্ত তরঙ্গ বলে প্রহারে প্রহারে
জর্জ্জরিত করিতে আমারে,
ভুবনের চারি ধার হ'তে,
মৃত্যুর রহস্য আসে ছুটে।
স্থির হও বসুন্ধরে!
ধরা পৃষ্ঠে ঘূর্ণ্যমান দৃশ্য সমুদয়!
স্থির হও—চাঞ্চল্যের এ নয় সময়।
অসম্পূর্ণ কার্য্য মোর—
এখনো অপূর্ণ আছে গুরুর কামনা।
যাও মৃত্যু, দূর হ'তে দূর দূরান্তরে।
যদি এস, আলিঙ্গন কর আপনারে।

দাশ। কিছু যে বুঝিতে নারি গুরু!

রামা। কি আর বুঝিবে প্রিয়তম!
তীব্র—অতি তীব্র হলাহল
শ্রীচরণামৃতের মিশ্রণে
এ উদরে লয়েছে আশ্রয়।
মুহূর্ত্তে ধমনী-পথে করিয়া প্রসার
মস্তিষ্ক করেছে অধিকার।
আসে মৃত্যু গ্রাসিতে আমারে
সঙ্গে লয়ে নিজ-দলে ঝঞ্ঝা-কোলাহলে।

দাশ। এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল গুরু!

রামা। ভয় কি ভয় কি দাশরথি!
ছাড় বৎস মোরে,
শীঘ্র ছুটে যাও হে নগরে।
সর্ব্ব ভক্তে কর আবাহন,
তোলো হে গগন-ভেদী নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অমৃতে গরলে কোলাকুলি।
নাম-শক্তি নিরখিতে আজি কুতূহলী
চঞ্চল হয়েছে বসুন্ধরা।
তাই মোর পদ নহে স্থির।
শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও—হয়োনা অধীর,
সঙ্কীর্ত্তন রোল তোলো শ্রীরঙ্গনগরে।

[দাশরথির প্রস্থান।

সৃষ্টি স্থিতি লয়—শক্তিত্রয়
সমন্বয় করি একাধারে।
হৃদয় আগারে
এস, এস—ব'স জনার্দ্দন!
শান্তি—শান্তি—শান্তি পূর্ণ হউক ভুবন।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

অর্চ্চকের পুনঃ প্রবেশ।

অর্চ্চক। (চারিদিকে চাহিয়া) কই! কি হ'ল!—তুলে নিয়ে গেল!—না! ওই—ওই—টলতে টলতে—ওই যাচ্ছে না? ওই পড়ল—হাঁ! যাবে কি! যমে ধরেছে—যাবে কি! না! ওই উঠল যে! ওই যে

চারিদিক থেকে ভক্ত বেটারা ঘেরে দাঁড়ালো। তাইত! ম'ল না? বিষ নেই নাকি? না—না—কুকুর ছুঁতে না ছুঁতে আমার চোখের উপর ম'রে যে গেল! সেই বিষ হজম করলে!

বড়কুনের প্রবেশ।

বড়। ধিক্ বামুন, তোকে ধিক্। আমাকে কেবল বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করলি! যদি খাওয়াতে সাহস নেই ত নিলি কেন?

অর্চ্চক। ঠিক খাইয়েছি।

বড়। ঠিক খাইয়েছ? আমি গাড়োল? যতটা বস্তু তোমাকে দিয়েছি, তার সিকি অংশতে অমন দশ দশটা লোকের মৃত্যু হয়। তখনি—জিবে ঠেকাতে না ঠেকাতে মৃত্যু হয়।

অর্চ্চক। তার সব খাইয়েছি।

বড়। মিথ্যা কথা!

অর্চ্চক। এই দেখ—বাটীর সমস্ত জল নিঃশেষ করেছে।

বড়। এতে বিষের চিহ্নত কিছুই দেখতে পাই না।

অর্চ্চক। কুকুর ছুঁতে না ছুঁতে মরেছে।

বড়। তোমার মুণ্ডু ক'রেছে। (তৃণের অগ্রভাগ দিয়া কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া রসনায় প্রদান) ন্যাকা—আমি ন্যাকা? এই তোমার বিষ? এই তোমার—স—ত্যি—(য়্যা—য়্যা—ওঁ—ওঁ—ইত্যাদি স্বরে ভূমিতে পতন। নেপথ্যে—কীর্ত্তন-ধ্বনি।)

অর্চ্চক। একি! যার এক বিন্দু রসনায় ঠেকালে লোকে অজ্ঞান হয়, সেই বিষ সমস্ত উদরস্থ ক'রে বেঁচে গেলে! তুমি কি মানুষ?

অর্চ্চক-পত্নীর প্রবেশ।

অর্চ্চক-পত্নী। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে। পাপীর ঠিক শাস্তি হয়েছে,

তোরও হওয়া উচিত ছিল। চলে আয় হতভাগা, চলে আয়। অহেতুক কৃপানিধি—পায়ে ধরেছি, ক্ষমা পেয়েছি। যদি মহাপাপ থেকে উদ্ধার পেতে চাস্, চলে আয়—চলে আয়।

[অর্চ্চককে লইয়া অর্চ্চক-পত্নীর প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। উঠ ভাই! আমি অপরাধী।
গুরুর প্রচণ্ড-শত্রুজ্ঞানে
দ্বেষ-বশে মৃত্যু তব করেছি কামনা।
তাই তব এ ভীম-যাতনা।
বুঝি নাই আগে,
বিকর্ষণে লীলার পোষণে
শত্রুরূপে তুমি নারায়ণ।
ক্ষমা কর মোরে।
তব মৃত্যু আমারে করহ দান।

তিরুমলের প্রবেশ।

তিরু। আয় বড়কুন—আয়! ওরে অহেতুক-কৃপানিধি—আমাকে করুণা ক'রে চরণে স্থান দিয়েছেন। তুইও আয়—তোকেও তিনি চরণে স্থান দেবেন। একি—একি!—বিষ? খেয়েছিস্? ভয় কি! আগে মনে মনে যতিরাজকে স্মরণ কর্। যেমনি কথা ফুটবে, অমনি উচ্চ-কণ্ঠে যতিরাজের নাম কর্। বিষ অমৃতে পরিণত হয়ে যাবে।

বড়। জয় যতিরাজ!

গোবিন্দ। জয় যতিরাজ।

তিরু। (গোবিন্দের পদ ধরিয়া) গুরু—গুরু—তুমি এ অধম দু'টোকে ক্ষমা কর।

গোবিন্দ। হাঁ হাঁ—কর কি—কর কি! তোমরা আমার গুরু। আমার অন্ধ-দৃষ্টিকে ফুটিয়েছ।—এস এস—আমরা তিনজনে একসঙ্গে আমাদের গুরুজি মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করি।

অষ্টম দৃশ্য।

শ্রীরঙ্গম। নাট্য-মন্দির প্রাঙ্গণ।

কুরেশ।

কুরেশ। এস—এস—কে ভাগ্যবান কোথায় আছ এস। সচল শ্রীরঙ্গ-মূর্ত্তি দর্শনে যদি অভিলাষ থাকে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে, যে, যে অবস্থায় থাকো চলে এস।

রামানুজকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণের প্রবেশ।

গীত।

পদ্মাধিরাজে গরুড়াধিরাজে বিরিঞ্চিরাজে সুররাজরাজে
ত্রৈলোক্যরাজেঽখিললোকরাজে শ্রীরঙ্গরাজে রমতাং মনোমে।
লক্ষ্মীনিবাসে জগতাং নিবাসে উৎপদ্ম-বাসে রবি-বিম্ববাসে
ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে শ্রীরঙ্গবাসে রমতাং মনোমে।
ব্রহ্মাদি বন্দ্যো জগদেক বন্দ্যো দেবে মুকুন্দে চরণারবিন্দে
গোবিন্দদেবেঽখিললোকদেবে শ্রীরঙ্গদেবে রমতাং মনোমে।
কাবেরী-তীরে কমলা-কলত্রে মন্দারমালে কৃতচারুমালে
দৈত্যান্তকালেঽখিললোকপালে শ্রীরঙ্গপালে রমতাং মনোমে।

গোবিন্দ, অৰ্চ্চক, অর্চ্চক-পত্নী, বড়কুন ও

তিরুমলের প্রবেশ।

(সকলের রামানুজের পাদমূলে পতন)

অর্চ্চক। দয়াময়! হীন পশু আমি—উদ্ধার কর—উদ্ধার কর।

অর্চ্চক-পত্নী। একবার ধরেছিনু অভয় চরণ,
আর যেন নাহি পাই ভয়,
স্বামীর মঙ্গল বাঞ্ছা কর দয়াময়।

তিরু। হে নারায়ণ! আমাদের দুজনের কথা কইবার কিছু নেই।

গোবিন্দ। কেহ কোন ক'রনা আক্ষেপ।
তোমাদের হ'তে,
গুরুর মাহাত্ম্য আজি হইল প্রচার।
হের ওই ক্ষমার আধার
প্রেম চক্ষে সবারে করেন নিরীক্ষণ।

রামা। হে গোবিন্দ! শত্রুরে করিলে প্রেমদান
আজ হ'তে তুমি মম জীবন সমান।
যাও সবে, নব মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
সার করি জীব সেবা ব্রত,
সংসার সুরম্য পথে করহ প্রয়াণ।
ও দিকে জলধি পৃষ্ঠ, এদিকে অচল—
মধ্যে শুধু তোলো সবে নাম কোলাহল।

আনন্দে প্লাবিত হ'ক ধরা,
শতধা ভাঙ্গুক মোহ কারা,
জীবাত্মক স্থাবর জঙ্গম
প্রাণে প্রাণে বিনিময়ে
হোলি রঙ্গে উঠুক নাচিয়া।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীরঙ্গমের উপকণ্ঠ।

কুরেশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। কোথায় কোথায় দিগ্‌বিজয় ক'রতে গিয়েছিলে বল।

কুরেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা। তার ভিতরে কত রাজ্য, কত নগর, কত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীর মঠ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য ব্যক্তি আজ শ্রীসম্প্রদায়ের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বহু যতি সন্ন্যাসী গুরুদেবকে গুরু স্বীকার করেছে। বহুলোক তাঁকে অবতার জ্ঞানে পূজা করেছে। তাঁর শিক্ষা মাধুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে বহু নরপতি তাঁর পদতলে মুকুট রক্ষা ক'রেছে। অধিক আর কি বলব, কাশ্মীরের সারদামঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে গুরুজি মহারাজকে অভ্যর্থনা ক'রেছেন।

সকলে। বল কি!

কুরেশ। শুধু কি তাই! গুরুদেব শ্রীভাষ্য রচনা ক'রবেন ব'লে, ভাষ্যের প্রধান উপকরণ বোধায়ন সূত্র আনতে সারদামঠে গিয়েছিলেন। মাঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে বোধায়ন সূত্র দিলে না। পুঁথি কীটে নষ্ট করেছে এই কথা ব'লে গুরুজি মহারাজকে হতাশ করে দিয়েছিল।

স্বয়ং সারদাদেবী রাত্রিকালে পুস্তকের ভাণ্ডার থেকে সেই পুঁথি গ্রহণ ক'রে গুরুদেবকে দান করেছিলেন।

সকলে। বিচিত্র—বিচিত্র!

১ম শিষ্য। তারপর?

কুরেশ। তারপর আবার কি? সেই অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা হয়ে গেছে। সারদাদেবী সাগ্রহে সেই ভাষ্য শুনেছেন। শুনে যতিরাজকে ভাষ্যকার উপাধি দান করেছেন। মানুষের কি এরূপ গৌরব লাভ হয় ভাই? গুরু আমাদের অবতার। আমরা সকলেই ধন্য, সেই মহাপুরুষের শিষ্যত্ব পেয়েছি।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। এই যে এই যে! কুরপতি! একি বিচিত্র কথা শুনলুম!

কুরেশ। কি শুনলে ভাই?

দাশ। অন্যের মুখে শুনলে একথা বিশ্বাস করতে পারতুম না। স্বয়ং গুরুদেব বলেছেন।

কুরেশ। কি শুনেছ?

দাশ। তুমি নাকি একটী বার মাত্র চোখ বুলিয়ে বোধায়ন সূত্রের এক লক্ষ শ্লোকই কণ্ঠস্থ করে ফেলেছ?

কুরেশ। গুরুদেব বললেন?

দাশ। শুধু বললেন! তোমার অজস্র প্রশংসা করলেন। বললেন—"কুরেশ না থাকলে আমার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ত না। শ্রীভাষ্য রচনা হ'ত না।" সারদামঠের সন্ন্যাসীদের নাকি গুরুদেবকে বোধায়ন সূত্রের পুঁথি দেবার মত ছিল না। দেবী সরস্বতী লুকিয়ে সেই পুস্তক গুরুদেবের হাতে দেন। দিয়ে বলেন—"যত দ্রুত পার স্বদেশে প্রস্থান

কর। মঠের লোক যদি জানতে পারে পুস্তক চুরি গিয়েছে, তাহ'লে যেমন করে পারে সেই পুস্তক তোমার হাত থেকে কেড়ে নেবে।" তোমরা সেই পুঁথি নিয়ে পালিয়ে আসবার পরে তারা জানতে পারে পুঁথি চুরি গিয়েছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তারা তোমাদের ধরতে অস্ত্রধারী লোক পাঠায়। তারা এক মাস পরে বিতস্তানদীর তীরে তোমাদের ধরে ফেলে। ধরেই গুরুর হাত থেকে পুঁথি কেড়ে নিয়ে চলে যায়। হতাশ হয়ে গুরু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েন। তুমি সেই সময় তাঁকে আশ্বাস দাও যে, বোধায়ন সূত্র তুমি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছ। কি করে এই অদ্ভুত কার্য্য করলে কুরেশ ?

কুরেশ। গুরুদেব পথে আসতে আসতে যে সময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, সেই সময়ে শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর অজ্ঞাতসারে আমি পুঁথিখানা পাঠ করতুম। প্রভুর ইচ্ছাতেই বুঝি পড়েছিলুম, নইলে কাশ্মীর যাওয়া আমাদের বৃথা হ'ত—বোধয়ন সূত্র আর পাওয়া যেতো না। কেননা কাশ্মীরের সারদামঠ ছাড়া ভারতের আর কুত্রাপি সে পুস্তক নেই।

১ম, শি। একবার পড়েই তুমি বোধায়ন সূত্র কণ্ঠস্থ করে ফেললে!

কুরেশ। শুনলে লক্ষ শ্লোক—মাত্র সময় পেয়েছিলুম একমাস। তা আবার সব সময় পড়তে পেতুম না। একবার যে পড়ে ফেলতে পেরেছি এই যথেষ্ট। গুরুর আশীর্ব্বাদ না থাকলে বোধ হয় শেষ করতে পারতুম না।

দাশ। শোন কুরেশ, আমার নিজের স্মৃতি-শক্তির একটা গর্ব্ব ছিল। অনেক শাস্ত্র পড়েছি। প্রায় সে সমস্তই আজও পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ আছে। কিন্তু তোমার এ অপূর্ব্ব শক্তির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি যে মেধাবী, তা যাদবাচার্য্যের পরাভবে আমি জেনে-

ছিলুম। কিন্তু স্মৃতিও যে তোমার এমন অদ্ভুত তা আমি জানতুম না।

কুরেশ। আমিই কি জানতুম দাশরথি! যাদবাচার্য্যের পরাভব স্বীকারে বুঝলুম, গুরু মেধারূপে আমার ভিতরে প্রবেশ করেছেন। একবার মাত্র চোক দিয়ে বোধায়ন সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক কণ্ঠস্থ হওয়াতে জানলুম, গুরু স্মৃতিরূপেও আমার ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

দাশ। সে তুমি বিনয় দেখাতে যাই বল, তুমি ধন্য।

সকলে। তুমি ধন্য।

কুরেশ। ও কথা ব'ল না দাশরথি! বললে গুরুদেবের অসম্মান করা হয়। ও কথা শোনাতেও প্রত্যবায় আছে।

[কুরেশের প্রস্থান।

দাশ। আমিও অনেক শাস্ত্র পড়েছি কুরপতি! শিষ্যের গুণের প্রশংসা করলে গুরুর অসম্মান হয়, তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম।

১ম, শি। ওর কথা ধরছ কেন ভাই! কুরেশ হচ্ছে গুরুদেবের মহাভাবের শিষ্য। কিন্তু আমরা জানি, তুমিই প্রথম, আর তুমিই প্রধান। কিন্তু আর একটা ব্যাপার কি যে দেখলুম, সেটা যে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলুম না!

দাশ। কি দেখেছ?

১ম, শিষ্য। কাবেরী স্নান কালে তুমি চিরদিনই গুরুর দণ্ড বহন ক'রে নিয়ে যাও, কুরেশ নিয়ে যায় কমণ্ডলু। আজকে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল কেন?

দাশ। ধনুর্দ্দাসের কথা বলতে চাচ্ছ?

১ম, শিষ্য। একে তুমি পরম পণ্ডিত, তায় ব্রাহ্মণ। তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে শূদ্র ধনুর্দ্দাসকে গুরু দণ্ড বহনের ভার দিলেন!

সকলে। এটা কি রকম হ'ল!

দাশ। ধনুর্দ্দাসকে আমিই ত গুরুর পাদপদ্মে এনে দিয়েছি। আমার ইচ্ছানুসারেই গুরু তাকে এই ভার দিয়েছেন।

সকলে। আর কমণ্ডলু?

১ম, শিষ্য। হেমাম্বা কি কমণ্ডলু বহনের ভার পেয়েছে?

দাশ। তা আমি জানি না। আর এরূপ ভাবে প্রশ্ন করা তোমাদের উচিত নয়। [প্রস্থান।

১ম, শিষ্য। কথাটার মর্ম্ম বুঝলে? আমাদের উচিত নয়। অর্থাৎ কি না—আমরা কি না—শিষ্য। আর হেমাম্বা—

সকলে। শিষ্যা।

১ম, শিষ্য। নইলে প্রশ্ন করায় কোনও দোষ হ'ত না—বুঝেছ?

সকলে। খুব বুঝেছি—মর্ম্মে—মর্ম্মে।

১ম, শিষ্য। তাহ'লে চল না, একবার চক্ষু কর্ণের বিদায় মিটিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

অণ্ডাল ও পারাশরের প্রবেশ।

পারা। কই মা, আমার বাবা কই?

অণ্ডাল। আঃ! বড়ই ব্যস্ত ক'রে তুললি যে বালক! দাঁড়ানা, এসে পড়েছি।

পারা। এসে পড়েছি, এসে পড়েছি—এ কথাতো কাল থেকেই বলছিস্!

অণ্ডাল। আজ তাঁকে দেখতে পাবি।

পারা। ছেলেরা রোজ আমাকে বাবার কথা তুলে তামাসা করে। আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। আমি কিছু জানি না ব'লে বলতে পারি না।

অণ্ডাল। এইবারে বলবি—গর্ব্বের সঙ্গে বলবি। তোর পিতার তুলনা ত্রিভুবনে নেই।

পারা। ত্রিভুবনে নেই ?

অণ্ডাল। (স্বগতঃ) তাইত! মনের আবেগে একি বলে ফেললুম ? গুরুদেবের অসম্মান করলুম ? না—না—অসম্মান কেন—ঠিক বলেছি। শ্রীরঙ্গের প্রসাদ ভক্ষণে পুত্র হয়েছে। গুরুই ত এ পুত্রের ধর্ম্ম-পিতা। ঠিক কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।

পারা। কি বললি মা—ত্রিভুবনে নেই ?

অণ্ডাল। ত্রিভুবনে নেই। তোর পিতা স্বয়ং নারায়ণ।

পারা। কখন তাকে দেখব মা ?

অণ্ডাল। বেশ, এই পথ-পার্শ্বে তুই একটু বোস্। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি। দেখিস্ যেন আমি না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাস্‌নি ?

পারা। যদি যাই ?

অণ্ডাল। তাহ'লে তিনি তোকে দেখা দেবেন না।

পারা। না মা, আমি কোথাও যাবনা।

[অণ্ডালের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া সর্ব্বজ্ঞের প্রবেশ।

সর্ব্বজ্ঞ। এইবার তোমাকে দেখব, তুমি কেমন যতিরাজ ? ভারতের ছটাকে পণ্ডিতগুলোকে হারিয়ে তুমি নিজেকে দিগ্‌বিজয়ী মনে ক'রে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসেছ। আমার বন্ধু যজ্ঞমূর্ত্তির কাছে বিচারে পরাভূত হয়ে, শেষে বুজরুকি দেখিয়ে তাকে বশ করেছ। আমার নাম সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মা—তোমার বুজরুকিও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সে ইন্দ্রভক্ত কোন রকমে জেনে ইন্দ্রের মায়া দেখিয়ে তাকে

প্রতারিত করেছ। আমার বেলায় আর সেটি হচ্ছে না। তুমি ইন্দ্র হও ত, আমি উপেন্দ্র হব। তুমি অগ্নি হও ত, আমি বরুণ হয়ে তোমাকে নিবিয়ে দেব। তুমি বরুণ হও ত, বায়ু হয়ে উড়িয়ে দেব।

পুঁথিপূর্ণ শকট লইয়া বাহকত্রয়ের প্রবেশ।

যা—এগিয়ে নিয়ে যা—নিয়ে গোপুরের সুমুখে শকট রক্ষা কর্। আমি একটু পরে যাচ্ছি। আগে শ্রীরঙ্গমবাসী সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মার বিদ্যের ভাণ্ডারটা দেখে আঁতকে উঠুক। তারপর তারা সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মাকে দেখবে।

[শকট লইয়া বাহকত্রয়ের প্রস্থান।

পারা। ও গাড়ীতে ও সব কি গা ?

সর্ব্বজ্ঞ। বা ! বা ! এ ত দিব্যমূর্ত্তি বালক ! একি বৎস, পথের ধারে এই প্রত্যূষে একা তুমি এমন ক'রে ব'সে কেন ?

পারা। আমার মা আমাকে এইখানে রেখে গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। এমন অবস্থায় তোমায় ফেলে রেখে যায়, সে কি রকম মা ?

পারা। তিনি বাবাকে খুঁজতে গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার বাবা কোথায় গেছেন ?

পারা। তিনি দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ। দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন !—তোমার পিতা কি রাজা ?

পারা। মা বলেন, তিনি জ্ঞানীর রাজা ! ত্রিভুবনে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।—মা বলেন, তিনি নারায়ণ।

সর্ব্বজ্ঞ। (স্বগতঃ) এ বালক যতিরাজের আত্মজ নাকি !—তোমার পিতার নাম কি ?

পারা। জানি না। আমি যেদিন ভূমিষ্ঠ হই, সেই দিনেই বাবা দিগ্‌বিজয়ে চলে গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। তাহ'লে এ বালক, যে যতিরাজের পুত্র তাতে আর সন্দেহই নেই। পুত্রমুখ দেখে, পিতৃঋণ শোধ হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যতিরাজ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলেন।—তোমার নাম?

পারা। এখনও আমার নামকরণ হয়নি। পিতা ফিরে এলে হবে।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার পিতা ত ফিরে এসেছেন।

পারা। আপনি দেখেছেন?

সর্ব্বজ্ঞ। না বালক, আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

পারা। কিজন্য যাচ্ছেন?

সর্ব্বজ্ঞ। তোমাকে মিছে কথা কইব কেন বালক, আমি তোমার পিতার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ অজেয় থাকবো, ততক্ষণ তাঁর দিগ্বিজয়ী নাম সার্থক হবে না। আর আমি যদি তাঁকে বিচারে পরাস্ত করি—সেইটেই বেশি সম্ভব—তাহ'লে আমিই দিগ্বিজয়ী নাম গ্রহণ করব!

পারা। আপনি কি আমার পিতার নাম জানেন?

সর্ব্বজ্ঞ। জানি। তোমার পিতার নাম শ্রীরামানুজাচার্য্য।

পারা। আপনার বিশ্বাস আছে, আপনি আমার পিতাকে বিচারে পরাভূত করতে পারবেন?

সর্ব্বজ্ঞ। বিশ্বাস কি—মনে ক্ষোভ ক'র না বালক—নিশ্চয় পরাস্ত করব। ওই শকটের উপর স্তূপাকারে কি ছিল দেখেছ?

পারা। ওকি সব শাস্ত্র-গ্রন্থ?

সর্ব্বজ্ঞ। হাঁ। আমি ওই পর্ব্বতপ্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছি। ভারতে যে যেখানে বড় বড় পণ্ডিত ছিল, সকলেই আমার কাছে বিচারে

হার মেনেছে। আমার জ্ঞাতব্য আর কিছু নেই ব'লে, কাশীর সমস্ত পণ্ডিতেরা সভা ক'রে আমাকে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি দান করেছেন। বালক তুমি—বললে বুঝবে না, এরূপ উপাধি এক ঈশ্বর ভিন্ন মানুষে কেউ কখন পায়নি।

পারা। তাহ'লে আপনি ত ঈশ্বরতুল্য। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—আপনিও সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্বজ্ঞ। বালক! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। সর্ব্বজ্ঞ উপাধি যখন নিয়েছি, তখন সে কথা আমাকে বলতে হবে বৈকি। লোকে আমাকে ঈশ্বরতুল্য মনে ক'রেই ভক্তি করে। যার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়েছে, তার আর কিছুই অজানা নেই।

পারা। ব্রহ্মজ্ঞান কি গা?

সর্ব্বজ্ঞ। ও ভুলে গেছি, তুমি যে বালক। ব্রহ্মজ্ঞান যে কি, সে কাউকে বোঝাবার যো নেই।

পারা। (পথ হইতে অঞ্জলিপূর্ণ বালুকা লইয়া) হাঁ সর্ব্বজ্ঞ-ঠাকুর, আমার হাতে কি বলতে পার?

সর্ব্বজ্ঞ। (চমকিতভাবে) কেন বালক, এ বস্তু কি তুমি জাননা? তুমি ত বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা কইছিলে!

পারা। তুমি বলনা।

সর্ব্বজ্ঞ। এর নাম বালুকা।

পারা। এর নাম মানে কি? এর কোনটার নাম বালুকা?

সর্ব্বজ্ঞ। ওঃ! তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। তোমার হাতে বালুকা কণার সমষ্টি।

পারা। এতে কত কণা আছে?

সর্ব্বজ্ঞ। য়্যাঁ-য়্যাঁ, একি বলছ!

পারা। বল—বল।

সর্ব্বজ্ঞ। একি কেউ কখন বলতে পারে!

পারা। সে কি ঠাকুর, সর্ব্বজ্ঞ নাম নিয়েছ, ঈশ্বরের তুল্য হয়েছ—আর আমার এই ছোট অঞ্জলিতে কত বালুকার কণা আছে বলতে পার না? কিন্তু ঈশ্বর বলতে পারেন, সাগরতটে কত বালুকার কণা আছে—সমস্ত পৃথিবীর নদীতীরে কত বালুকার কণা আছে।

সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বর বলতে পারেন বলে কি মানুষে পারে?

পারা। আমি বলছি, নয় কোটী নিরেনব্বুই লক্ষ নিরেনব্বুই হাজার নশো নিরেনব্বুই।

সর্ব্বজ্ঞ। কেমন ক'রে বুঝব তোমার কথা ঠিক কি না?

পারা। এই যে তুমি বললে ব্রহ্মজ্ঞান কাউকেও বোঝান যায় না। আমিই বা কেমন ক'রে বোঝাবো? বিশ্বাস না হয় গুণে দেখ।

সর্ব্বজ্ঞ। হয়েছে হয়েছে। আমি সর্ব্বজ্ঞ নই—হীন অজ্ঞ। হে বালক-বেশী মহাপুরুষ! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমি এই দন্তে তৃণ ক'রে তোমার পিতার পদপ্রান্তে মাথা রাখতে চললুম। ওরে! শকট ফেরা—ও সমস্ত পুঁথিকে কাবেরীর জলে বিসর্জ্জন দিতে হবে।

[প্রস্থান।

অণ্ডালের প্রবেশ।

অণ্ডাল। আয় বালক, শীঘ্র চলে আয়।

পারা। বাবাকে দেখতে পেয়েছো মা?

অণ্ডাল। পেয়েছি—পেয়েছি। আয় ভাগ্যবান্, তোর নরসিংহ পিতাকে জীবনে প্রথম দেখবি। বিলম্ব করিস্ নি, চলে আয়।

পারা। চল্ মা, চল্—বাবাকে দেখার জন্ত আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। হাঁ মা! আমার বাবার নাম কি শ্রীরামানুজ?

অণ্ডাল। (চমকিতভাবে) কি বললি?

পারা। শ্রীরামানুজ।

অণ্ডাল। কে তোকে এ অদ্ভুত কথা বললে?

পারা। কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে আমাকে এই কথা বলে গেল। তার নাম বললে সর্ব্বজ্ঞ-ঠাকুর। আমাকে বাবার নাম ব'লে তার পায়ে মাথা রাখতে সে ছুটে গেল।

অণ্ডাল। তবে দাঁড়া।

পারা। দাঁড়াব কেন মা? বাবাকে দেখবার জন্য যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে—পা যে স্থির থাকছে না।

অণ্ডাল। এই পথে একজন আসছে—সে ছেলেধরা দস্যু। সে তোকে দেখতে পেলেই নিজের ছেলে ব'লে কোলে তুলে নিয়ে যাবে।

পারা। ওমা, তবে আমাকে লুকিয়ে রাখ্ মা—লুকিয়ে রাখ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কানন-পার্শ্বস্থ পথ।

গোবিন্দ ও কুরেশের প্রবেশ।

গোবিন্দ। এ যে আশ্চর্য্য কথা শোনালে কুরেশ!

কুরেশ। সে অদ্ভুত দিবসের কথা আমার মনে পড়ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হ'য়ে উঠছে। তিন দিন তিন রাত অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। আমি জপের মালা হাতে কুটীরে বসে আছি। স্ত্রী জপের মালা হাতে আমার পার্শ্বে বসে আছে। উভয়েই তিন দিন উপবাসী। *সেরূপ দুর্য্যোগে গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হওয়া তার প্রতি

অত্যাচার হয় ব'লে আমি কুটীরের বাইরে পা দিইনি।* তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালও যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অথচ সামান্য তণ্ডুল-কণাও আমার মুখে পড়ল না, *তখন স্ত্রী আমাকে শ্রীরঙ্গনাথের কাছে ভিক্ষা-গ্রহণে অনুরোধ করলে। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলুম না। আমার মনে হ'ল, যেন আমার মত বহু অভুক্ত আজ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-দ্বারে অতিথি। তাদের ভোগাধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মুহুর্মুহু প্রচণ্ড গর্জ্জনে অনন্ত আকাশভাণ্ডারের প্রাচীর চিরে, পথ ক'রে, এক একটা অট্টহাসে যেন পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ধকারের স্তর পৃথিবীতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।* তখন আমার অবস্থা দেখে সাধ্বী আর স্থির থাকতে পারলে না—ব্যাকুল হ'য়ে গুরুনাম উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেললে। আর যেমন তার চক্ষু থেকে এক বিন্দু জল ভূমিতে পতিত হ'ল, অমনি দেখি অর্চ্চক গুরুর আদেশে শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদ নিয়ে সেই বিষম দুর্য্যোগে কুটীরদ্বারে উপস্থিত। দেহের মমতা দূর হয়নি ব'লে আমি স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলুম; এবং প্রসাদ একবার মাত্র মস্তকে ধারণ ক'রে স্ত্রীকেই তা খেতে আদেশ করলুম।*—স্ত্রী আমার আদেশে অমান্য করতে সাহস করলে না। সে সেই প্রসাদান্ন থেকে এক কণা তুলে নিয়ে মুখে দিলে। দেওয়া মাত্র—কি বলব প্রভু, তার মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুস্বেদ পুলককম্প—অণ্ডালের রূপ-জ্যোতিতে ঘরটা আলোকময় হ'য়ে উঠলো। অল্পক্ষণ পরেই অবসন্ন-দেহে অণ্ডাল আমার পদপ্রান্তে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লুম।* সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখলুম—শ্রীরঙ্গনাথ আমার মাথার শিয়রে বসে ব'লছেন—

"কুরপতি! ভক্ত আমার প্রসাদে কিরূপ রসাস্বাদন করে জানবার জন্য তোমার স্ত্রীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলুম। আর বেরুতে পারলুম না। মা আমাকে জঠরমধ্যে আবদ্ধ ক'রেছেন।"

গোবিন্দ। তারপর?

কুরেশ। তারপর, এই দশ বৎসর সূতিকাগৃহে বালারুণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এক নবজাত শিশুকে উদিত হ'তে দেখে, আমি গৃহত্যাগ ক'রেছিলুম। এই সুদীর্ঘকাল পুত্র অথবা স্ত্রীর আর কোনও সংবাদ রাখিনি। এই কয় বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছি।

গোবিন্দ। এখন একবার দেখা কর না কেন। তোমার স্ত্রীত এই নগরোপকণ্ঠেই আছেন।

কুরেশ। গুরুর আদেশ পাইনি, কেমন করে দেখব?

গোবিন্দ। বেশ, আমি দেখতে যাই?

কুরেশ। সে আপনার ইচ্ছা। আপনি গুরুর ভাই—গুরু। আমি দাস। আমি আপনাকে কি বলব?

গোবিন্দ। মহাত্মা কুরেশ! তোমার সেই অপূর্ব্ব ভক্তিময়ী সাধ্বী স্ত্রীকে দেখার লোভ আমি ত্যাগ ক'রতে পারলুম না।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

কুরেশ। একি নারায়ণ, তোমার পূর্ণ কৃপালাভ ক'রেও আমি আজও পর্য্যন্ত মায়ামুক্ত হ'তে পারলুম না! পুত্রমুখ দেখবার জন্য আমার প্রাণ এরূপ বিচলিত হ'য়ে উঠলো কেন? আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। দশ বৎসর তোমার কমণ্ডলু বহন করলুম। তবু তার জলে আমার মোহ মলিনতা ধৌত হ'ল না! রক্ষা কর প্রভু, এ বিষম মমতার আকর্ষণ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

অণ্ডালের প্রবেশ।

একি দেবি, তুমি একা আসছ! আমার পুত্রকে সঙ্গে ক'রে আনলে না?

অণ্ডাল। (প্রণামকরণ) আপনাকে দেখাবার জন্য পুত্রকে সঙ্গে ক'রে আনছিলুম।

কুরেশ। তারপর? বল—বল—বিলম্ব ক'র না। বালককে কোথায় রেখে এলে বল—বিলম্ব ক'র না।

অণ্ডাল। চঞ্চল হবেন না প্রভু!

কুরেশ। আমাকে উপদেশ দিতে হবে না অণ্ডাল! পুত্রকে কোথায় রেখে এলে বল।

অণ্ডাল। তাকে গুরুদেবের আশ্রয়ে রেখে এসেছি।

কুরেশ। আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চল অণ্ডাল।

অণ্ডাল। চঞ্চল হবেন না সন্ন্যাসী! দশ বৎসর সদ্‌গুরু-সঙ্গের যদি এই ফল হয়, তাহ'লে গুরুর মাহাত্ম্যে লোকে সন্দেহ করবে।

কুরেশ। তোমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কি?

অণ্ডাল। শুনুন—আপনার অনুপস্থিতির পর থেকে এই এক যুগ আমি পুত্রকে লোক-অগোচরে পালন করেছি। নিজে নিভৃতে তাকে শিক্ষা দিয়েছি। এই অল্পবয়সেই বহুশাস্ত্র-বিশারদ পুত্র আজ আমার সঙ্গে আমারই মত ব্যাকুল হ'য়ে তার পিতাকে দেখবার জন্য ছুটে আসছিল। এখানে এসে, পথের এক নিভৃত পার্শ্বে তাকে বসিয়ে আমি আপনার সন্ধান করছিলুম।

কুরেশ। তারপর?—বল—আবার নীরব হ'লে কেন অণ্ডাল!

অণ্ডাল। এমন সময় কে এক সর্ব্বজ্ঞ উপাধিধারী সাধুর সঙ্গে বালকের

সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি তার এক স্বতন্ত্র পিতৃ-পরিচয় দিয়েছেন।

কুরেশ। কি রকম—কি রকম?

অণ্ডাল। সেই পরিচয় পেয়ে বালক এতই উৎফুল্ল হয়েছে যে, আপনার অনুমতি বিনা তাকে আর আপনার কাছে আনতে সাহস করছি না। তাঁকে প্রভু গোবিন্দের আশ্রয়ে রেখে আপনার কাছে এসেছি।

কুরেশ। সর্ব্বজ্ঞ-ঠাকুর কি আমার গুরুর নাম করেছেন?

অণ্ডাল। তাই ক'রেছেন। বালকের অসাধারণ ধীশক্তি দেখে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে কথা বেরিয়েছে যে, মহাত্মা রামানুজাচার্য্য তার পিতা।

কুরেশ। ভাগ্যবতী! এ হ'তে শুভ সংবাদ আমাকে শোনাবার তোমার আর ছিল না। মমতা-মুগ্ধ হ'য়ে আমিও ব্যাকুল হ'য়ে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য ছুটে আসছিলুম। গুরু-কৃপায় মধ্যপথে তুমি সে মোহ ভঙ্গ ক'রে দিয়েছ। অণ্ডাল! আমরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী—গুরুর সংসারের একপ্রান্তে স্থান ভিন্ন আমাদের উচ্চাভিলাষ নাই। আমাদের আবার পুত্র কে? মোহ নিজে আজ মোহাচ্ছন্ন হ'ক। স্বর্গের আলোক আপনার বাহুপাশে আপনার বক্ষ আবদ্ধ করুক। যাও দেবি! পুত্রকে এখনি গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলির স্বরূপ অর্পণ কর। গুরুর তৃতীয়-প্রতিজ্ঞা এখনও অপূর্ণ। একটী বৈষ্ণব-শিশুকে পুত্র ব'লে বক্ষে স্থান দিতে পারছেন না ব'লে, মহাত্মা যামুন মুনির তৃতীয় বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। যাও ভাগ্যবতী, গুরুর তৃতীয়-প্রতিজ্ঞা পূরণের সাহায্য ক'রে তাঁকে নিশ্চিন্ত কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাবেরী-তীরের চাঁদনী।

ধনুর্দ্দাসের হস্ত ধরিয়া রামানুজ।

কেশরাশি দিয়া হেমাম্বা-কর্ত্তৃক রামানুজের চরণ-মার্জনা।

অন্তরালে শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম শিষ্য। কি দেখছ ?

২য় শিষ্য। চলে এস, গুরুর এ অধঃপতন চোখে দেখা যায় না।

১ম শিষ্য। ধনুর্দ্দাসের হাত ধরার অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারলে ?

রামা। আহা! কি কোমল হস্ত তোমার! পথ-ভ্রমণে পায়ের ব্যথা তোমার করের স্পর্শমাত্র দূর হয়ে গেল। যাও ধনুর্দ্দাস—তুমি কুরেশকে ডেকে নিয়ে এস। [ধনুর্দ্দাসের প্রস্থান।

১ম শিষ্য। শুনছ ?

২য় শিষ্য। আঃ! তুমি যে ক্ষেপে গেলে দেখছি হে!

রামা। এই সুচিক্কণ কেশরাশি আর কেন কর্দ্দমাক্ত করছ হেমাম্বা? যথেষ্ট হয়েছে। ওঠ—ওঠ। (হেমাম্বার উত্থান)

১ম শিষ্য। শুনছ ?

২য় শিষ্য। আরে মর্—এ কথার ভিতরে কত গভীর অর্থ আছে—তা কে বলতে পারে ?

রামা। তোমার রূপই যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য, তখন তোমার এত দীনতার প্রয়োজন কি ? যাও—নিজের ঘরে গিয়ে নির্জনে ব'সে, রত্নালঙ্কার-ভূষিতা হয়ে এই রূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন কর।

১ম শিষ্য। কি—গভীর অর্থ বুঝছ ?

হেমাম্বা। ভগবানকে কিরূপ চিন্তা করব ?

রামা। সর্ব্বদা মনে করবে—অন্তর্যামীরূপে তিনি হৃদয়ে, আর গুরুরূপে তিনি বাইরে আছেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর কৃপায় যখন ভিতর-বার এক হয়ে যাবে, তখন সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখতে পাবে।

[হেমাম্বার প্রস্থান।

২য় শিষ্য। ও বাবা! এত গভীর অর্থ!

১ম শিষ্য। কেমন? অর্থ এখন মর্ম্মে লাগছে?

২য় শিষ্য। নাও—চলে এস। আরে রাম—আরে রাম।

[শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

কুরেশের প্রবেশ।

কুরেশ। গুরুদেব! মনে আমার বড় একটা ক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে।

রামা। কেন বৎস?

কুরেশ। আপনার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে—

রামা। কিছু মোহাচ্ছন্ন হয়েছে?

কুরেশ। কিছু নয় প্রভু—বিলক্ষণ। তারা আপনার ক্রিয়া-কলাপের অসদর্থ করছে।

রামা। বুঝতে পেরেছি। তা'যদি করে, তাতে ক্ষোভ ক'রে ফল কি! মায়া-মুগ্ধ হওয়াই জীবের প্রকৃতি।

কুরেশ। সে অন্য জীবের পক্ষে। যে জীব আপনার আশ্রয় পেয়েছে, তার বেলায়ও কি এই কথা খাটে! তাহ'লে যে আপনার কৃপাময় নামে কলঙ্ক হবে!

রামা। বেশ, তোমার কৃপা হয়েছে যখন, তখন তাদের মোহ ঘুচে যাবে। কিন্তু তারপর?

কুরেশ। তারপর কি প্রভু?

রামা। এ দেহ ত চিরকাল থাকবে না! অসংখ্য লোকে বিষ্ণুমত গ্রহণ করেছে। এরপর তাদের আশ্রয় দেবে কে? মহৎ আশ্রয় না পেলে তারাও যে কালে মোহগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হবে!

কুরেশ। আপনি যা জানেন না, তা আমি জানব?

রামা। এমন একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষের প্রয়োজন, যিনি বংশানুক্রমিক এই সকল ভক্তদের পালন করতে পারবেন। তাইত কুরেশ, তোমার কথা শুনে আমার যে যামুন-ঋষি-সম্মুখে প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে প'ড়ে গেল! প্রথম প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। তোমার কল্যাণে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হয়েছে। তুমি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন না হ'লে শ্রীভাষ্য রচনা হ'ত না। কুরেশ! তৃতীয় প্রতিজ্ঞা-পূরণের কি হবে?

কুরেশ। কেন দয়াময়, বৈষ্ণবের সে বিভীষিকা আপনি ত দূর ক'রে দিয়েছেন।

রামা। কি রকম ক'রে দূর করলুম কুরেশ?

কুরেশ। কেন, আপনার ত পুত্র আছে!

রামা। আমার পুত্র? হতভাগ্য! এখন দেখছি—মোহ তোমাকেও আচ্ছন্ন করতে ছাড়েনি!

সর্ব্বজ্ঞের প্রবেশ।

সর্ব্বজ্ঞ। কই যতিরাজ, কোথায় আপনি?

রামা। কেন তাকে খুঁজছেন প্রভু?

সর্ব্বজ্ঞ। প্রভু নই—দাস আমি। তাই কেন—দাসানুদাস। এ অধমকে দাসত্বে অঙ্গীকার করুন, নইলে তার মহাপাপ দূর হবে না।

রামা। কে আপনি?

সর্ব্বজ্ঞ। প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তখন বলতে হ'ল। অশেষ শাস্ত্র

অধ্যয়ন করেছিলুম। ভারতের প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাস্ত ক'রে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি লাভ করেছিলুম। আপনিও দিগ্বিজয় ক'রে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসেছেন শুনে, আপনাকেও বিচারে পরাস্ত করতে আসছিলুম। সঙ্গে শকট-পৃষ্ঠে আমার চির-জীবনের অধ্যয়নের রাশি রাশি গ্রন্থ। এখানে উপস্থিত হ'তে না হ'তে পথের মাঝে আপনার পুত্রের কাছে পরাভূত হয়ে গেলুম।

রামা। আমার পুত্র!

সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব পুত্র—অপূর্ব্ব পুত্র—তার এক কথাতেই আমার বিদ্যার অহঙ্কার টুটে গেছে। আমি সমস্ত গ্রন্থ কাবেরী জলে নিক্ষেপ করেছি। আপনার পুত্র মহান্। সে মহানের পিতা আপনি। আপনি 'মহতো মহীয়ান্।' এইবারে আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিন।

রামা। পুত্র বলছ কি বৃদ্ধ! এ মোহ সংক্রামক হ'ল নাকি!

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। গুরুদেব! মোহাপগমে আপনার পুত্রকে দক্ষিণা-স্বরূপ আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত করি। গ্রহণ ক'রে দাসকে চরিতার্থ করুন।

অণ্ডাল ও পারাশরের প্রবেশ।

রামা। এই যে—এই যে! বুঝেছি। এস মা! পুত্র-দর্শন-ভিখারী আমি। নিয়ে এস—নিয়ে এস।

অণ্ডাল। আপনার আশীর্ব্বাদে শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদে এই পুত্ররত্ন লাভ করেছি।

রামা। নিয়ে এস—কাছে নিয়ে এস।

ভাবময় কি অপূর্ব্ব তনু !
বালমূর্ত্তি দেখি নারায়ণ।
বৈষ্ণব-জীবন !
এসো এসো শীঘ্র এসো কাছে।

পারা। পিতা ! পিতা ! প্রণমি চরণে।

রামা। এস বৎস ! বক্ষ-আলিঙ্গন মাঝে—
উন্মুক্ত-হৃদয়-দ্বারে
পিতা তোরে পশিতে করিছে আবাহন।
অভ্যন্তরে সজ্জিত আসন,
পুত্র ব'লে সেথা তোমা করিনু গ্রহণ।
নাম তোর দিনু পারাশর।
চুম্বিয়া অধর, এই সুপবিত্র নাম
অন্তরে মুদ্রিত আমি করিনু তোমার।
জাগহে বালক-ঋষি—
নামামৃত পানে আত্মায় প্রবুদ্ধ হও।

পারা। আত্মায় প্রবুদ্ধ আমি—
হে পিতা, হে পিতামহ, হে মাতা, হে ধাতা,
হে গতি, হে প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ !
ধরিলাম অভয় চরণ—
পুত্র, শিষ্য, দাস-রূপে
করহ আমারে অঙ্গীকার।

রামা। করিলাম অঙ্গীকার। পুত্র—পুত্র তুমি।
আসুরি কেশবাচার্য্য তব পিতামহ।
হে গোবিন্দ ! যে দক্ষিণা দিয়াছ আমারে,

ত্রিলোকে তুলনা নাহি তার।
শুন তাত, আজি হ'তে অন্তরঙ্গ তুমি।
আজি হ'তে সন্তানের লহ শিক্ষা-ভার,
সম্পন্ন করহ যত বৈষ্ণব-সংস্কার।
হে জননী! ধর মোর বংশধরে।
নয়ন আসারে যেথা জননী ইহার
কর্দ্দমাক্ত করিছে মেদিনী—
গোবিন্দের সনে,
ধাত্রীরূপে লয়ে সেথা যাওমা নন্দনে।

চতুর্থ দৃশ্য।

আশ্রম-গৃহের সম্মুখস্থ পথ।

শিষ্যগণ।

১ম, শিষ্য। কেমন—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল?

২য়, শিষ্য। তাইত ভাবছিলুম, প্রভুর শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমনে সকলেই স্ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দাশরথীর স্ফূর্ত্তি নেই কেন?

৩য়, শিষ্য। আমাদেরই বা স্ফূর্ত্তি করবার কি আছে? আমরা বামুনের ছেলে হ'য়ে ঘর ঝাঁট দেব, বাসন মাজবো, ঠাকুরের পরিত্যক্ত বহির্ব্বাস কেচে রাখব—যত সব শূদ্রের কাজ আমাদের ঘাড়ে।

১ম, শিষ্য। তা তোদের যে অন্যায়। যখন গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিতে এসেছিলি, তখন সঙ্গে সঙ্গে একটী ক'রে হেমাম্বা আনতে হয়।

৩য়, শিষ্য। ঠিক বলেছিস্, ঠিক বলেছিস ভাই, বেঁচে থাক্। যার হেমাম্বা নেই, তার সন্ন্যাসও নেই, গৃহ-বাসও নেই। (নেপথ্যে সঙ্গীত)।

১ম, শিষ্য। কি—কি—কি সন্ন্যাসী! শুনছ?

২য়, শিষ্য। নে ভাই—ওদিকে আমাদের লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নেই। ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্। এরূপ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকলে দূষ্য হবে।

[সকলের প্রস্থান।

হেমাম্বার প্রবেশ।

গীত।

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ।

ধনু। এখনও ঘুরছিস্ কেন হেমাম্বা, ঘরে যা।

হেমাম্বা। তুমিও এস না কেন? ঠাকুর ত বিশ্রাম ক'রছেন।

ধনু। আমায় তিনি যেতে আদেশ করেন নি। বোধ হয়, আমার ফিরতে রাত্রি হবে। যদি অধিক রাত্রি হয়, তাহ'লে তুই দরজা খুলে রেখে যেন ঘুমুস্। দেখিস্, যেন আমাকে ডাকাডাকি ক'রতে না হয়।

হেমাম্বা। মিছে যেন দেরি ক'র না। আজ রাত্রি বড় অন্ধকার।

ধনু। কিছু ভয় নেই হেমাম্বা! এ নারায়ণক্ষেত্র। এখানে কেউ তোর

গায়ের ও আবর্জ্জনা গুলোর উপর লোভ ক'রবে না। যদি করে, তাহ'লে সেটা তোর পরম সৌভাগ্য ব'লেই জানবি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আশ্রম-গৃহ।

শুষ্ককরণার্থ চারিদিকে বিস্তৃত গৈরিক-বস্ত্র।

রামানুজের প্রবেশ।

রামানুজের কর্ত্তরী দ্বারা বস্ত্র-কর্ত্তন।

রামা। অহঙ্কার ছিদ্র মধ্য দিয়া
তোমা সবে যে মোহ ক'রেছে আবরণ,
এই করিলাম ছিন্ন চীর বস্ত্রসনে।
মুক্ত হও হে সন্তান!
হও পুনঃ জ্ঞানালোকে প্রবুদ্ধ সকলে।

[ছিন্নবস্ত্র সংগ্রহ ও প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম, শিষ্য। কি মোহিনী জান বঁধু—কি মোহিনী জান। শুনলে ভায়া, বুঝলে?

২য়, শিষ্য। আর শুনে বুঝে কাজ নেই। আর কিছু হ'ক না হ'ক, পর্য্যাপ্ত আহারটা ত প্রাপ্তি হচ্ছে। নে, ও সব মাথা থেকে তুলে দিয়ে, একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি আয়। তাই ত, এ কাজ কে ক'রলে?

১ম, শিষ্য। কি করেছে?

২য়, শিষ্য। এই দেখ্‌না—আমার বহির্ব্বাসের অর্দ্ধেক কে কেটে নিয়েছে। কোন্ পেরিয়া কুকুর একাজ ক'রলে।

১ম, শিষ্য। তাইত, এ যে পরবার উপায় রাখেনি। এ রকম ক'রে কেটে নেবার মানে কি?

২য়, শিষ্য। মানে আবার কি, বহির্ব্বাস কেটে তামাসা হয়েছে। এ কি রকম ছোটলোকের মত তামাসা! জানতে পারলে এখনি তার মুণ্ডপাত করে ফেলি।

১ম, শিষ্য। আরে, সন্ন্যাসী মানুষের কি অত ক্রোধ ক'রতে আছে! তুচ্ছ বহির্ব্বাস।

২য়, শিষ্য। তাহ'লে এ তোরই কর্ম্ম।

১ম, শিষ্য। ফের ব'ললে, এক কিলে তোর দাঁত কটা ভেঙে দেব।

২য়, শিষ্য। তবে রে! ভক্তবিটেল চোর!

১ম, শিষ্য। ছোটলোক নচ্ছার!

তৃতীয় ও চতুর্থ শিষ্যের প্রবেশ।

৩য় শিষ্য। কি হয়েছে—কি হয়েছে—আরে মর্ তোরা এ কি ক'রছিস্!

২য়, শিষ্য। ছাড়ো—ছাড়ো—আমার বহির্ব্বাস কেটে নিয়েছে পাজী। আমি ওকে শিখিয়ে দেব।

১ম, শিষ্য। ছাড়ো—আমি লাথী মেরে ওর দাঁতকটা ভেঙে দেব।

৩য়, শিষ্য। কই দেখি—ওরে আমারও যে কেটে নিয়েছে! আরে ম'ল এ যে সবারই কেটে নিয়েছে!

২য়, শিষ্য। বটে—বটে! তাতো দেখিনি। (জনান্তিকে) ইস্! তোকে

গাল দিলুম, কিন্তু তোর দেখছি একেবারে কিছু রাখেনি! তাহ'লে এ কোন্ শালার কাজ?

৩য়, শিষ্য। তাহ'লে যার কাপড় আস্ত আছে, এ তারই কাজ।

৪র্থ, শিষ্য। ঠিক হয়েছে—তাহ'লে এ মেরিপ্পানের কাজ। তারই কাপড় আস্ত আছে। আর সেই সবার শেষে ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

১ম, শিষ্য। তাহ'লে মার্ শালার মেরিপ্পানকে? (কোলাহল)

পঞ্চম শিষ্যের প্রবেশ।

৫ম, শিষ্য। কি হ'য়েছে রে—পেট ঠেসে রাধাবল্লভী খেয়ে গোলমাল ক'রছিস কেন? তিলিয়েছিস্ বুঝি?

সকলে। মার্ শালার চোরকে।

৫ম, শিষ্য। মার্ কি—মার্ কি—কে চোর? আরে মর্—কি ক'রেছি যে, সকলে প'ড়ে আমাকে মারতে এসেছিস্? গুরু রক্ষা করুন—গুরু রক্ষা করুন।

(সকলের সন্ত্রস্ত অবস্থিতি)

রামানুজের প্রবেশ।

রামা। কি হ'য়েছে বৎসগণ! তোমরা সন্ন্যাসী হ'য়েও এরূপ পরস্পরে কলহ ক'রছ কেন?

১ম, শিষ্য। প্রভু প্রভু! আমাদের অনুপস্থিতিতে কে দুর্ব্বৃত্ত আমাদের ঘরে ঢুকে সমস্ত বহির্ব্বাস কেটে দিয়েছে।

রামা। বেশ, তাই যদি হয়, আমি প্রত্যেককেই এক একখানা নূতন বহির্ব্বাস দেওয়াবার ব্যবস্থা ক'রব। এখন তোমরা সকলে আমার একটী কাজ কর দেখি। আজ রাত্রিতে ধর্ম্মদাসের কুটীরে প্রবেশ ক'রে, তার পত্নীর গায়ের অলঙ্কারগুলি চুরি ক'রে আন দেখি।

আমি ধনুর্দ্দাসকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিকটে রেখে দেব। তোমরা কৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরে এলে, তারপর তাকে বিদায় দেব।

সকলে। আমরা ঠিক যাব—ঠিক চুরি ক'রে আনব।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কুরেশের প্রবেশ।

রামা। এই নাও কুরেশ, (উত্তরীয়ান্তরাল হইতে ছিন্নবস্ত্র বহিষ্করণ) হতভাগ্যদের মোহ এই সকল চীর-বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ ছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহে প্রবেশ ক'রে আমি এগুলোকে কেটে দিয়েছি। তুমি নাও। নিয়ে, এই বস্ত্রাবশেষের সঙ্গে তাদের মোহাবশেষকে ভস্মীভূত কর।

কুরেশ। তাইত প্রভু, গুরুর এত করুণা! শিষ্যকে মৃত্যু থেকে রক্ষা ক'রতে তিনি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রতেও কুণ্ঠিত হন না!

রামা। কেন বৎস, তুমি ত জান—'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপ-হারকাঃ।' শিষ্যের বিত্ত চুরি ক'রতে অসংখ্য গুরু আছেন। আমি তাঁদের মধ্যে একজন।

কুরেশ। আমি মূর্খ—আমি মূর্খ। আপনার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর-বার শক্তি আমার নাই। আমার শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার সমূলে চূর্ণ হ'ক।

[কুরেশের প্রস্থান।

দাশরথির প্রবেশ।

রামা। একি বৎস, তোমাকে এমন বিমলিন দেখছি কেন?

দাশ। গীতার চরম শ্লোকের অর্থ জানবার জন্ত আমি একবার আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছিলুম। সেটা কি আপনার মনে আছে?

রামা। তা এ আর মনে থাকা থাকি কি ? অতি সহজ অর্থ। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ব'লছেন—"সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে রক্ষা ক'রব। হে অর্জ্জুন, তুমি শোক ক'রনা।"

দাশ। আজ্ঞে না প্রভু, অর্থ আপনার পক্ষে সহজ হ'তে পারে। কিন্তু আপনার এ মূর্খ শিষ্যের পক্ষে নয়।

রামা। তুমি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ।—মূর্খ বলে আক্ষেপ ক'র না।

দাশ। আমার শাস্ত্রপাঠকে ধিক্। আর আমার মত শাস্ত্রের বহিরর্থ নিয়ে যারা অহঙ্কারে উন্মত্ত, তাদেরও ধিক্।

রামা। এখন বুঝেছ দাশরথি ?

দাশ। বুঝেছি প্রভু, বুঝেছি। বুঝে আপনারই সম্মুখে নিজেকে শত ধিক্কার দিচ্ছি। কুরেশ আপনার কাছে চরম শ্লোকার্থ বিদিত হয়েছিল ব'লে, আমিও তাই জানতে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম।

রামা। আমি তোমাকে কি উত্তর দিয়েছিলুম ?

দাশ। আপনি বলেছিলেন—"তুমি আমার গুরুর কাছে অর্থ বিদিত হও। কেন না তুমি আমার আত্মীয়। তোমার ভিতরে কি দোষগুণ আছে, মমতাবশে তা দেখতে পাব না।" আপনার আদেশে আমি সেই মহাত্মার কাছে গিছিলুম। কৃপা ক'রে তিনি আমাকে সেবা ক'রতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ছয়মাস আমার সেবা গ্রহণের পর তিনি আমাকে আবার আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রামা। তাইত! অন্তর্য্যামী মহাত্মা তোমার সমস্ত দোষগুণ জেনেও তোমাকে আবার আমারই কাছে পাঠিয়ে দিলেন! কিন্তু তুমি যে এখনও আমার যে আত্মীয় সেই আত্মীয় দাশরথি! তোমার শ্লোকার্থ গ্রহণের অন্তরায় আমি যে বুঝতে পারছি না! থাক্, বুঝতে

না পারি তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যখন ছয়মাস ধ'রে সেই মহা-পুরুষের সেবা ক'রেছ, তখন তুমি চরম শ্লোকার্থ গ্রহণের উপযুক্ত। ভাল, কুরেশকে অর্থগ্রহণের পূর্ব্বে কি ব্রতগ্রহণ ক'রতে আদেশ ক'রেছিলুম তোমার জানা আছে?

দাশ। আমি জানি কুরপতি একমাস অনশনব্রত গ্রহণ ক'রেছিল।

রামা। অনশনব্রত কি জান?

দাশ। এক হ'চ্ছে অন্নের কণামাত্র গ্রহণ না করা। আর হচ্ছে, জীবন-ধারণোপযোগী মুষ্টিভিক্ষার ভোজন করা। কেন না, শাস্ত্রে বলেছে ভিক্ষান্ন ভোজন অশনের মধ্যে গণ্য নয়।

রামা। তুমি জান, কিন্তু কুরেশ তা জানতো না দাশরথি! সে চরমশ্লোকার্থ জানবার জন্য যেদিন আমার নিকটে উপস্থিত হয়, সেদিন আমার মনে আছে। আমি গুরুর কাছে শ্লোকার্থ জানবার জন্য তাঁর আদেশে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রেছিলুম। আমিও কুরেশকে তাই করতে বলেছিলুম। কুরেশ শুনে আমাকে বলেছিল, "প্রভু! জীবন ক্ষণ-বিধ্বংসী। যদি একবৎসর আমি জীবিত না থাকি? অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারি, এমন কোনও ব্রতগ্রহণে আমাকে আদেশ করুন।" আমি তখন তার কাছে এই ব্রতের কথা উত্থাপন করলুম। এমনি তার তীব্র বৈরাগ্য দাশরথি, যে, ব্রতের কথা শোনামাত্র সে আমারই সম্মুখে তা গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করলে! একমাসের অনশনে তার বহু দিনের সেই ঐশ্বর্য্য-পুষ্ট দেহ থাকবে কিনা সে একবার ভেবেও দেখলে না! তখন আমি চিন্তাকুলিত হয়ে পড়লুম। তার জীবন-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে আমি ভগবানকে স্মরণ করলুম। অমনি ভিক্ষান্ন সম্বন্ধে শাস্ত্রমত আমার স্মরণে এলো। নইলে কুরেশের কি হ'ত দাশরথি?

দাশ। প্রভু! এখন বুঝেছি, কুরেশই সে মহাবাক্যের অর্থ-গ্রহণের এক-মাত্র আপনার যোগ্যশিষ্য। আমি নই। ভিক্ষান্নগ্রহণে জীবননাশের সম্ভাবনা নেই জেনে আমি অনশনব্রত গ্রহণে সাহস করেছিলুম। আমি আত্মপ্রতারক। শুধু তাই নই, আমি কুরেশের উপর ঈর্ষা ক'রেছি। আমি শরণাপন্ন পাপী—আমাকে রক্ষা করুন।

রামা। আত্মগ্লানি ক'রনা দাশরথি! চরমশ্লোকার্থ গ্রহণে তোমারও যোগ্যতা এসেছে। তুমি আশ্বস্ত হও। কে একটী স্ত্রীলোক এইদিকে আসছেন দেখত।

দাশ। আপনার গুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণের কন্যা দেবী অত্তুলা।

রামা। তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। গুরুকন্যা কিজন্য আসছেন আগে জেনে, পরে তোমার সঙ্গে পুনরায় কথা কচ্ছি।

অত্তুলার প্রবেশ।

অত্তুলা। ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

রামা। কি প্রয়োজন, বল ভগিনী।

অত্তুলা। আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটে কোন জলাশয় নেই। আমাকে প্রতিদিন এক পোয়া পথ দূরে এক পাহাড়ের তলায় এক দিঘী থেকে জল আনতে হয়। শুধু জল আনতে হ'লে কোনও আপত্তি ছিল না। সংসারের কোন কাজ শাশুড়ী দেখেন না। রাঁধা বাড়া, জল তোলা, বাসনমাজা—এক রকম সমস্ত কাজই আমাকে ক'রতে হয়। বাড়ীর কাজ সেরে জল আনতে রোজই প্রায় বেলা যায়। সন্ধেবেলায় সেই পাহাড়ের তলায় যাতায়াত ক'রতে আমার বড় ভয় করে। আমি সেই কথা একদিন শাশুড়ীকে বলেছিলুম। (চোখে অঙ্গুলি দান)

রামা। শাশুড়ী সেইজন্য তোমাকে তিরস্কার করেছেন? আমি বুঝতে পেরেছি ভগিনী, তার পর কি বল!

অতুলা। আমায় তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ক'রে শেষে বললেন—"বড় লোকের বেটী! আসবার সময় একজন রাঁধুনী আনতে পারিস্‌নি! না-ভাড়া-করা কে তোর জল তুলতে যাবে?'

রামা। তার পর?

অতুলা। আমি এখানে এসে বাবাকে এই কথা বলেছিলুম।

রামা। তিনি শুনে কি বললেন? রোদন কেন ভগিনী? আমি তোমাদের দাস। আমার কাছে বলতে সঙ্কোচ কেন?

অতুলা। তিনি বললেন—"ওসব কথা আমার কাছে বলা বৃথা। বলবার কিছু থাকে, তোমার ভ্রাতা রামানুজকে গিয়ে বল।"

রামা। কবে শ্বশুরবাড়ী তোমাকে যেতে হবে?

অতুলা। আজই।

রামা। আজই?

অতুলা। আজ কেন—এখনই। বাপের বাড়ী আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, নিয়ে যাবার জন্য শাশুড়ী লোক পাঠিয়েছেন।

রামা। তবেই ত বিপদে ফেললে ভগিনী! একজন সুপাচক ত দেখে দিতে হবে! নইলে আবার তুমি শাশুড়ীর তিরস্কার খাবে। তাইত দাশরথি, কাকে পাঠাই?

দাশ। কেন প্রভু, আপনিত আমার রন্ধনের প্রশংসা করেন।

রামা। তুমি যাবে দাশরথি!

দাশ। আপনি অনুমতি ক'রলেই যাই।

অতুলা। সে কি, উনি যাবেন কি! পিতার কাছে শুনেছি, উনি পরম

পণ্ডিত। আমার পিতাই ওঁকে শ্রদ্ধা করেন। উনি হীন পাচকের কার্য্য ক'রবেন কি!

রামা। আমি এ কাজ করতে পারলে ভাগ্য মনে ক'রতুম। এ যে আমার ভাগিনেয়।

অত্তুলা। হা আমার দুর্ভাগ্য!

রামা। যাও দাশরথি, ভগিনীর সঙ্গে যাও।

দাশ। চল মা!

রামা। কাজে ত কিছু হীন আর বড় নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কাজটা করা যায়, তাতেই কার্য্যের গুরুত্ব আর হীনত্ব দৃষ্টি হয়। যাও দাশরথি, অভিমান-শূন্য হওয়া-রূপ সুমহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি যে লোকের চক্ষে এই হীনকাজ করতে চলেছ, তাতেই তুমি পূর্ণকাম হও—চরম শ্লোকের অর্থ লাভ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুটীরাভ্যন্তর।

হেমাম্বা।

হেমাম্বা। বুঝতে ত পারলুম না—বুঝতে ত পারলুম না! ঠাকুর আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজতে বললেন—আমিত তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না! না বুঝে, এই ছাই-ভস্ম-গুলো গায়ে পরলুম! তাঁর পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখলেই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হ'ত! এখন এগুলোতে গায়ে যে বিষের জ্বালা ধ'রে গেল! হে গুরু, হীনমতি রমণী আমি। নীচবুদ্ধি পরিত্যাগ করতে পারিনি ব'লে, তোমার বাক্যের এই কদর্থ

করেছি। দয়া ক'রে আমাকে এ আবর্জনার ভার থেকে মুক্ত কর। আমি তাহ'লে তোমার পদরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে ধন্য হই।—তাইত কারা যেন, এদিকে আসছে না! অন্ধকারে টিপে টিপে পা ফেলে আসছে। নারায়ণ! তুমিই কি আমাকে মুক্ত করতে আসছ? বুঝতে পারছি না। আমার ঘরেই যেন আসছেন। (শয়ন ও নিদ্রিতাবৎ অবস্থিতি) জয় গুরু—জয় গুরু—জয় গুরু।

শিষ্যগণের প্রবেশ, হেমাম্বার নিদ্রা-পরীক্ষা ও অর্দ্ধাঙ্গের অলঙ্কার গ্রহণ।

[হেমাম্বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শিষ্যগণের পলায়ন।

এ কিরকম হ'ল! কি অপরাধ করলুম—কি অপরাধ করলুম? দয়াময়! মুক্ত করতে করতে অমুক্ত রেখে গেলে!

ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ।

ধনু। এখনও জেগে আছিস্ হেমাম্বা! একি! তোর অর্দ্ধাঙ্গের অলঙ্কার কি হ'ল?

হেমাম্বা। তোমার তিরস্কারের পর আমার মনে বড়ই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। তুমি জান না, আজ গুরু আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজতে আদেশ করেছিলেন। আমি মতিহীনা তাঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে, যেখানে যা অলঙ্কার ছিল, সব দিয়ে আজ গা সাজিয়েছিলুম।

ধনু। তারপর?

হেমাম্বা। তারপর জ্বালা। এগুলো যেন কাঁটার মতন আমার গায়ে বিঁধতে লাগল। তখন কি করি, মুক্ত হবার জন্য ব'সে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলুম। প্রার্থনা করতে করতে দেখি, নারায়ণ আমাকে মুক্ত করতে একেবারে চোরের বেশ ধ'রে তোমার ঘরে উপস্থিত।

ধনু। তারপর—তারপর ?

হেমাম্বা। আমি চুপ ক'রে চোক বুজে প'ড়ে গুরু-চিন্তা করতে লাগলুম। ঠাকুর এক অঙ্গের সব অলঙ্কার খুলে নিলেন। একপাশ চেপে পড়েছিলুম। সেইজন্য অন্য অঙ্গের অলঙ্কারগুলো তাঁকে দেবার জন্য যেমন আমি পাশ ফিরেছি, অমনি ঠাকুর দেখতে দেখতে উধাও।

ধনু। আ হতভাগী, মুক্ত হবার এমন সুযোগ পেয়েও হারালি! তোমার নীচবুদ্ধি আজও গেল না! দয়াময় অপার করুণায় তোমাকে মুক্ত করতে এলেন, তুমি তাঁকে অহঙ্কারে দয়া দেখাতে গেলে! তোমার হুকুমে তিনি তোমার এই আবর্জনাগুলো নিতে এসেছেন মনে করেছিলে ?

হেমাম্বা। এখন কি হবে ?

ধনু। কি আবার হবে! নিজের বুদ্ধির দোষে আধপোড়া হয়ে বসে থাক্।

শিষ্যগণ-সহ রামানুজের প্রবেশ।

রামা। কিহে সাধুর দল, শুনলে ?

ধনু। একি—একি—হেমাম্বা হেমাম্বা—কি দেখছিস্ ?

হেমাম্বা। একি করলে ঠাকুর—নীচ-গণিকার কুটীরে—এ যে বড়ই অন্যায় দয়া ঠাকুর ?

রামা। শুনলে ? সামান্য চীর-বস্ত্রের মমতায় তোমাদের আচরণ, আর বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের উপর ঘৃণায় এদের আচরণ। এই দুই আচরণের তুলনা কর। তুলনা ক'রে বল, ব্রাহ্মণ তোমরা—না এরা ?

১ম শিষ্য। চণ্ডাল—চণ্ডাল—আমরা তুলনায় চণ্ডাল। এঁরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

সকলে। অনুতাপ—অনুতাপ।

১ম শিষ্য। রক্ষা করুন গুরু, মহাপাপীদের রক্ষা করুন।

রামা। দাও মা, অবশিষ্ট অলঙ্কার আমাকে ভিক্ষা দাও। অলঙ্কার তোমার রূপের স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ বহুস্থানে আবৃত ক'রে রেখেছে। এ হতভাগ্যেরা তোমার নিরাভরণ অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দেখে ধন্য হোক। মা! ভারতের সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন ক'রেও আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তাই আজ সশিষ্য, ভক্তের আশ্রম দর্শন ক'রে পূর্ণ-তৃপ্তি লাভ করতে এসেছিলুম। পূর্ণ-তৃপ্তি লাভ করলুম। জগতের কল্যাণার্থ একদিন যে ব্রাহ্মণ দেবতাকে বক্ষের পঞ্জর দান করেছিল, আজ তাঁরই বংশধরদের কল্যাণে, তোমার সমস্ত অলঙ্কার দেহ-বিচ্যুত হয়ে বজ্রের আঘাতে তাদের মোহের মস্তক চূর্ণ করুক।

(ধনুর্দ্দাস-কর্ত্তৃক হেমাম্বার অলঙ্কার উন্মোচন ও রামানুজকে প্রদান।)

সপ্তম দৃশ্য।

গৃহ-প্রাঙ্গণ।

অতুলা ও কলস স্কন্ধে দাশরথি।

অতুলা। অভিমানের বশে এ আমি কি ক'রলুম সাধু? তোমার মতন পরম জ্ঞানী মহাপুরুষকে আমি হীন পাচকের কাজে নিযুক্ত ক'রলুম!

দাশ। আক্ষেপ ক'র না মা! তুমি আমাকে পরম শ্রেয় দান করেছ। আমি তোমাকে রহস্য করিনি। তোমার সেবা গ্রহণের আমি যা পুরস্কার পেয়েছি—অধিক আর কি বলব—তোমার মহাত্মা পিতার সেবাতেও তা লাভ করিনি। গুরু করুণা ক'রে ভাগ্যে তোমার সেবায় আমাকে অনুমতি করেছিলেন, তাই সে অমূল্য রত্ন আমার

লাভ হয়েছে। তোমার কৃপায় আজি আমি পাপমুক্ত। আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

অতুলা। কি রত্নলাভ হ'য়েছে? আমার শ্বশুর শাশুড়ীর বাক্যবাণ? নিত্য জর্জ্জরিত হ'চ্ছ—দেখছি। চক্ষু জলে ভ'রে যাচ্ছে—কিন্তু পলকের ভিতরেই তাকে শুকিয়ে ফেলছি—বাইরে একবিন্দু ফেলতে পারি না।

দাশ। তারা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন। আমি যতকাল বাঁচবো, ততকাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁদের কৃপায় চরম শ্লোকার্থ আমার বিদিত হয়েছে।

অতুলা। দাও, কলসী আমাকে দাও। তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত। সে পরিশ্রম কি, আমি জানি। অসহ্য হ'য়েছিল ব'লে আমি বাবাকে ব'লেছিলুম। দাও, কলসী আমাকে দিয়ে একটু বিশ্রাম কর।

দাশ। এ পরিশ্রমটা আজ আমারই দোষে হয়েছে। আমি পথে এক স্থানে বিলম্ব ক'রে ফেলেছি। তাই পাছে তোমার শাশুড়ীর বিরক্তির কারণ হই, সেইজন্য একটু ছুটোছুটি ক'রে আমাকে জল আনতে হ'য়েছে। মা! তোমার মনে দেখছি আমার মুক্তির কামনা জেগে উঠেছে।

অতুলা। মহাত্মন্! আর যে তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারছি না।

দাশ। তা বুঝতে পেরেছি। আমারও বুঝি এখানে আর থাকা হ'ল না।

অতুলা। কেন—কেন? তোমাকে কি শ্বশুর শাশুড়ী আজও কোন কটু বলেছেন?

দাশ। সে দিক দিয়ে আমাকে দেখছ কেন মা? তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর বাক্য একদিনও আমার কানে ওঠেনি। আজ আমার আত্ম-গোপন বুঝি রইল না। গ্রামের দেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে একজন সাধু শাস্ত্র

ব্যাখ্যা ক'রছিলেন। বহুলোক তাঁকে বেষ্টন ক'রে তাঁর ব্যাখ্যা শুনছিল। ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হই। দেখি, তিনি শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা ক'রছেন। সে ব্যাখ্যা শুনে শ্রোতাদের অনিষ্ট হবে বুঝে, বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাঁর ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শন ক'রতে হয়।

অতুলা। তারপর ?

দাশ। প্রথমে ত সকলেই আমাকে তীব্র তিরস্কার ক'রে উঠলো। হীন পাচক জ্ঞানে আমাকে নানারূপ রহস্য করলে। কিন্তু আমি নিবৃত্ত হলুম না। আমি তাদের যথার্থ ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিলুম। শুনিয়ে, আর তাদের মতামত শোনবার অপেক্ষা না ক'রে সে স্থান থেকে দ্রুত চলে এসেছি। (নেপথ্যে কোলাহল) ওই বুঝি তারা এদিকে আসছে।

অতুলা। শ্রীরঙ্গনাথ কি এমন ক'রবেন! আমি এখন শতবার সে দিঘী থেকে জল আনতে প্রস্তুত আছি। ঠাকুর তোমাকে মুক্ত করুন।

অতুলার শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও জনগণ।

শ্বাশুড়ী। এমন কাজও করে মা! তিরস্কার করেছিলুম ব'লে তার এমন শোধ নিয়েছ! আমাদের সকলকে নরকে পচাবার ব্যবস্থা করেছ!

শ্বশুর। বাবা! রক্ষা কর। কত কি বলেছি—রক্ষা কর।

শ্বাশুড়ী। বাবা! এই একমাত্র বংশধর—দেবতা-বউ ঘরে এনেছিলুম, তা জানি না। রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।

শ্বশুর। গোলমাল হ'য়ে গেছে বাবা—বামুনের ঘরের মুখ্খু।

বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ। আমি আবার নিরেট—ঠকিয়ে পয়সা খাচ্ছিলুম। রক্ষে কর বাবা! যে শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই জানি না, সেই শাস্ত্রকেই উপার্জ্জনের উপায় ক'রেছিলুম। (প্রণাম করণ।)

দাশ। করেন কি—করেন কি—বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ! করেন কি!

বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ। বয়সেতে বৃদ্ধ নয় বাবা—বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে। তুমি অতি বৃদ্ধ—গুরু—নারায়ণ।

শ্বাশুড়ী। বউ-মা! প্রণাম কর—প্রণাম কর।—(অতুলার প্রণাম)

দাশ। হাঁ হাঁ—পরম-গুরুকন্যা—পরম-গুরুকন্যা। (প্রতিপ্রণাম)

সকলে। ধরা পড়েছেন—ধরা পড়েছেন! জয়, আচার্য্য মহারাজকি জয়?

দাশ। এসব কথা আপনাদের কে বললে?—একি! দেবরাজ মুনি—আপনি?

যজ্ঞমূর্ত্তির প্রবেশ।

যজ্ঞ। আমিই বলেছি ভ্রাতঃ—বাধ্য হ'য়ে ব'লেছি। গুরুর জন্মভূমি পেরেমবেদুরে বৈষ্ণব-মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেখানে ভক্তগণের একান্ত ইচ্ছায় প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হবে। আপনি আচার্য্যের শিষ্যগণের প্রধান। তাই তাঁর সমস্ত ভক্তে আপনাকে স্মরণ করেছেন।

দাশ। গুরুর আদেশ?

যজ্ঞ। গুরু বলেছেন, দাশরথীর চরমশ্লোকার্থ লাভ হয়েছে। সে আজ ছিন্ন সংশয়। দেখে এসো, বিপন্ন জীব আজ তার শরণ প্রার্থী। প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি পূজায় তারই শ্রেষ্ঠ অধিকার।

দাশ। কেন, কুরেশ?

যজ্ঞ। রাজা কৃমিকণ্ঠ তাকে বন্দী করিয়ে নিয়ে গেছেন।

দাশ। একি কথা ব'লছেন মহাত্মন্?

যজ্ঞ। সে মহাপুরুষের জন্য দুঃখ করবেন না। প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে তার তুল্য ভাগ্যবান আর কেউ নেই। রাজা আমাদের গুরুজি

মহারাজকে বন্দী ক'রতে লোক পাঠিয়েছিল। কুরেশ নিজেকে গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, স্বেচ্ছায় বন্দী হ'য়ে গুরুজি মহারাজকে রক্ষা ক'রেছেন।

দাশ। মহাভাগ! আজ সমস্ত পৃথিবী গুরুর মহিমা দর্শন ক'রবে। মা! তাহ'লে আমাকে বিদায় দাও।

সকলে। সে কি—বিদায় কি? তা হ'লে আমাদের উপায়?

দাশ। তোমরা কি চাও?

সকলে। আশ্রয়—আশ্রয় দাও প্রভু!

বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ। আমরা সপ্তগ্রামের প্রতিনিধি। তাদের হ'য়ে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রতে এসেছি।

দাশ। তা হ'লে সকলে আমার অনুগমন কর। তোমাদের শ্রীগুরুর আশ্রয় দান করি।

অষ্টম দৃশ্য।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

কৃমিকণ্ঠ, রাজপুরোহিত ও পারিষদ্‌বর্গ।

কৃমি। তুমি থামো, আমাকে বোঝাতে হবে না।

১ম, পারি। তোমার চেয়ে ঠাকুর, মহারাজার অনেক বুদ্ধি বেশি।

রাজ-পুর। লোকে বলছে, যাকে ধ'রে আনা হয়েছে তিনি রামানুজ ন'ন।

কৃমি। বলুক—আমি লোকের কথাতেই কি ভুলে যাব? আমি সেই বুড়ো রাজা নই।

রাজ-পুর। কেউ কেউ শুনেছে যে, তাঁর এক শিষ্য নিজেকে রামানুজ ব'লে পরিচয় দিয়ে ধরা দিয়েছে।

কৃমি। হেঃ—হেঃ—হেঃ—এ বুড়োঠাকুর একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে।

(পারিষদবর্গের হাস্য)

১ম, পারি। ও শুধু পুরুত-ঠাকুর নয়, কর্ত্তারাজার দলকে দল।

কৃমি। এ কি আমার বাড়ী ননী মাখম খেতে আসছে যে, একজনের নাম নিয়ে আর একজন আসবে! এখানে এসে আমার আদেশ শুনতে যদি এতটুকু দেরি করে, তা হ'লে হয় শূল—নয় শাল। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—যাও—যাও—সে পুরোণো মরচে ধরা বুদ্ধি এখানে চলবে না।

(কৃমিকণ্ঠ ও পারিষদগণের হাস্য)

কুরেশকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ।

রাজ-পুর। মহারাজ! দেখে আমার মনে হ'চ্ছে—

কৃমি। চোপ্—কিরে, ধ'রে এনেছিস্?

১ম, প্রহরী। বহুকষ্টে ধ'রে এনেছি মহারাজ! সহজে কি ধরা দেয়!

কুরেশ। মহারাজ! আপনার কল্যাণ হ'ক। আপনার সঙ্গে সমস্ত চোল-রাজ্যের কল্যাণ হ'ক।

কৃমি। হেঃ হেঃ হেঃ—আশীর্ব্বাদ হচ্ছে—

(সকলের হাস্য)

কুরেশ। আশীর্ব্বাদ নয় মহারাজ, নারায়ণের কাছে প্রার্থনা।

কৃমি। তোর নাম কি?

কুরেশ। সন্ন্যাসী আমি—নাম বহুদিন নারায়ণে অর্পণ ক'রেছি।

কৃমি। ওসব ছাঁদা কথা ছাড়্। বল্, তুই রামানুজ কি না?

কুরেশ। আমার নাম বৈষ্ণবদাস।

কৃমি। কি বললি! এখনি জিব কেটে ফেলবো। নইলে এখনও বল্, তুই রামানুজ কি না?

কুরেশ। সেই আমি, আমিই সেই।

কৃমি। হেঃ হেঃ হেঃ—ধমকে সত্য ব'লে ফেলেছে।

১ম, পারি। কি ঠাকুর—কি ঠাকুর?

(সকলের অনুকরণ ও হাস্য)

রাজ-পুর। সত্যসত্যই আপনি রামানুজাচার্য্য?

কৃমি। হেঃ হেঃ হেঃ—ভীমরতি—বিদায়—বিদায়।

সকলে। বিদায়—বিদায়—

[রাজপুরোহিতকে লইয়া ১ম পারিষদের প্রস্থান।

কৃমি। এখন বল্, শিবের পর আর নেই। এই কথা ব'লে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মত্যাগ ক'রে শৈব-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্।

কুরেশ। সীমানির্দ্দেশ কেমন ক'রে করব মহারাজ! আমার ভগবানের অন্ত নেই। তাঁর পরেও আবার তিনি।

কৃমি। তবেরে পাষণ্ড! বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ত্যাগ করবিনি?

কুরেশ। জ্ঞানসিন্ধু শঙ্কর বৈষ্ণব-চূড়ামণি। আমি বৈষ্ণব নই একথা বললে যে তাঁরই অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়।

কৃমি। তবেরে দুর্ম্মতি,—শূলে দাও—শূলে দাও। জল্লাদ!

এক দিকে জল্লাদ, অপর দিকে রাজকুমারীর প্রবেশ।

রাজ-কুমারী। রক্ষা কর রাজা, রক্ষা কর। একদিন যিনি তোমার ভগিনীকে রক্ষা ক'রেছেন, তোমার বংশের মান রক্ষা ক'রেছেন, তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার আদেশ দিয়ো না।

কৃমি। কে তোমাকে এখানে আসতে ব'ললে?

রাজ-কুমারী। তোমার নিষ্ঠুর আচরণ। সাবধান রাজা, ধর্ম্মান্ধদের পরামর্শে মহাপুরুষের উপর অত্যাচার ক'র না।

ক্রমি। একে ধ'রে নিয়ে যাও—ধ'রে নিয়ে যাও। সঙ্গে কে এসেছিস্—নিয়ে যা'—নিয়ে যা।

রাজ-কুমারী। তা হ'লে তুমিত থাকবেই না। এ রাজবংশ থাকবে না, দেশ থাকবে না।

[রাজকুমারীর প্রস্থান।

ক্রমি। আঃ! কি আপদ!

১ম, পারি। শুভকর্ম্মে কত বাধা!

ক্রমি। আচ্ছা যাক্, দিদিকে যখন আরোগ্য ক'রেছে, তখন আর মেরে ফেলে কাজ নেই। দুরাত্মার চোক তুলে নে। তাতে মেরে ফেলার চেয়ে বেশি মজা হবে।

সকলে। ঠিক—ঠিক মহারাজ! তাতে বেশি মজা হবে।

ক্রমি। বজ্জাৎ হবার সুখ হাড়ে হাড়ে বুঝবে। নে, বেটার চোক তুলে নে।

সকলে। চোক তুলে নে।

(জল্লাদ কর্ত্তৃক কুরেশের চক্ষুরুৎপাটন)

কুরেশ। এ দেহ মন-প্রাণ তুই গুরু-চরণে নিবেদন ক'রেছিস্। এ দেহ যদি জ্বালায় কাতর হয়, তা হ'লে বুঝব তুই মিথ্যাবাদী। ঠিক থাক্, ভাই ঠিক থাক্। আহা! চর্ম্ম-চক্ষুর বিনিময়ে এ কি অপূর্ব্ব চক্ষু এ দেহকে দান করলে গুরু! ওই যে গোপুরদ্বারে শ্রীরঙ্গনাথ আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্ত বাহুপ্রসারিত ক'রেছেন।

ক্রমি। মাটী হাতড়াচ্ছে—মাটী হাতড়াচ্ছে!

সকলে। কি মজা—কি মজা!

কুরেশ। যাচ্ছি—যাচ্ছি—প্রসারিত আলিঙ্গন—লোভ সম্বরণ ক'রতে পারছি না—যাচ্ছি যাচ্ছি।

(পুনঃপুনঃ উত্থিত পতিত)

কৃমি। হো-হো—হো—কি আচার্য্য, শ্রীরঙ্গমে যাচ্ছ নাকি?

সকলে। যাও যাও—সোজাপথ।

রাজপুরোহিতের প্রবেশ।

রাজ-পুর। পালাও মহারাজ, পালাও।

কৃমি। কি—কি—

(নেপথ্যে কোলাহল—সকলের ভীতি-প্রদর্শন)

রাজ-পুর। না, না—আর কোথায় পালাবে? তোমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হ'য়েছে। ওই সচল অগ্নিশৈল তোমাদের সকলকে ভস্ম রাশি করতে ছুটে আসছে। মহাপুরুষের কোপানলে চোলরাজ্য এইবারে ক্ষার হ'ল।

কৃমি। কই—কই? তাইতরে—ওকিরে!

১ম, পারি। আগুনইত বটে মহারাজ!

সকলে। [illegible]।

(সকলের পলায়নের চেষ্টা)

রামানুজের প্রবেশ।

রামা। নরপিশাচ! পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নিশ্চল হ'।

(রাজপুরোহিত ব্যতীত সকলের পতন)

কুরেশ—প্রিয়তম কুরেশ! শ্রীবরদ-সমীপে শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।

কুরেশ। চর্ম্মচক্ষুর বিনিময়ে দিব্যচক্ষু দিয়েছ—আবার কি বর নেবো নারায়ণ!

রামা। প্রিয়তম! তুমি অন্ধ থাকতে জলভারাক্রান্ত চক্ষে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।

কুরেশ। বেশ, তাহ'লে যাদের করুণায় আমি গুরু-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি, তাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন।

রামা। ওঠ্ হতভাগ্যেরা—সাধুর অহেতুকী করুণা—মুক্ত হ'।

কৃমি। তাইত, এ কি রকম হ'ল! এক জনের জন্য আর একজন প্রাণ দিতে এলো! আমি যাকে যন্ত্রণা দিয়ে আমোদ করতে গেলুম, সেই—সেই আমার কল্যাণ কামনা করলে! এই বৈষ্ণব—এই বৈষ্ণব?

রামা। এ বরে আমি তুষ্ট হলুম না। কুরেশ! তোমার দেহ সে আমারই দেহ। শ্রীবরদের কাছে আবার বর চাও। আমার ইচ্ছা, তুমি চক্ষু পুনঃ প্রাপ্ত হও। (কুরেশের উত্থান) নাও রাজা, আমি রামানুজ। আমাকে শাস্তি প্রদান কর।

কৃমি। শাস্তি দেব—শাস্তি দেব—আমি মূর্খ, নিষ্ঠুর, নরাধম, প্রেত—(পদধারণ) সমস্ত চোলরাজ্যের সঙ্গে এই পাষণ্ডকে তোমার পায়ে জড়িয়ে দিলুম। আমাকে মারতে হয় মারো, রাখতে হয় রাখো। তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর ইচ্ছাময়!

রামা।

মহাপুরুষের আগে পেয়েছ করুণা,
নির্ভয় সংসারে আজি তুমি।
উঠ হে রাজন্,
বৈষ্ণবে নাশিতে আগে
করেছ যে অস্ত্র উত্তোলন,
সেই অস্ত্রধারী—চির জাগ্রত প্রহরী
ভ্রম রাজা আজি হ'তে মহাত্মার সনে।

[প্রস্থান।

কৃমি। (কুরেশের পদ ধরিয়া)

গুরুদেব!

অধম-তারণ!

নিজ অঙ্গে অঙ্গীকার করিয়া যাতনা,

এইরূপে যুগেযুগে করিতেছ

মোহান্ধের ত্রিতাপ বিনাশ।

অন্য কথা কি কহিব আর—

চরণের রেণুরূপে হতভাগ্যে কর অঙ্গীকার।

কুরেশ। এস রাজা, নদ উপনদসম

পরস্পরে মিলিয়া গলিয়া,

মহাসিন্ধু কোলে সবে লইগে আশ্রয়।

নবম দৃশ্য।

জমাম্বা।

পেরেমবেদুর।

আশ্রম-কুটীর-সংলগ্ন আম্র-কানন।

জমাম্বা। লভিলাম জন্মান্তর স্মৃতি,

তবুও ত ঘুচিল না দুর্গতি আমার!

সরযূ-সলিল-স্নিগ্ধ ধীর-সমীরণ

ত্রেতা হ'তে বহিয়া বহিয়া

অতি সন্তর্পণে ঢালিছে শ্রবণে

পরিত্যক্তা-সতীর সে করুণ-ক্রন্দন।

পশিয়া মরমে মোর, শত শিহরণে
জাগায় প্রাণের জ্বালা।
বলে, "শুনগো ভগিনী,
ত্রিলোক-পূজিত পতি যার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণাধার—
জায়া তাঁর বিনা অপরাধে
হয় যদি নির্ব্বাসিতা বনে,
কি উল্লাস জাগে তার প্রাণে
নিজ অবস্থার সনে মিলায়ে মিলায়ে
স্পন্দন স্পন্দনে গেঁথে লও।
এক বৃন্তে জাগুক জ্বলিয়া
ব্যাকুল করিয়া দু'টী যুগান্তের কূল
দু'টী ভগিনীর দু'টী জ্বালাময়ী ফুল।"
জীবমুক্তি-দাতা স্বামী
কাঞ্চীপুরে ঘরের দুয়ারে,
আমি আঁধারে পুরিয়া অশ্রুজল
দুরদৃষ্ট চেড়ীর বেষ্টনে
আবদ্ধ রয়েছি নিজ আশ্রম-কাননে।
স্থান-ত্যাগে শক্তি নাই—
পতি-পদ পরশিতে নাহি অধিকার।
হে দেবী জানকী,
তোমা হ'তে ভাগ্যহীনা আমি।
বাল্মীকীর তপোবনে
দুর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দর্শন অভাবে

যে সময় ঝরঝর ঝরিত নয়ন,
অপরূপ প্রতিবিম্ব তাঁর
উষ্ণজলে সিক্ত হ'ত শ্রীঅঙ্কে তোমার।
লব-কুশ-কোমলাঙ্গে পাছে বিঁধে জ্বালা
অমনি সন্ত্রস্তা, দেবী, শুকা'তে দু'আঁখি।
কিন্তু আমি—কিন্তু আমি—কি বলিব সতী!—

পারাশরের প্রবেশ।

পারা। (পশ্চাৎ হইতে জমাম্বাকে জড়াইয়া) মা! মা! আমাকে মারতে আসছে। আমাকে মারতে আসছে।

জমাম্বা। একি!—কে বাপ্—কে বাপধন তোমাকে মারতে আসছে? হা বরদরাজ! এখনও রহস্য? এ অপরূপ শিশু কাকে মা ব'লে জড়িয়ে ধ'রলে?

পারা। ওই—ওই—ওই আসছে। ওই হনুমানের মত দাঁত বার ক'রে একটা ভাঙ্গা লাঠী নিয়ে—আমাকে মারতে আসছে।

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। যা ছোঁড়া, বড় বেঁচে গেলি। আমি পেরিয়া—চণ্ডাল। মাকে ছুঁতে পারলুম না। নইলে এই ভাঙ্গা লাঠিতে তোর পিঠ ভেঙ্গে দিতুম। মা! তোমার এই পুত্রটী বড় দুরন্ত। আমার প্রভু শ্রীরামানুজ এই পেরেমবেদুরে তাঁর জন্মভূমি দর্শন করিতে এসেছেন শুনে, তাঁর স্বগৃহে আমি তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে চলেছি। আসা পুনামেলি থেকে। একে বৃদ্ধ, তায় চোখে ভাল দেখতে পাইনা অতি কষ্টে দণ্ডে ভর দিয়ে এই পথ চলছিলুম। তোমার ছে

পথের মাঝে জুটে হাত থেকে আমার দণ্ড কেড়ে নিয়ে দু'খানা ক'রে ভেঙে দিয়েছে।

জমাম্বা। মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ?

কাঞ্চি। একি! সত্য সত্যই আমার মা! একি মা, তোমার ঘরে আজ পূর্ণচন্দ্রের অধিষ্ঠান। শত সহস্র অন্ধকারগ্রস্ত জীব তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করতে আসছে, আর তুমি এই বনের ধারে অন্ধকারে কাঙ্গালিনীটার মত দাঁড়িয়ে আছ!

জমাম্বা। হে ঋষি, হে মারুতির অবতার! আর কেন আমাকে বাক্য-যন্ত্রণা দাও। তোমারই ইচ্ছায় একদিন তোমার অমর্য্যাদা করেছি। আজ নিজের ইচ্ছায় তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। (প্রণামকরণ)

কাঞ্চি। ও সর্ব্বনাশ, কি করলে—কি করলে! যাক্—করেছ, বেশ করেছ। তোমার ছেলে আমার জীবনের অবলম্বন-দণ্ড ভেঙ্গে দিলে। তুমি মা হ'য়ে সন্তানকে প্রণাম করলে। আমার লীলা এবারকার মত সাঙ্গ হ'ল।

জমাম্বা। আমার ছেলে—আমার ছেলে? ঋষি! ওই ভাঙ্গা-দণ্ড আমার মাথায় মার। এরকম তীব্র-রহস্য ক'রনা।

কাঞ্চি। তোমার ছেলে নয়! তবে কে এ বালক? বৃদ্ধবয়সে দেহরক্ষার পূর্ব্বদিবসে আমার মুখ থেকে মিথ্যা বেরুলো!

অণ্ডালের প্রবেশ।

অণ্ডাল। পতিব্রতে! একদিন কন্যাকে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলে। তার দক্ষিণা গ্রহণ কর। গুরু এ বালককে পুত্র ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। তোমাকে দিতে বলেছেন। আমি ধাত্রীরূপে একে দশ

বৎসর পালন ক'রে আসছি। পুত্রকে কোলে তুলে নাও মা, আমি দেখে ধন্য হই।

জবালা। এই তুলিলাম কোলে।
আছে রুদ্ধ কুটীরের দ্বার—
ভিতরে তাহার
বারো বৎসরের রুদ্ধ শুষ্ক হাহাকার।
শীঘ্র যাও মা আমার, মুক্ত কর তারে।
পশুক পরমানন্দ—
কুটীরের প্রতিস্থান
আগে হ'তে যাক ভ'রে যুগের উল্লাসে,
তবে আমি লয়ে যাব নন্দনে সেথায়।

[অণ্ডালের প্রস্থান।

এ কি ভাগ্য দিলে মোরে ঋষি!

কাঞ্চী। চির-ভাগ্যবতী তুমি মাতঃ!
একবার চাহ নিজপানে,
তখনি দেখিতে পাবে
জীবনের কোন স্থানে
সংগোপনে কি আছে কোথায়।
তখনি দেখিবে, ধর্ম্ম তব পতি।
তুমি তার ধর্ম্মপত্নী, আয়তি ধরিয়া
কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি
একাধারে ক্ষমা, মেধা, ধৃতি।
আর আমি যুগে যুগে সাথে নিত্যদাস,
দেখিতে যুগলরূপে বিমল-বিকাশ।

লীলা মোর অবসান।
বিদায় লইনু রাঙা পায়,
নিজদেশে করিব প্রয়াণ। [কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

পারা। মা! আমাকে চিনতে পার?

জমাম্বা। (সচকিতে) কি ব'লছ বাপ্!

পারা। কেমন কোলে উঠেছি?

জমাম্বা। তুমি কি ব'লছ, আমি যে বুঝতে পারছিনা বাবা!

পারা। আমায় চিনতে পারছনা মা? সেই যে আমাকে চোর ব'লে গো!—তোমার মাসী আর দেবর—তাড়িয়ে দিলে—মনে নেই!

জমাম্বা। গোপাল—গোপাল—এত করুণা!

পারা। সেবারে উঠান থেকে তাড়ালে। এবারে ত মা ব'লে কোলে উঠেছি—কই, কে তাড়াবে তাড়াক না!

জমাম্বা। গোপাল—গোপাল—গোপাল! আমার যে জ্ঞান যায়—আমার যে—বাক্য যায়!

রামানুজের প্রবেশ।

একি একি গুরু গুরু—
হইল কি ভাগ্য পূর্ণ মোর?
সত্য কি স্বপন, কহ নারায়ণ!

রামা। সত্য দেবি!
তব ঋণ পরিশোধ অসাধ্য বুঝিয়া
লয়েছিনু শ্রীরঙ্গ শরণ।
করুণায় রঙ্গনাথ
পুত্ররূপে তব অঙ্কে লইলা আশ্রয়।

পুত্রধন কমল নয়ন—
অতুল সম্পদ বিশ্বে লভ্য তব আজি!
অতুল সম্পদ!
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র কুটীর তোমার।
অগণিত বৈষ্ণব-সন্তান
আশ্রয় লয়েছে তার তলে।
যাও দেবী, লইতে সে সকলের ভার
সাবধানে এই পুত্র করহ পালন।
যতিধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
বঞ্চিত করেছি মোরে শ্রীঅঙ্গ-পরশে।
তাই আজি মূর্ত্তিমধ্যে করি অধিষ্ঠান
এসেছি শ্রীপদে তব লইতে আশ্রয়।
যুগে যুগে সম্মিলন—অচ্ছেদ্য বন্ধন।
মূর্ত্তিরে স্বরূপ ক'রে জ্ঞান
পার্শ্বে দিয়ো স্থান।
ম্লান যবে দেখিবে তাহারে
বুঝিবে কার্য্যের অবসান।
সেই দণ্ডে মূর্ত্তিমধ্যে আত্ম নিবেশিয়া
মূর্ত্তি মুখে ঔজ্জ্বল্য ঢালিয়া
স্বরাজ্যে করিয়ো আগমন।
বিদায়—বিদায়—
অসংখ্য প্রণতি রাঙা-পায়।
রেখেছিলে, রাখিতেছ, রাখিয়ো আমায়।

(নেপথ্যে কীর্ত্তন-কোলাহল।

আকুল অগণ্য ভক্ত তব গৃহদ্বারে।
পদরজ লোভে তারা পথপানে চায়।
শতচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায়
দাও দেখা সে সবারে শ্রীরঙ্গ-জননী।

[প্রস্থান।

গোবিন্দ ও অণ্ডালের প্রবেশ।

গোবিন্দ। এই যে মা, তুমি এখানে! শীঘ্র এসো ঘরে মা! ওই একটী পুত্রকে কোলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকলে চলবে না। তোমার অসংখ্য সন্তান তোমার চরণাশ্রয় নিতে তোমার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কুটীরদ্বারে সমবেত হ'য়েছে।

অণ্ডাল। এসে দেখ মা, শুষ্ক হাহাকার অশ্রুধারে পরিণত হ'য়েছে। পরমানন্দের ক্ষুদ্র কুটীরে সঙ্কুলান হচ্ছেনা। এতক্ষণ বুঝি ত্রিলোক ভ'রে গেল।

জমাম্বা। হে বৎস দেখাও পথ,
হে সুশীলে করে ধ'রে লয়ে চল মোরে।

দশম দৃশ্য।

আশ্রম-সম্মুখ।

রামানুজ।

রামা। সীতারাম! সর্ব্বস্ব আমার!
আর কেন, মুক্ত কর দ্বার।
দিন-সঙ্গে কার্য্য অবসান।
ছুটেছে জ্যোতিষ্ক-পথে
আবার বৈকুণ্ঠমুখী প্রকৃতির গান।
শুনিতে শুনিতে নাথ!
চলি আমি নিত্যানন্দ-চরণ-আশ্রয়ে।
বিষম সংসার-ব্যাধি।
মুহুর্ম্মুহু তাড়নে তাহার, আত্মহারা—
হইয়াছি কত অপরাধে অপরাধী।
নাম মাত্র করিয়া আশ্রয়
অবশিষ্ট জীবন নিঃশ্বাস
তোমার সে অগণিত ভক্তের কারণ
মূর্ত্তিহৃদে করিনু অর্পণ। কার্য্যশেষ—
ক্ষমা ক'রে তুলে দাসে লহ নারায়ণ। (অন্তর্দ্ধান)

(পট পরিবর্ত্তন)

পুষ্প-ভূষিত রামানুজমূর্ত্তি।

বামে পরাশর-ক্রোড়ে জমাম্বা।

পাদমূলে অণ্ডাল।

ভক্তগণের গীত।

গোবিন্দ গোবিন্দ জয় জয় গোবিন্দ হরে।
এসেছে সে দয়ার সাগর শমন যারে ভয় করে॥
তোর ভবের ভয় আজ ঘুচে গেলো,
শমন পালালো ওই পালালো—
গুরু দাঁড়িয়ে আছেন ঘর-কানাছে
দোর খুলে দে জোর ক'রে।
ওই অরূপ-গুরু বসবেরে তোর রূপের ঘর আলো ক'রে॥

যবনিকা।